CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৭০ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 5 November, 2023 ■ আগরতলা ৫ নভেম্বর ২০২৩ ইং ■ ১৮ কার্ত্তিক, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

ছত্তিশগড়ে নির্বাচনী সভায়

৮০ কোটির বেশি দরিদ্র জনগণকে ৫ বছর বিনামূল্যে খাদ্য শস্য দেওয়ার ঘোষণা প্রধানমন্ত্রীর

৫ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে ধামাকা

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী প্রচারের পারদ বেড়েই চলেছে। কারণ, ভোটারদের মন পেতে আরও পাঁচ বছরের জন্য দেশের ৮০ কোটির বেশি দরিদ্র জনগণকে বিনামূল্যে খাদ্যশস্য দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ছত্তিসগড়ে নির্বাচনী জনসভায় অংশ নিয়ে তিনি এই মহা ধমাকা দিয়েছেন। তাঁর দাবি, আপনাদের প্রেম ও আশীর্বাদ আমাকে সবসময় এমন পবিত্র সিদ্ধান্ত নিতে শক্তি দেয়। প্রসঙ্গত, দেশে বর্তমানে ৮০ কোটিরও বেশি জনগণ বিনামূল্যে খাদ্যশস্য পাচ্ছেন।

ছত্তিশগড় বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে শনিবার রাজ্যের দুর্গে এক নির্বাচনী জনসভায় কংগ্রেসকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, কংগ্রেসের অগ্রাধিকার দুর্নীতিতে লিপ্ত হয়ে তাদের কোষাগার পূরণ করা। বিরোধীদের লক্ষ্য করে মোদী বলেন, রাজনৈতিক দলগুলি দরিদ্রদের ভাগ করার জন্য নতুন ষড়যন্ত্র করছে। তারা জাতপাতের বিষবাষ্প ছড়াচ্ছে। তিনি বলেন, মোদীর কাছে দেশের সবচেয়ে বড় জাতি হল গরীব এবং মোদী তাদের সেবক।

প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, কংগ্রেস কখনও প্রতারণা ছাড়া গরিবদের কিছু দেয়নি। কংগ্রেস কখনও গরীবদের সম্মান করে না। তারা কখনোই গরীবের দুঃখ-কষ্ট বোঝে না। তাই যতদিন কংগ্রেস কেন্দ্র সরকারে ছিল, ততদিন গরিবদের অধিকার লুট করে তার নেতাদের কোষাগার ভোরেছিল। তিনি বলেন, 'কংগ্রেস দরিদ্রদের কল্যাণ চায় না, তাদের অবস্থার উন্নতি চায় না।'

এদিন কথিত মহাদেব বেটিং অ্যাপ কেলেঙ্কারি নিয়ে ছত্তিশগড়ের কংগ্রেস সরকারকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। তিনি বলেন, "ছত্তিশগড়ের কংগ্রেস সরকার মহাদেবের নাম পর্যন্ত ছাড়েনি।

মাত্র দু'দিন আগে রায়পুরে বড়সড় অভিযানে পাওয়া গেল বিশাল টাকার স্তূপ।

লোকেরা বলছে যে এই টাকা ফটকাবাজ এবং জুয়াড়িদের, যা তারা ছত্তিশগড়ের দরিদ্র ও যুবকদের ডাকাতি করে জমা করেছে। 'কংগ্রেস নেতারা এই লুট করা টাকা দিয়ে তাদের ঘর ভরাচ্ছে।' মোদী বলেন, দুবাইয়ে বসে থাকা এই কেলেঙ্কারির অভিযুক্তদের সাথে কংগ্রেসের সম্পর্ক কী তা ছত্তিশগড়ের জনগণকে সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রীর বলা উচিত। এত টাকা উদ্ধার হওয়ার পর কেন এখানকার মুখ্যমন্ত্রী নার্ভাস হয়ে পড়েছেন? তিনি বলেন, এই কংগ্রেসীরা দিনরাত মোদীকে গালি দেয়, কিন্তু এখানকার মুখ্যমন্ত্রী এখন দেশের নিরাপত্তা বাহিনী এবং তদন্তকারী সংস্থাগুলিকেও গালি দিতে শুরু করেছেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমি আপনাদের আশ্বাস দিচ্ছি যে রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পর এই ধরনের কেলেঙ্কারির কঠোর তদন্ত করা হবে এবং যারা আপনার টাকা লুট করবে তাদের জেলে পাঠানো হবে। এই সরকারের হাত থেকে মুক্তি চায় ছত্তিশগড়। সেই কারণেই ছত্তিশগড় বলছে —আর সহ্য করব না, বদল করব। ছত্তিশগড় বিজেপির নির্বাচনী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মোদীর শোক, সাহায্যের আশ্বাস

ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত নেপাল, মৃত্যু বেড়ে ১৫৭

কাঠমান্ডু, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : শুক্রবার গভীর রাতে ৬.৪ মাত্রার ভূমিকম্পে পশ্চিম নেপালে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় চলছে ত্রাণ ও উদ্ধারের কাজ। মৃত্যু বেড়ে ১৫৭ হয়েছে। ন্যাশনাল ভূমিকম্প মনিটরিং অ্যান্ড রিসার্চ সেন্টারের মতে, ভূমিকম্পটি ঘটেছে রাত ১১টা ৪৭ মিনিটে। এর কেন্দ্রস্থল ছিল জাজারকোট জেলায়। শনিবার সকালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেপালের ভূমিকম্পে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেন, ভারত নেপালকে সব ধরনের সহায়তা দিতে প্রস্তুত। নিহতের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আধিকারিকরা জানিয়েছেন। ত্রাণ ও উদ্ধারকর্মীরা ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়া লোকজনকে খুঁজছেন। এখনও পর্যন্ত জাজারকোটে ধ্বংসস্তূপের স্তূপ থেকে ৯২ ও রুকুম পশ্চিমে ৬২ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

এদিকে, ভূমিকম্পে যারা প্রাণ হারিয়েছেন তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি তার শোক বার্তায় জানিয়েছেন, এই বিপর্যয়ের সময়ে নেপালকে সব ধরনের সাহায্য করতে প্রস্তুত ভারত।নেপালের প্রধানমন্ত্রী পুষ্পকমল দাহাল ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা জাজারকোটে পৌঁছেছেন। সেনাবাহিনীর মেডিকেল টিম ও ওষুধ নিয়ে আসা নেপালের প্রধানমন্ত্রী ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন। তিনি ত্রাণ ও উদ্ধার কাজে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন। জাজারকোট ও রুকুমের হাসপাতালগুলোতে জায়গা নেই। এখন আহতদের হেলিকপ্টারে করে সুরক্ষেত ও নেপালগঞ্জের হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে। আশপাশের এলাকা থেকে মেডিকেল টিম ডাকা হয়েছে।

৫০ লাখ টাকার নেশা সামগ্রী উদ্ধার, আটক ২

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। ত্রিপুরা পুলিশের নিরন্তর প্রচেষ্টার পরও রাজ্যে নেশা সামগ্রী পাচার করা পুরোপুরি বন্ধ হচ্ছে না। এরই মধ্যে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে কদমতলা-চুরাইবাড়ি মূল সড়কে একটি গাড়ি থেকে ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করেছে পুলিশ। সাথে দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। বাজেয়াপ্ত নেশা সামগ্রীর বাজারমূল্য আনুমানিক ৫০ লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী।

জেলা পুলিশ সুপার ভানুপদ চক্রবর্তী জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চুরাইবাড়ি থানার খবর আসে গাড়ি করে প্রচুর নেশা সামগ্রী পাচার করা হবে। সেই খবরের ভিত্তিতে আজ দুপুরে কদমতলা --- চুরাইবাড়ি মূল সড়কে উত পেতে বসে থাকে পুলিশ। সেই সময় কদমতলা — চুরাইবাড়ি মূল সড়কে টিআর০১বিডাব্লিউ৩০১ নম্বরের একটি গাড়িকে আটক করে পুলিশ। তাতে তল্লাশি চালিয়ে মোট ১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করে পুলিশ। সাথে দুই যুবককে আটক করে।

তিনি আরও জানিয়েছেন, ধৃতরা হলেন সোনামুড়ার বাসিন্দা আবদুল রাসদ ও জসিম মিঞা।

আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার

শূকর পরিবহনে নিষেধাজ্ঞা জারি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। ত্রিপুরায় আফ্রিকান সোয়াইন ফিভার থাবা বসিয়েছে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তর বহি:রাজ্যে থেকে রাজ্যে ও রাজ্যের অভ্যন্তরে শূকর পরিবহণে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের বিশেষ সচিব ও অধিকর্তা কে শশীকুমার এক বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ জানিয়ে বলেন, শূকর পালনকারীদের কল্যাণে ও শূকরের মধ্যে সংক্রমণ প্রতিরোধে এই নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ত্রিপুরা সরকারের প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অনুমোদন ছাড়া কোনও জীবিত বা মৃত শূকর বহি:রাজ্য থেকে রাজ্যে আনা যাবে না। বাইরে থেকে শূকর পরিবহণকারী একমাত্র সেই গাড়ি বা রেলে কনসাইনমেন্টকে রাজ্যে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে যেগুলি প্রিভেনশন অব ক্রুয়েল্টি টু অ্যানিমেলস অ্যাক্ট ১৯৬০-এর প্রাণী পরিবহণের রুলস ২০০১-এর ১৬ রুল ও স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিজার মেনে প্রবেশ করবে।

বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, সেক্ষেত্রে প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের আধিকারিকরা বাইরে থেকে আমদানিকৃত শুকরগুলির প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য ও টিকা সংক্রান্ত অবস্থা যাচাই করবেন। সেজন্য প্রবেশ দ্বারে শূকর বোঝাই কনসাইনমেন্ট পৌঁছানোর কমপক্ষে ৪৮ ঘন্টা আগে প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের অধিকর্তাকে জানাতে হবে। শূকর পালন ছাড়া বাণিজ্যিক কারণে মাংস বিক্রির জন্যও বাইরে থেকে শূকর আনা যাবে না।

তাছাড়া যে স্থানে সেই শূকর যাবে সেখানে আমদানিকারী তার নিজের খরচে শূকরের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাবেন প্রাণীসম্পদ বিকাশ দপ্তরের আগাম অবগতির ভিত্তিতে। তাছাড়া রাজ্যের প্রবেশ দ্বারে যদি কোনও বেআইনি। অসুস্থ কনসাইনমেন্ট পাওয়া যায় তাহলে শূকরের কনসাইনমেন্ট রাজ্য থেকে সরিয়ে নেওয়ার একমাত্র দায়িত্ব থাকবে আমদানিকারীর। অন্যথায় তাকে নিজের খরচে চলতি রোগ প্রতিরোধক আইন অনুযায়ী সেই শূকরগুলির সুষ্ঠু নিষ্পত্তি করতে হবে।

সামনের আলোর উৎসব দীপাবালি। তাই মৃৎ-শ্লিপীদের মধ্যে এখন চরম ব্যস্ততা। ছবি- নিজস্ব।

ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঃ শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ নভেম্বর।। নিজ বাড়িতে এক যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। আজ সকালে শান্তির বাজার ভগৎ সিং কর্নার এলাকা থেকে ওই যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকল বাহিনী ও পুলিশ। দমকলবাহিনী মৃতদেহ উদ্ধার করে শান্তিরবাজার জেলা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, আজ সকাল ১০ টা ৩০ মিনিট নাগাদ শান্তির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফল প্রকাশের দাবিতে ডেপুটেশন এসটিজিটি পরীক্ষার্থীদের

তানিয়া চক্রবর্তী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। আবারও অতিসত্বর ফল প্রকাশের দাবিতে টি আর বি টি দপ্তরে ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন এসটিজিটি পরীর্কাথীরা। তাদের দাবি,অতিসত্বর ফল প্রকাশ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হোক।

জনৈক পরিক্ষার্থী জানিয়েছেন, ২০২২ সালে সেপ্টেম্বর মাসে এসটিজিটি পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল।পরীক্ষা দেওয়ার ১ বছর অতিক্রম হয়ে গেলেও এখনো পর্যন্ত ফলাফল প্রকাশ করেনি শিক্ষা দপ্তর।এ বিষয়ে একাধিকবার টিআর বিটির দারস্থ হলেও কোনো জবাব মিলছে না।

তাদের অভিযোগ, সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল আইনগত কারণে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হচ্ছে না। কিন্তু বর্তমানে সেই সমস্যা সমাধান হয়ে গেছে।তবু টি আর বিটি নিয়োগ করেছে না।

তাই আজ আবারও অতিসত্বর ফল প্রকাশের দাবিতে টি আর বি টির অধিকর্তা প্রত্যুষ রঞ্জন দেবের নিকট ডেপুটেশনে মিলিত হয়েছেন।

এদিন তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী তথা শিক্ষামন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার কাছে অতিসত্বর তাদের নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

দুই সন্তান রেখে প্রেমিকের হাত ধরে পালাল গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৪ নভেম্বর।। ছোট্ট ছোট্ট দুইটি অবুঝ শিশু সন্তানকে ফেলে রেখে পরপুরুষের হাত ধরে পালিয়েছে গৃহবধূ এমনটাই অভিযোগ পরিবারের সদস্যদের।গৃহবধূ নিখোঁজ হবার বিষয়ে থানায় লিখিতভাবে জানানো হয়েছে।

মা ডাকটি খুবই মধুর। ছোট্টবেলায় সকলে মায়ের আদরে বড় হয়ে থাকে। ১০ মাস ১০ দিন গর্ভে ধারণ করে মা শিশু সন্তানকে এই পৃথিবীর বুকে নিয়ে আসে। কিন্তু দেখা গেছে সেই মা অবুঝ শিশু সন্তানদের রেখে চলে গেছে। ঘটনার বিবরনে জানা যায়, শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত রাজাপুর এলাকার বাসিন্দা রনবীর কর্মকারের ও উদয়পুর ফেঁটামাটি এলাকার বাসিন্দা মামন দে ২০১৮ সালে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বিবাহের পর দুজনেই সুখের সংসারে বসবাস করছিলেন। দুইজনের কোলজুরে একটি ছেলে ও একটি মেয়ে সন্তান এসেছে। বর্তমান সময়ে ছেলেটির বয়স ৪ বছর ও মেয়েটির বয়স দের বছর। সংসারে কোনো প্রকার অশান্তি না থাকা সত্বেও গৃহবধূ রাজাপুরের এক সেলুন দোকানের মালিকের সাথে পরকীয়ায় লীপ্ত হয় বলে অভিযোগ।

পরকীয়ার জেরে গৃহবধূ ৪ বছরের ছেলে ও দেড় বছরের মেয়েকে রেখে দিয়ে লক্ষীপূজার দিন রাতে নাগরের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নির্মাণ কাজে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের উপর গুরুত্বাপোর করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। উন্নয়ন কর্মসূচি রূপায়ণে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। রাজ্যে বর্তমানে চলমান প্রকল্পগুলির কাজ আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে, গুণমান বজায় রেখে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে দ্রততার সাথে সম্পন্ন করতে হবে। এরজন্য প্রয়োজনীয় যা যা ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন তা দ্রত সম্পন্ন করতে হবে। আজ সচিবালয়ের ২নং সভাকক্ষে আগরতলা-এয়ারপোর্ট সড়ক, ইউনিটি মল ও গুর্খাবস্তিতে বহুতলবিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের বর্তমান পরিস্থিতি ও অগ্রগতি নিয়ে এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসের (ডাঃ) মানিক সাহা একথা বলেন। সভায় এই প্রকল্পগুলির পর্যালোচনা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রকল্পগুলির নির্মাণ কাজে নিয়মিত পর্যবেক্ষন ও নজরদারি রাখতে হবে।

পর্যালোচনা সভা

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যসচিব জে কে সিনহা আমতলী বাইপাস সংলগ এলাকায় আধুনিক সুবিধাযুক্ত ইউনিটি মল ও গুর্খাবস্তিতে বহুতলবিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন নির্মাণে প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট ধারণাকে প্রয়োগ করার পরামর্শ দেন। এতে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে দায়বদ্ধতা বাড়বে। সভায় আগরতলা-এয়ারপোর্ট সড়ক, ইউনিটি মল ও বহুতল বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা এবং প্রকল্প রূপায়ণে গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আগরতলা মার্টসিটি লিমিটেডের সিইও ডা. শৈলেশ কুমার যাদব এয়ারপোর্ট রোড ও ইউনিটি মল নির্মান প্রকল্পের বর্তমান কাজের অবস্থা এবং অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন। তিনি জানান, এয়ারপোর্ট রোড নির্মান ও প্রশস্তিকরণে ৫.৩৭ কিলোমিটার দীর্ঘ রাস্তার কাজ শুরু হয়েছে। এবছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে আগরতলা-এয়ারপোর্ট সড়কের ব্ল্যাকটপের কাজ সম্পর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ৩০ ▫ ৫ নভেম্বর ২০২৩ইং ▫ ১৮ কার্তিক ▫ সোমবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

টিএসআর রাজ্যের গর্ব অন্তর্ভুক্ত হইলেন মহিলারাও

আইনশৃঙ্খলা ও রক্ষায় ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস বাহিনী দীর্ঘ বছর ধরিয়া দক্ষতার সঙ্গে কাজ করিয়া আসিতেছে। এই বাহিনীর সুনাম রাজ্যের গন্ডিত ছাড়িয়া দেশের অন্যান্য রাজ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এর সুবাদেই টিএসআর বাহিনীকে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনী কাজে নিরাপত্তা নিশ্চিত করিতে এমনকি দেশের সংসদ ভবনের নিরাপত্তার কাজেও এ টি এস আর বাহিনীকে নিয়োজিত করা হইয়াছে। ইহা রাজ্য ও রাজ্যবাসীর অতীব গর্বের বিষয়। রাজ্য সরকার এই গর্বের বাহিনীতে পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদের কর্মসংস্থানের জন্য বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। টিএসআর বাহিনীতে ইতিমধ্যেই মহিলাদের জন্য ১০ু পদ সংরক্ষণ করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই চৌদ্দ ও পনের নম্বর ব্যাটেলিয়ানে ১০ু মহিলাদের নিযুক্ত করা হইয়াছে। এই বাহিনীকে আরো শক্তিশালী করিবার জন্য বর্তমান সরকার যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করিয়াছে। কেননা, ত্রিপুরা রাজ্যে সন্ত্রাসবাদ দমন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় টিএসআর-জওয়ানদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রহিয়াছে। নির্বাচনের সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে টিএসআর কর্মীদের মোতায়েন করা হয়। রাজ্যে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবিলায় টিএসআর জওয়ানদের ভূমিকা খুবই উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রীয় আধা সামরিক বাহিনী বিএসএফ ও সিআরপিএফ-সহ অন্যান্য কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সন্ত্রাসবাদীদের বিরুদ্ধে যেভাবে টিএসআর জওয়ানরা কাজ করিয়াছেন সেটা প্রশংসার দাবি রাখে। সন্ত্রাসবাদ দমন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজ-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রেও অবদান রাখিয়া চলিয়াছে টিএসআর বাহিনী।নরসিংগড়ের কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমিতে টিএসআর ইন্ডিয়ান রিজার্ভ পুরুষ ও মহিলা জওয়ানদের পাসিং আউট প্যারেডে প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা আপ্লাপট স্বীকার করিয়াছেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ড় মানিক সাহা। মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের জন্য টি এস আর বাহিনী খুবই গর্বের। এই প্রথমবারের মতো টিএসআর বাহিনীতে যুক্ত হইলেন মহিলা কর্মীরা।টিএসআর-এ প্রথমবারের মতো ১৩৭ জন মহিলা জওয়ানদের নিয়োগ করা হইয়াছে। নরসিংগড়স্থিত কেটিডিএস পুলিশ ট্রেনিং একাডেমীতে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের ১৪ ও ১৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানের পাসিং আউট প্যারেড অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। দেশের অন্যান্য পুলিশ বাহিনীর তুলনায় রাজ্যের টিএসআর বাহিনী কোনও অংশেই কম নয়। সারা দেশেই এই বাহিনীর সুনাম রহিয়াছে। রাজ্যে বিশেষ করিয়া সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ মোকাবিলায় টিএসআর দক্ষতার পরিচয় দিয়াছে। যাহা প্রশংসার দাবি রাখে। রাজ্যের প্রত্যন্ত গ্রামে প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা জনগণের কাছে পৌঁছাইয়া দিতে টিএসআর ক্যাম্পগুলো দায়িত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতেছে।

টিএসআর ক্যাম্পের উদ্যোগে সিভিক একশান কর্মসূচি, স্বাস্থ্য শিবির এবং প্রশাসনিক শিবিরের আয়োজন করা হইতেছে। সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুখী প্রকল্প সম্পর্কে প্রত্যন্ত এলাকায় টিএসআর জওয়ানরা জনগণকে সচেতন করিতেছেন। টিএসআর-এ ১৪ ও ১৫ নম্বর ব্যাটেলিয়ানে মোট ১৪১৩ জনকে নিয়োগ করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে মহিলাদের জন্য ১০ শতাংশ পদ সংরক্ষণে রাজা সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী টিএসআর-এ প্রথমবারের মতো ১৩৭ জন মহিলা জওয়ানদের নিয়োগ করা হইয়াছে।

বর্তমানে টিএসআর-এর এক ব্যাটেলিয়ান ওএনজিসি-তে এবং এক কোম্পানী ওটিপিসি-তে নিরাপত্তার কাজে নিয়োজিত রহিয়াছেন। এছাড়াও রাজ্যের শিল্প এলাকার নিরাপত্তার স্বার্থে টিএনজিসিএল এবং নীপকো-তে টিএসআর বাহিনী দায়িত্ব পালন করিতেছে। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের চাহিদা অনুসারে দিল্লীতে পার্লামেন্ট স্ট্রিট, আদালত চত্বর, বিভিন্ন দূতাবাস এলাকায় দিল্লী পুলিশের সাথে টিএসআর জওয়ানরা নিয়োজিত রহিয়াছেন এবং দায়িত্ব পালন করিতেছেন। এছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যের নির্বাচনের সময়ে টিএসআর বাহিনীকে নিযুক্ত করা হইতেছে। দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালনের ফলে রাজ্যের সুনাম অর্জিত হইতেছে।শহর এলাকার আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে টিএসআর জওয়ানদের শহর এলাকায় নিয়োজিত করার পরিকল্পনা নিয়াছে সরকার।

জয়পুরে জাতীয় সড়কে ডাম্পার-ট্রেলারে আগুনে মৃত ১, আহত ৩

জয়পুর, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : রাজস্থানের জয়পুর-কোটা জাতীয় সড়কের টঙ্ক জেলার সোহেলা গ্রামের কাছে শুক্রবার সন্ধ্যায় একটি নুড়ি বোঝাই ট্রেলার এবং একটি ডাম্পারের মধ্যে সংঘর্ষের পরে উভয় গাড়িতেই আগুন লেগে যায়। এরপর একটি মোটরসাইকেলেও ধাক্কা লাগে। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ডাম্পার চালকের। দুর্ঘটনায় ট্রেলারে ও মোটরসাইকেলে আরোহী তিনজন আহত হয়েছেন। পুলিশ আহতদের উদ্ধার করে নিভাই হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

আগুন লাগার পর জাতীয় সড়কের এক পাশে যানবাহন থেমে যায় এবং যান চলাচল বন্ধ থাকায় বড়সড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটেনি। পুলিশ ও গ্রামবাসীদের মতে, একটি ডাম্পার ভুল পথে এসে সামনে থেকে আসা একটি ট্রেলারের সঙ্গে সংঘর্ষে এই দুর্ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে টঙ্ক ও নিওয়াই থেকে ফায়ার ব্রিগেডকে ডাকার নির্দেশ দেয়। দমকল ও পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাত ৮টার দিকে প্রায় আধা ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। নিহত ও দগ্ধদের পরিচয় এখনও পাওয়া যায়নি।

বনগাঁয় আটাকলের মালিকের বাড়িতে হানা ইডির

বনগাঁ, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : রেশন দুর্নীতি মামলার তদন্তে রাজ্যের একাধিক জায়গায় ইডির অফিসাররা হানা দিয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। শনিবার সাত সকালে বনগাঁয় একটি আটাকল ও ওই আটাকলের মালিকের বাড়িতে পৌঁছে গিয়েছেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসাররা।

প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, বনগাঁর রাধাকৃষ্ণ রাইস মিলে কেন্দ্রীয় বাহিনী জওয়ানদের নিয়ে সদলবলে হানা দিয়েছেন ইডির অফিসাররা। এই আটাকল বা এই আটাকলের মালিকের সঙ্গে খাদ্য দফতরের কী লিঙ্ক রয়েছে, তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। সেই সূত্র ধরেই, যাবতীয় বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শনিবার সাতসকালে ইডি হানা দিয়েছে বলে জানা যাচ্ছে।

বহুমুখী বৈশ্বিক মেরুকরণ আজ এক বাস্তবতা

এম এ হোসাইন

রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ভালদাই ক্লাবে যে নীতি নির্ধারণী বক্তৃতা দিয়েছেন তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ঘোষণা করেন যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব বিশ্ব ব্যবস্থাপনা চাপিয়ে দেয়ার প্রবণতা আর গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি পরামর্শ দেন যে বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতাকে মার্কিন নীতিনির্ধারকগন যেন মেনে নিয়ে তার স্বীকৃতি প্রদান করেন। তিনি জোর দিয়ে বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধ পশ্চিমারা রাশিয়ার উপর চাপিয়ে দিয়েছিল যা তাদের আধিপত্যবাদী বৈশ্বিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণের জ্বাজ্জল্য প্রমাণ। এই যুদ্ধে রাশিয়ার কোন সাম্রাজ্যবাদী বা আঞ্চলিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার অভিপ্রায় এখনো পরিলক্ষিত হয়নি। ১৯৯২ সালে, প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর পরাশক্তি গুলোর মাঝে একটি চুক্তি হয়েছিল যে ন্যাটো নতুন আবির্ভূত প্রজাতন্ত্র গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য পূর্বে তার সদস্যপথ বাড়াবে না। কিন্তু, পশ্চিমা শক্তিগুলো এই চুক্তি লংঘন করেছে এবং ২০১৪ সালে পশ্চিমা সমর্থিত এক অভ্যুত্থানে জেলেনস্কি ইউক্রেনের ক্ষমতা এসেছিলেন। তিনি অবিলম্বে ইউক্রেন কে ইইউতে অন্তর্ভুক্ত করার প্রচেষ্টা শুরু করেন। যেহেতু, ইউক্রেন রাশিয়ার প্রভাব বলয়ের মধ্যে পড়ে তাই রাশিয়া এর বিরোধিতা করে এবং বর্তমানে এই সংঘাতের দিকে নিয়ে যায়। প্রায় দুই বছরব্যাপী এই চলমান যুদ্ধে ইউক্রেনের অনেক বড় বড় শহর ধ্বংস হয়ে গেছে এবং কিছু অঞ্চল গণভোটের মাধ্যমে রাশিয়ান ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইউক্রেন তার বহুল- প্রচারিত বসন্ত আক্রমণের পর দেখা গেছে যে তার আশানুরূপ অগ্রগতি লাভ হয়নি বরং দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মত তার পর্যাপ্ত লোকবল ও যুদ্ধ সরঞ্জাম নেই। তাছাড়া ন্যাটো এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পর্যাপ্ত গোলাবারুদ ও যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করার অবস্থানে নেই। আমেরিকার ভিতরেই নীতিনির্ধারকগন যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ঘোর বিরোধী। সুতরাং এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে ইউক্রেন এই যুদ্ধে হেরে গেছে।

রাশিয়াকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার ফাঁদে ফেলে তার অর্থনীতিকে চেপে ধরার যে কৌশল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়েছিল তা দৃশ্যত ভুল পদক্ষেপ হিসেবে উঠে এসেছে। ব্রিকস, নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, ইত্যাদি পদক্ষেপ গুলো মূলত পশ্চিমাদের এই নিষেধাজ্ঞা, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং সুইফটকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে অপব্যবহারের প্রত্যক্ষ ফল। পুতিন পশ্চিমা শক্তি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলো কে সাহায্য করার জন্য জাতিসংঘের নিষ্ক্রিয়তারও সমালোচনা করেছেন। তিনি জাতিসংঘের সংস্কার ও ভারত, ব্রাজিল এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব করেছেন। নিঃসন্দেহে এই প্রস্তাবের পিছনে একটি বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যা ভূ-রাজনৈতিক বাস্তবতা ও কৌশলগত প্রভাব কে ইঙ্গিত করে।

ন্যাটোর সম্প্রসারণ রাশিয়ার জন্য একটি ভূ-কৌশলগত হুমকি স্বরূপ। চিন, দক্ষিণ চিন সাগরে তাদের ভূ-কৌশলগত শক্ত অবস্থানকে নিজেদের অধিকার হিসেবে দেখে। চিনের উন্নতি দেখিয়েছে যে এই দেশ অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞা বা বাণিজ্য নিষেধাজ্ঞা প্রতিরোধ করার ক্ষমতা রাখে। বর্তমানে, রাশিয়ার সাথে চীনের কৌশলগত ঘনিষ্ঠ সহাবস্থান এবং বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ এর অধীনে অন্যান্য দেশের সাথে তার অনুন্নত রাষ্ট্রগুলোকে তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করে, তার কাঠামোগত এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের অংশীদার হয়েছে। এটি কেবল মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় নয় আফ্রিকাতেও এর প্রভাব বাড়িয়েছে। চীনের এই উত্থান পশ্চিমা শক্তির কাছে শঙ্কা ও উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। তাছাড়া, আফ্রিকায় বিশেষ করে পশ্চিম ও পূর্ব আফ্রিকায় এক এক করে পশ্চিমা মিত্রদের আধিপত্য হারানো পশ্চিমা যুগের সমাপ্তিও বটে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের

> রাশিয়াকে অর্থনৈতিক নিষেধাজ্ঞার ফাঁদে ফেলে তার অর্থনীতিকে চেপে ধরার যে কৌশল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিয়েছিল তা দৃশ্যত ভুল পদক্ষেপ হিসেবে উঠে এসেছে।

মজবুত সম্পর্ক বর্তমান শতাব্দীতে যে কোন মানদণ্ডে সম্পূর্ণ ভিন্ন কৌশলগত পদ্ধতির প্রতিনিধিত্ব করে। যখন পশ্চিমা মিত্রশক্তিরা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে বহু জাতিকে ধ্বংস করে চলছিল তখন চীন তার'' নরম শক্তি'' প্রয়োগের মাধ্যমে এই আগ্রাসী পররাষ্ট্রনীতির কারণে একটি কৌশলগত ব্লকের আবির্ভাব ঘটেছে যা পূর্ব এবং পশ্চিমের মাঝে এক বিভাজন রেখা একে দিয়েছে। মি: পুতিন জি-২০ সম্মেলন কে সমালোচনা করে বলেন, জি-২০ সম্মেলন মূলত সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সমন্বয়ের জন্য সৃষ্ট কিন্তু বর্তমানে তার রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে। তিনি এর ভবিষ্যৎ নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মধ্য প্রাচ্যে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের স্ট্র্যাটেজিক পার্টনার সৌদি আরবের সাথে সম্পর্কের টানাপোড়ন চলছে বেশকিছু সময় ধরে। তার উপর, চীনের মধ্যস্থতায় রিয়াদ-তেহরান এর কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন পশ্চিমাদের কাছে এক বজ্রাঘাত। মোহাম্মদ বিন সালমান যখন অতিরিক্ত তেল উত্তোলনের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের অনুরোধ উপেক্ষা করেন, তখনই নিশ্চিত হয়েছিল মধ্য প্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য পতনমুখী। সম্প্রতি জো বাইডেন চীনের বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ এর পাল্টা কৌশল হিসাবে মধ্যপ্রাচ্য এবং ইসরাইলের মধ্য দিয়ে একটি ট্রান্স-আটলান্টিক রুট তৈরির পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। কিন্তু, হামাস এবং ইসরাইলের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক যুদ্ধের দামামা এই পরিকল্পনার কবর দিয়েছে।

দক্ষিণ এবং পূর্ব এশিয়ায় চিনের প্রভাব ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র অন্তত এশিয়ায় চিন থেকে এক ধাপ পিছিয়ে আছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইন্দো-প্যাসিফিক স্ট্রাটেজিক অংশীদার রাষ্ট্রসমূহ যেমন: ভারত, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়া ও অস্ট্রেলিয়া চিনের প্রভাব বলয়ের কাছে কৌশলগত চাপে রয়েছে। গত দুই দশক ধরে যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ার রাষ্ট্রসমূহের সরকারের সাথে অংশীদারিত্বের সম্পর্ক বজায় রেখে চলছিল কিন্তু চিন জনগণের সাথে জনগণের সম্পর্কের নীতি বজায় রেখেছে যার ফল আজ তারা পাচ্ছে। ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়া বরাবর বলে যাচ্ছে তারা শান্তিপূর্ণ সমাধান চায় কিন্তু পশ্চিমারা তাদের একগুয়ে নীতির কারণে আজ একটি জাতি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে।

নিঃসন্দেহে, হামাস-ইসরাইল যুদ্ধে ইরানের যথেষ্ট সমর্থন রয়েছে। ইসরাইলের আগ্রাসী এবং উদ্ধ্যত পদক্ষেপ ফিলিস্তিনি জনগণের মাঝে চরম হতাশা এবং ক্ষোভ কাজ করছিল যা হামাসের উপর এক ধরনের কৌশলগত চাপ সৃষ্টি করেছিল। তার পাশাপাশি ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ইস্যু, শিয়া আধিপত্যশীল মধ্যপ্রাচ্য গঠন এবং ইসরাইল-সুন্নী রাষ্ট্র সমূহ বিশেষ করে সৌদি আরবের সম্পর্ক স্বাভাবিকরণ ভেস্তে দেবার উদ্দেশ্যে এই 'অপারেশন আল-আকসা ফ্লাড' শুরু করতে হয়। রাশিয়া এবং চিন অবশ্যই প্রস্তুত ছিল মধ্যপ্রাচ্যে ইসরায়েলের সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রের যেকোনো আগ্রাসী পদক্ষেপের পাল্টা জবাব দিতে। যদিও ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র সংগঠনগুলো কর্তৃক জিম্মি আটকের ঘটনাটি এই যুদ্ধের এক ধরনের জটিল ডাইমেনশন দিয়েছে যা যুদ্ধকে দীর্ঘস্থায়ী করতে এবং অনুকূলে রাখতে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামীদের সহায়ক হবে। যুক্তরাষ্ট্র যদি উন্মাদমোখর নেতানিয়াহুর খপ্পরে পড়ে এই যুদ্ধে জড়ায় তাহলে এটাই হবে যুক্তরাষ্ট্রের জন্য বিশ্বের এক নম্বর পরাশক্তি থেকে পতনের কফিনে শেষ পেরেক ঠুকা।

এম এ হোসাইন একজন রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা বিশ্লেষক।

স্যার রমেশ মিত্র-এর প্রাচীন বাড়ি

আসাদ আলী

প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ঐতিহাসিক বহু ঘটনার স্বাক্ষী এই বাড়িটি। যিনি এই প্রাসাদোপম বাড়িটি বানিয়েছিলেন তিনি অতি উদার এক মহৎ হৃদয় ব্যাক্তি ছিলেন, এই এলাকায় তাঁর বহু অনন্য কৃত্বি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। সেই বিষয়ে অতি সংক্ষেপে আলোচনায় আসছি। যদিও এর আগেও আমি আমাদের এই এলাকার বহু ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নিয়ে দৈনিক ''পূবের কলম''এ উত্তর সম্পাদকীয় তে ''আমার গ্রাম আমার অহংকার'' শিরোনামে লিখি এবং এতদঞ্চলে লেখাটির উপযোগিতা নিয়ে সাড়া পড়ে যায়। এবং এই এলাকার কিছু ঐতিহ্যবাহী ও ঐতিহাসিক বিষয়ে আমি আমার এক লেখক বন্ধুকে সহযোগিতা করি তিনি তাঁর গ্রন্থে আমার কথা উল্লেখ করেন, সেই গ্রন্থ টি কলেজ স্ট্রিট এর একটি নামি প্রকাশনী প্রকাশ করেন এবং অল্পদিনের মধ্যে নিঃশেষ হয়ে যায়। তিনি আমাকে একটি বই দিয়েছিলেন, কোন এক বন্ধু বইটি পড়ে ফেরত দিয়ে যাবেন বলেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বইটি আর ফেরত আসেনি। এই প্রসঙ্গে প্রচলিত একটি প্রবাদ বাক্য মনে পড়ছে, ''বই আর বউ একবার বাইরে গেলে আর ফেরত আসেনা।'' এই অভিজ্ঞতা একবার নয় আমার বহুবারই হয়েছে, না না বউয়ের কথা নয়, বইয়ের কথা বলছি। যাইহোক— এই মহৎ হৃদয় ব্যাক্তিটি হলেন স্বাধীনত্তোর ভারতের প্রথম অস্থায়ী বিচারপতি স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র। এই বাড়িটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগণা জেলার রাজারহাট ব্লকের বিষ্ণুপুর বাজারের পাশে অবস্থিত। এখানেই তাঁর তৈরী প্রায় দেড় শতাব্দীর প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী ও ঐতিহাসিক উচ্চবিদ্যালয় ''বিষ্ণুপুর স্যার রমেশ ইনস্টিটিউশন'' ও ''স্যার রমেশ লাইব্রেরি'' অবস্থিত। তাঁরই প্রতিষ্ঠিত হাড়োয়া থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত প্রায় চল্লিশ কি. মি. পিচ রাস্তা এখনো কালের স্বাক্ষী হয়ে আছে এবং এই বিস্তির্ণ এলাকার মানুষজন ও বহু যানবাহন চলাচল করে থাকে এই প্রায় দেড় শতাব্দী প্রাচীন রাস্তাটির উপর নির্ভর করে। পাঠকদের কাছে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এই জন্য যে, এখানে যে

বাড়ির ছবিটি দিলাম তা বাড়ির বাইরে থেকে নেওয়া, ভিতরের ছবি খুবই সুন্দর, সেখানে প্রাচীন ঠাকুর ঘর, দালান, বিশাল উঠোন ইত্যাদি আছে, ছবি ও নিয়েছিলাম, কিন্তু দুঃখ এই যে, স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নায়েবের বর্তমান প্রজন্ম এর কাছে জানতে পারি বাড়ির ভিতরের ছবি প্রকাশ করায় নিষেধ আছে স্যার রমেশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বর্তমান প্রজন্মের। আছে বিদ্যালয়ের ছবি এবং লাইব্রেরীর। আমি গর্বিত যে আমি এই এলাকায় জন্মগ্রহণকারী, এই বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র, এই লাইব্রেরীতে আমার বহু সময় কেটেছে, এই ঐতিহ্যবাহী ও ঐতিহাসিক এলাকায় আমার আমার শিশুকাল, যৌবন এখন পৌঢ়ত্বকে ছুঁয়ে ফেলেছি, এবং শেষ ঘুমটি এখানেই দেবো হয়তোবা।

গণনা থেকেই জ্ঞানের শুরু

নাভিদ সালেহ

জ্ঞানপিপাসা থেকে কোনো জাতি যত দূরে সরে গেছে, পৃথিবীতে তার অবস্থান হয়েছে তত দুর্বল। ইউভাল নোয়াহ হারারি তাঁর বহুল আলোচিত স্যাপিয়েন্স বইতে জ্ঞানপিপাসার আদিসূত্রের খোঁজ দিয়েছেন।

আজ থেকে প্রায় ৫ হাজার ৫০০ বছরেরও আগের কথা। ক্ষমতা বিস্তার ও সাম্রাজ্য পরিচালনার স্বার্থে সুমেরীয়রা দক্ষিণ মেসোপটেমিয়ায় প্রথম লিখিত লিপি উদ্ভাবন করে। মেসোপটেমিয়া জায়গাটা টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মাঝে অবস্থিত। আজকের হিসাবে পূর্ব সিরিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব তুরস্ক ও ইরাকের এখানটায়। মাটির ফলকে খোদাই করে তৈরি তাদের এই লিপি কেবল গণনার কাজে ব্যবহৃত হতো। মানব মস্তিষ্ক এক বিস্ময়। তবু বিশাল মাত্রার তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণ এবং তা দ্রুত পুনরুদ্ধার আমাদের জন্য সহজ নয়। কিছু মানুষের স্মৃতিশক্তি প্রবাদতুল্য, এ কথা সত্যি। হাজার বছর আগেও এরকম মানুষ ছিলেন। সেকালে তাঁদের 'মেমোরি প্রফেশনালস' বলা হতো। বাংলা করলে দাঁড়ায়, 'স্মৃতিজীবী'। তবে এমন গুটিকয় মানুষের ওপর ভরসা করে সাম্রাজ্য চালানো হয়ে দাঁড়িয়েছিল প্রায় অসম্ভব।

সে জন্যই সুমেরীয়রা এ গণনাপদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। সুমেরীয়দের গণনাপদ্ধতি ছিল ষাটভিত্তিক। অর্থাৎ ১, ১০, ৬০, ৩৬০, ৬০০, ৩৬০০, ৩৬০০০এরকম। যদিও পরে অ্যারাবিক নিউমেরাল বা আরবি সংখ্যা বহুল প্রচলিত হয়ে ওঠে। এর দশভিত্তিক (০-৯ পর্যন্ত অঙ্কনির্ভর) সংখ্যাপদ্ধতি আমরা আজও ব্যবহার করছি। সুমেরীয়দের গণনাপদ্ধতি কাজে লাগিয়ে ২৪ ঘণ্টায় দিনের হিসাব এবং জ্যামিতির ৩৬০ ডিগ্রিভিত্তিক গণনা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। উড়ুকের গিলগামেশের সময়ে প্রবর্তিত সুমেরীয় লিপি গণনা ও কর আদায়ের জন্য যথেষ্ট ছিল। তবে গিলগামেশ নামের বিখ্যাত লিখনকাব্য রচনা কিংবা গল্প বর্ণনায় এ লিপি ছিল অপারগ। সংখ্যা গণনায় শোষণ চলতে পারে, কিন্তু শিল্প বা কলার বিকাশ তো গণনার ঊর্ধ্বে। আত্মার খোঁজ সেখানে জরুরি হয়ে দাঁড়ায়।

সেই সুমেরীয়রাই ৩০০০-২৫০০ খ্রিস্টপূর্ব সময়ে অঙ্কভিত্তিক লিপিতে আরও কিছু প্রতীক ও চিহ্ন যোগ করে। এতে সংখ্যার দলিলে কিছু শাব্দিক ব্যাখ্যাও লিপিবদ্ধ করে রাখা যেত। সুমেরীয়দের এই লিপিটি কিউনিফর্ম নামে পরিচিত। ইতিহাসের এমনি কাছাকাছি সময়ে মিশরে হায়ারোগ্লিফিক, আর চীনে তাদের লিখিত লিপি প্রবর্তিত হয়। সেই শুরু। হিসাব রক্ষার শিলালিপি হয়ে দাঁড়ায় মহাকাব্য লেখার তাবুলা রাসা ট্থেত্নন্ডনথ ট্রথন্খ)সাদা পাতা বা স্লেট বলা যেতে পারেধর্মবাণী সংরক্ষণ ও প্রচারের সুসংগঠিত উপায়, এমনকি সাধারণের ভালোবাসা প্রকাশের উৎকৃষ্টতম পন্থা। দর্শনের চোখে অবশ্য তাবুলা রাসা মানে শুধু সাদা খাতা নয়, সদ্য জন্ম নেওয়া শিশুজীবনের পথে পথে ভরে উঠবে যার খাতা।

সুমেরীয়দের কিউনিফর্ম লিপি আবিষ্কারের কিছু পরে আন্দেজ (আজকের দক্ষিণ আমেরিকা) অঞ্চলে, লিখিত নয়, এমন একটি ভৌত গণনাপদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। এর নাম ছিল কিপু যাহোক, আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগেই মানব সভ্যতার যাত্রা আরম্ভ হয়েছিল জ্ঞানের পথে। জ্ঞান হয়ে দাঁড়িয়েছিল সাম্রাজ্য বিস্তারের হাতিয়ার, ধর্ম প্রচারের সহায়িকা, সাহিত্য রচনার উপঢৌকন। গণনা লিপির ইতিহাস নিয়ে বলতে গেলে আরও দুটো উদাহরণ জরুরি বলে মনে করেন হারারি। এক, সুমেরীয়দের কিউনিফর্ম লিপি আবিষ্কারের কিছু পরে আন্দেজ (আজকের দক্ষিণ আমেরিকা) অঞ্চলে, লিখিত নয়, এমন একটি ভৌত গণনাপদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। এর নাম ছিল কিপু নানা রঙের দড়িতে গেরো দিয়ে তৈরি একটি গণনাপদ্ধতি। একেক রঙের দড়ি, তাতে দেয়া গেরো ও গেরোর সংখ্যার একেক মূল্য। এভাবে এই ভৌত গণনাপদ্ধতি কাজে লাগিয়ে ইনকা সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটে আজ থেকে প্রায় ৪ হাজার বছর আগে। স্প্যানিয়ার্ডরা যখন দক্ষিণ আমেরিকা দখল করে নিল, তারাও কিপু ব্যবহার করতে শুরু করে। তবে ইউরোপে কেউ কিপু তৈরি বা পড়ার ব্যাপারে প্রশিক্ষিত ছিল না। তাই শোষিতদের হাতে জিম্মি হতে শুরু করে স্প্যানিশ কনকুইস্তাদোর বা শোষক সৈন্যরা। ফলে বিলুপ্ত হয় কিপুর প্রচলন।

অন্য গণনাপদ্ধতিটি আমাদের সবার জানা। অ্যারাবিক নিউমেরাল বা ডেসিমেল পদ্ধতি, মানে দশভিত্তিক সংখ্যাপদ্ধতি। এটি আজ সর্বত্র প্রচলিত। মজার বিষয় হলো, এই দশমিক গণনাপদ্ধতি কিন্তু আরবদের আবিষ্কার ছিল না। আরবরা ভারতে এই গণনাপদ্ধতির খোঁজ পায় নবম খ্রিষ্টাব্দে। এরপর এর আত্মীকরণ করে এবং মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপে তার প্রচলন ঘটায়। আজ এই গণনাপদ্ধতি ছাড়া পুরো মানব সভ্যতা অচল। পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নেওয়ার মন্ত্র হাজার বছর ধরেই ছিল জ্ঞানপিপাসা। আজ একে পাশ কাটিয়ে উন্নয়নের কোনো পথ খোলা আছে বলে মনে হয় না। জ্ঞানের প্রতি পশ্চিমের আগ্রহ বেড়ে চলেছে ক্রমশ। জ্ঞান, বিশেষ করে বিজ্ঞানে এদের অগ্রগতি আজ অপ্রতিরোধ্য। ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পৃথিবীর অর্থনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল প্রাচ্য। কেবল ১০০ বছরে, ১৮৫০ সালের ভেতর, পাশ্চাত্য অঞ্চল ক্ষমতার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। এ অসম্ভবকে তারা সম্ভব করে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা কাজে লাগিয়ে। আজ প্রাচ্যে জ্ঞান -বিজ্ঞানের প্রতি আকর্ষণ যেন হারিয়ে যেতে ধরেছে। বাংলাদেশে বিজ্ঞান বা প্রযুক্তির চেয়ে ব্যবসায় প্রশাসনের প্রতি ঝোঁক যেন বেশি অনেকের। গণিত বা প্রাণিবিদ্যার চেয়ে মিডিয়ায় আকর্ষণ তীব্র। বই কেনার বদলে আজ আমরা কফি শপে অর্থব্যয়কে বেশি যুক্তিযুক্ত মনে করি। এ নিয়ে আমাদের আরও ভাবা প্রয়োজন। পৃথিবীর মানচিত্রে জায়গা করে নেওয়ার মন্ত্র হাজার বছর ধরেই ছিল জ্ঞানপিপাসা। আজ একে পাশ কাটিয়ে উন্নয়নের কোনো পথ খোলা আছে বলে মনে হয় না। লেখনির জোরেই বিশ্বজয় করতে হবে। কেননা লেখনিই আজ নিয়ন্ত্রণ করছে মানবচিন্তা ও অগ্রগতি। হারারি বলছেন: 'লেখালেখির সূচনা হয়েছিল মানুষের চেতনার সহযোগিতার লক্ষ্যে। কিন্তু এখন এটা হয়ে উঠছে সেই চেতনার নিয়ন্ত্রক।'

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

দীপাবালি উপলক্ষ্যে সেজে উঠছে শান্তি কালি সংঘের কালীবাড়ি। ছবি- নিজস্ব।

বিপ্লবীদের সাধন ক্ষেত্র বড়কালী মন্দিরের পুজো অন্যতম

বাঁকুড়া, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : বাঁকুড়ার প্রাচীন কালী পুজো গুলির মধ্যে অন্যতম বাঁকুড়া শহরের বড়কালীতলা মন্দিরের পুজো।একদা এই মন্দিরেই আসতেন স্বাধীনতা সংগ্রামীরা।এখানেই তাদের চলতো গীতা পাঠ, শক্তি সাধনা, বিপ্লবীমন্ত্রে দীক্ষাদান। একসময় রঘু ডাকাত নামে জনৈক ব্যাক্তি এই পূজার সূচনা করেন বলে জনশ্রুতি।সেসময় রঘু ডাকাতের পুজো বলেও পরিচিতি ছিল এই মন্দিরের।পরবর্তী কালে এই মন্দিরকেই বেছে নেন বিপ্লবীরা।মন্দিরের সামনেই রয়েছে বিপ্লবী বাড়ি।কালীতলার এই বাড়িতেই গোপন আসানা ছিল বিপ্লবী দের।এখানে নিয়মিত অনুশীলন চলতো লাঠি খেলা ছোড়া খেলার পাঠ।আর বাড়ির সামনের কালীমন্দিরে চলতো গীতা পাঠ, শক্তি সাধনা, দীক্ষাদান।

আলীপুর বোমা মামলায় সাজাপ্রাপ্ত অধিকাংশ বিপ্লবী এই বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছেন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে।এই বাড়িতেই রয়েছে গোপন কুঠরী।অনুমান, এখানে আগ্নেয়াস্ত্র মজুদ করা হোত। বড় কালীতলার এই মন্দিরে বংশপরম্পরায় পুজো চালিয়ে আসছেন কমলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পরিবার।কমলাকান্ত খুব বড় তান্ত্রিক ছিলেন।তার কাছেই আসতেন বিপ্লবীরা।মানসিক শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সাধনা করতেন।চট্টোপাধ্যায় পরিবারের এক সদস্য জানান অতীতের সেই জৌলুশ হয়ত এখন আর ততটা নেই ,কিন্তু তার ঐতিহ্য আজও সমান রয়েছে।তন্ত্র মতেই এখানে পুজা হয়,ছাগবলি পুজার অন্যতম অঙ্গ। প্রাচীন ঐতিহ্যের এই পুজো দেখতে বহু মানুষের সমাগম হয় এই কালীপুজোয়।

কেবলমাত্র ভোটের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়কে ব্যবহার করে কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ: অসমের মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : কেবলমাত্র ভোটের জন্য মুসলিম সম্প্রদায়কে ব্যবহার করার জন্য কংগ্রেস ও 'অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট' (এআইইউডিএফ)-কে এক হাত নিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। মুসলিমরা ভয়ে কংগ্রেস ও এআইইউডিএফকে ভোট দেন, বলেন মুখ্যমন্ত্রী। আজ শনিবার দিশপুরে লোকসেবা ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী ড. শর্মা জোরের সঙ্গে বলেন, বিজেপি দল রাজ্যের আদি (ভূমিপুত্র) মুসলমানদের জীবন সংস্কারের দায়িত্ব নিয়েছে। তবে অসমে বসবাসকারী অন্য মুসলমানদের প্রসঙ্গে বলেন, 'বাল্যবিবাহ, মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকার যুদ্ধ শুরু করেছে।'

'যারা আদি মুসলমান নন, তাদের জন্য পরোপকারী হিসাবে বিনামূল্যে পরিষেবা প্রদান করছি আমরা। আমরা যদি আদি মুসলমানদের ছেড়ে বাকি মুসলিমদের কথা বলি, তা-হলে জানি, আমরা তাদের ভোট পাব না। তবুও আমরা অরুণোদয়, স্বাস্থ্য কার্ড সহ অন্যান্য সুবিধা দিচ্ছি তাদের।' বলেন মুখ্যমন্ত্রী। হিমন্তবিশ্ব বলেন, 'আমি যদি ডিব্রুগড় নির্বাচনী এলাকায় (উজান অসম) কাজ করি, তা-হলে আমরা নিশ্চিত সেখানে মুসলিম ভোট আমরা পাব। কিন্তু চেঙ্গা বাঘবরে একটি মুসলিম ভোট পাব না, পাওয়ার আশাও করি না। তাই ওই সব (নিম্ন অসম) অঞ্চল তাদের (কংগ্রেস ও এআইইউডিএফ) জন্য সোনালী এলাকা।'বহু উদাহরণ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কংগ্রেস বা এআইইউডিএফ মুসলমানদের বিজেপির জুজু দেখিয়ে ভয় দেখায়। তাই এখনও অসমের মুসলমানরা ভয়ে কংগ্রেস বা এআইইউডিএফকে ভোট দিচ্ছেন। কিন্তু কেন তাদের ভোট দেন তা ভেবেও দেখেন না।'

৯৪ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল করল খোদ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তের মাঝেই এ বার প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্যের আমলে নিয়োগ হওয়া ৯৪ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল করল খোদ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ।

২০১৪-এর টেট এবং ২০১৬-এর নিয়োগ হওয়া এই শিক্ষকদের চাকরি বাতিলের নির্দেশিকা শুক্রবার রাতেই চিঠি দিয়ে জানানো হল বিভিন্ন জেলার ডিপিএসসি চেয়ারম্যানদের।

প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে উঠে আসে এই শিক্ষকরা টেট ছাড়াই শিক্ষকতার কাজ করছিলেন। পরবর্তী সময়ে হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআইকে গোটা বিষয়টি দেখতে বলা হয়। এর পর প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ওই চাকরিপ্রার্থীদের ডেকে পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করে।

মামলায় বিচারপতি অমৃতা সিনহা ৯৪ জনের চাকরি বাতিলের নির্দেশ দেন। বলেন, মেধার ভিত্তিতে যোগ্যদের চাকরি দিতে হবে। পর্ষদও মেনে নেয় এই নিয়োগ বেআইনি। ওই চাকরিপ্রার্থীরা প্রয়োজনীয় তথ্য জমা না দিতে পারায় তাদের চাকরি বাতিলের সিদ্ধান্ত নিল পর্ষদ।

বাহারি বৈদ্যুতিন লাইটের চাকচিক্যে মাটির তৈরি প্রদীপের আলো খানিক ফিকে

তেলিয়ামুড়া (ত্রিপুরা), ৪ নভেম্বর (হি.স.) : বাহারি ইলেকট্রনিক্স লাইটের বাজারে মাটির তৈরি প্রদীপের আলো খানিকটা ফিকে পড়ে গেছে। তবুও এখনও মিটমিট করে জ্বলে মাটির তৈরি প্রদীপের শিখা। তেমন চাহিদা নেই মাটির তৈরি প্রদীপের। মৃৎশিল্পীরা আশা নিয়ে আজও তৈরি করে চলছেন মাটির প্রদীপ। বছরের একটাই দিন আলোর উৎসব দীপাবলি। মৃৎশিল্পীরা ব্যবসা ভালো হবে এই আশা নিয়ে বিগত ১৫ দিন যাবত নাওয়া-খাওয়া ভুলে মাটির প্রদীপ তৈরিতে ব্যস্ত। কিন্তু মন্দার বাজারে ব্যবসা কতটুকু ভালো হবে সেটাই ভাবাচ্ছে তাঁদের।খোয়াই জেলার তেলিয়ামুড়া মহকুমার করইলং এলাকার মৃৎশিল্পী স্বপন রুদ্রপাল। আলোর উৎসব দীপাবলিকে সামনে রেখে মৃৎশিল্পী স্বপনবাবু তৈরি করছেন মাটির প্রদীপ। কথা প্রসঙ্গে মৃৎশিল্পী স্বপন রুদ্রপাল জানিয়েছেন, বর্তমানে চাইনিজ বাহারি রঙের লাইটের চাকচিক্যতার বাজারে আগের তুলনায় অনেকাংশে কমে গেছে মাটির তৈরি প্রদীপের চাহিদা। প্রদীপ তৈরি ছাড়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির বাজারে বেড়েছে পেয়েছে প্রদীপ তৈরির মূল উপকরণ মাটি সহ আনুসঙ্গিক জিনিসপত্রের মূল্য।

তার পরও বাহারি লাইটকে সামনে থেকে টক্কর দিতে প্রস্তুত মাটির তৈরি প্রদীপ। তিনি জানিয়েছেন, প্রতিটি প্রদীপ দু-টাকা দরে বিক্রি করেন। আগে অবশ্য দাম একটু কম ছিল। প্রদীপ তৈরির উপকরণের দাম বেড়েছে, তাই দু-টাকা করা হয়েছে। মৃৎশিল্পীর আশা, মাটির প্রদীপের মসৃণ আলো আলোকিত করবে জগৎ সংসার। ঘুচে যাবে সমস্ত দুঃখ-কষ্টের গ্লানি।

উপ-হাইকমিশনে উদযাপিত বাংলাদেশের 'জাতীয় সংবিধান দিবস'

কলকাতা, ৪ নভেম্বর, (হি.স.): শনিবার কলকাতার বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনে 'বঙ্গবন্ধুর ভাবনা সংবিধানের বর্ণনা' এই প্রতিপাদ্যে উদযাপিত হলো জাতীয় সংবিধান দিবস। উপ-হাইকমিশের বাংলাদেশ গ্যালারিতে এই উপলক্ষে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন, বানী পাঠ ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

প্রথম সচিব (প্রেস) রঞ্জন সেন এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, আলোচনা অনুষ্ঠানের শুরুতেই বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের সকল কর্মকর্তা অতিথিদের নিয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এর পর উপ-হাইকমিশনার আন্দালিব ইলিয়াসের সভাপতিত্বে সংবিধান দিবসের উপর আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

সভার শুরুতে কলকাতার বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের কাউন্সেলর (শিক্ষা ও ক্রীড়া) রিয়াজুল ইসলাম এবং কাউন্সেলর (কনস্যুলার) এএসএম আলমাস হোসেন যথাক্রমে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করেন। আলোচনায় অংশ নেন কাউন্সেলর (রাজনৈতিক) তুষিতা চাকমা। সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন দ্বিতীয় সচিব (রাজনৈতিক) শেখ মারেফাত তারিকুল ইসলাম।

আলোচনা সভায় প্রবীন সাংবাদিক সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত বলেন, ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর সংবিধান গৃহীত হওয়ার দিনে আমি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে উপস্থিত ছিলাম। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে জামাত ইসলামীর ষড়যন্ত্র এখনও চলছে। সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে জামাতকে প্রতিরোধ করার আহবান জানান তিনি।

উপ-হাইকমিশনার তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের সংবিধান রচনায় বঙ্গবন্ধুর দর্শনের কথা তুলে ধরেন। সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন বক্তৃতার উদাহরণ দিয়ে বাংলাদেশের সংবিধানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। সভায় উপস্থিত বাংলাদেশ উপ-হাইকমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তিনি সংবিধান সমুন্নত রাখার জন্য কাজ করতে আহবান জানান।

নুমলিগড়-গহপুর আন্ডার-ওয়াটার টানেল প্রকল্পের ২০ শতাংশ অর্থায়ন করবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, জানান মুখ্যমন্ত্রী

গুয়াহাটি, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : নুমলিগড়-গহপুর আন্ডার-ওয়াটার টানেল (ব্রহ্মপুত্র নদের নীচ দিয়ে) প্রকল্পের ২০ শতাংশ অর্থায়ন করবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, জানিয়েছেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা।আজ শনিবার জনতা ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। ড. শর্মা বলেন, নুমলিগড়-গহপুর আন্ডার-ওয়াটার টানেল প্রকল্পের জন্য প্রস্তাবিত তহবিলের ২০ শতাংশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক বহন করবে। বাকি বহন করবে ভারতের জাতীয় মহাসড়ক কর্তৃপক্ষ তথা ভারত সরকার। মুখ্যমন্ত্রী যোগ করেন, রুটের উভয় এলাকা নিরীক্ষণ করবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। এর জন্য আরও ব্যয়-কার্যকর করতে প্রতিরক্ষা দফতর অনুপাতিক তহবিল অনুমোদনের জন্য সম্মত হয়েছে। হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, 'আমার মনে হয়েছে, ব্রহ্মপুত্র নদের ওপর বেশ কয়েকটি সেতু রয়েছে, সেক্ষেত্রে কি জলের নীচে একটি টানেল তৈরি করা যেতে পারে? পাহাড়ে ভেদ করে জম্মু ও কাশ্মীরের অটল টানেলের কথা আমরা জানি। আমি ভাবছিলাম ব্রহ্মপুত্র নদের তলদেশে কি একটা টানেল থাকতে পারে যেখানে রেল ও যানবাহন চলাচল করতে পারে।' মুখ্যমন্ত্রী জানান, নুমালিগড় এবং গহপুরের মধ্যে বিশাল এই প্রথম আন্ডারওয়াটার টানেল প্রকল্পটি ছয় (৬) হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে।

সোমবার ফের ইডির অফিসে তলব মন্ত্রীর প্রাক্তন আপ্ত সহায়ককে

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : ফের ইডির অফিসে তলব করা হল ধৃত প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের প্রাক্তন আপ্তসহায়ক অভিজিৎ দাসকে। সূত্রের খবর, আগামী সোমবার তাঁকে ইডির অফিসে আরও এক দফা হাজিরা দিতে বলা হয়েছে।

রেশন দুর্নীতি মামলায় ইডির তদন্তকারী অফিসারদের হাতে এসেছে একটি মেরুন ডায়েরি। এছাড়া তিনটি নোটবুকও তদন্তকারী সংস্থার অফিসারদের হাতে এসেছে বলে খবর। ইডি সূত্রে খবর, সেগুলি মিলেছে রেশন মামলায় গ্রেফতার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের প্রাক্তন আপ্তসহায়কের বাড়ি থেকে। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকবার মন্ত্রীর প্রাক্তন আপ্তসহায়ককে ডেকে পাঠানো হয়েছে সিজিও কমপ্লেক্সে।

জানা যাচ্ছে, মেরুন ডায়েরির লেনদেন সংক্রান্ত যাবতীয় নথি ইডির অফিসে জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, ইডি সূত্রে দাবি করা হচ্ছে, যে মেরুন ডায়েরিটি উদ্ধার হয়েছে তাতে লেখা আছে 'বালুদা'র নাম। সেখানে তারিখ ধরে ধরে কোন দিন কার থেকে কত টাকা এসেছে, সেই টাকা কোথায় জমা রাখা হয়েছে, সেই সংক্রান্ত হিসেব লেখা রয়েছে।

এছাড়া আর্থিক হিসেব সংক্রান্ত তিনটি নোটবুকও পাওয়া গিয়েছে বলে সূত্রের দাবি।

পাঁচ মাস পর নাবালিকা অপহরণকারী গ্রেফতার রাধাকিশোরপুর পুলিশের হাতে

উদয়পুর (ত্রিপুরা), ৪ নভেম্বর (হি.স.) : নাবালিকা অপহরণের সাথে জড়িত পলাতক আসামীকে অবশেষে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে। ধৃত যুবকের নাম জয়ন্ত দেবনাথ। শনিবার তাকে আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ।

জানা গিয়েছে, গত ২১ জুন গোমতি জেলার উদয়পুরের মাতাবাড়ি থেকে ১৫ বছরের এক নাবালিকাকে জোর করে এলাকার যুবক জয়ন্ত দেবনাথ তুলে নিয়ে যায়। সেদিন মেয়ের বাবা রাধাকিশোরপুর থানায় লিখিত অভিযোগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ মেয়েটিকে উদ্ধারের জন্য তৎপর হয়। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নাবালিকাকে অমরপুর থেকে পুলিশ উদ্ধার করে পরিবারকে সঁপে দিলেও আসামী জয়ন্ত দেবনাথকে জালে তুলতে পারছিল না।

অপহরণের বিষয়ে রাধাকিশোরপুর থানায় মামলা হয়। মামলার নম্বর ৪৪/২০২৩। আইপিসির ৩৬৬ (এ) ধারায় মামলা দায়ের করা হলেও পুলিশ জয়ন্তকে জালে তুলতে পাঁচ মাস ধরে বহু চেষ্টা করেছিল। অবশেষে শুক্রবার পুলিশের কাছে গোপন খবর আসে, নাবালিকা অপহরণকারী জয়ন্ত দেবনাথ সাউথ মাতাবাড়িতে নিজের বাড়িতে অবস্থান করছে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে জয়ন্ত দেবনাথকে গ্রেফতার করে থানায় তুলে নিয়ে আসে। শনিবার আদালতে প্রেরন করা হয় তাকে।

জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের মন্তব্যে তোপ অমিত মালব্যর

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স.): "মমতাদি সব জানেন", রেশন দুর্নীতি মামলায় ধৃত জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের এই বক্তব্য নিয়ে শুরু জোর কাটাছেঁড়া। এক্স হ্যাণ্ডেলে তুঙ্গে শাসক-বিরোধী তরজা।

শুক্রবার স্বাস্থ্যপরীক্ষার জন্য প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীকে সিজিও কমপ্লেক্স থেকে আলিপুর কম্যান্ড হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সিজিও থেকে বেরনোর সময় মুখ খোলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। বিজেপির ষড়যন্ত্রে তিনি ইডি হেফাজতে বলে দাবি করেন। তিনি যে নির্দোষ, তা মমতা এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় জানেন বলেও দাবি করেন প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী। তাঁর এই মন্তব্যের একাংশ এক্স হ্যাণ্ডেলে উল্লেখ করেন বিজেপির প্রচারমাধ্যম শাখার প্রধান অমিত মালব্য।

শনিবার অমিতবাবু দাবি করেন, "রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী তথা বর্তমান বনমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী। তিনি বারবার বলেছেন, "মমতাদি সব জানে"। তিনি মমতার উত্তরসূরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নামও বলেছেন। কুণাল ঘোষ যখন গ্রেফতার হয়েছেন তিনিও একই নাম বলেছিলেন। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রেও তাই। আমরা জানি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অজানা কিছুই নয়। মমতা যা ভাবছেন তার আগেই তাঁর বাড়ির দোরগোড়াতেও পৌঁছবে তদন্তের আঁচ।"

ডিকিতে বিপুল টাকার বাণ্ডিল-সহ যাত্রীবোঝাই গাড়ি আটকাল পুলিশ

পূর্ব বর্ধমান, ৪ নভেম্বর (হি.স.): নাকা চেকিংয়ের সময় বিপুল পরিমাণ টাকা-সহ একটি গাড়ি আটক করল পুলিশ। কত টাকা আটক করা হয়েছে, পুলিশ সরকারিভাবে না জানালেও সূত্রের খবর, ৫০ লক্ষ টাকা ছিল সেখানে। কোথা থেকে কোথায় যাচ্ছিল অত টাকা, পুলিশ তা খতিয়ে দেখছে। শুক্রবার রাতে বর্ধমানের তেলিপুকুর এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছিল পুলিশ। সেই সময় রায়নার দিক থেকে দামোদরের সেতু পার হয়ে একটি চারচাকা গাড়ি বর্ধমান শহরের দিকে যাচ্ছিল। গাড়িটি আটকায় পুলিশ। গাড়িতে এক শিশু-সহ তিনজন মহিলা ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।তল্লাশিতে ডিকিতে বিপুল পরিমাণ টাকা দেখতে পান পুলিশকর্মীরা। গাড়ির আরোহীদের কাছে টাকার নথি দেখতে চাইলে তাঁরা তা দেখাতে পারেননি। খবর পেয়ে বর্ধমান থানার আইসি-সহ পদস্থ পুলিশ আধিকারিকরা ঘটনাস্থলে আসেন। গাড়ির মালিক সহ কয়েকজনও ঘটনাস্থলে আসে। তাঁরা দাবি করেন, ব্যবসার টাকা। কিন্তু বিপুল টাকার সঠিক কোনও নথিও তাঁরা দেখাতে পারেননি। পুলিশ গাড়ির আরোহী-সহ সব টাকা থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ আধিকারিকরা জানিয়েছেন, এই বিপুল টাকার উৎস জানার চেষ্টা চলছে। সঠিক নথি দেখাতে না পারায় গাড়ি-সহ ওই টাকা আটক করা হয়েছে। এই টাকা কোথা থেকে আনা হয়েছিল, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল তা জানার চেষ্টা চলছে। অচিন্ত্যকুমার যশ নামে এক চালকল মালিককে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রেশন 'দুর্নীতি' কাণ্ডে ফের নদিয়ায় ইডি, ডিলারের বাড়িতে তল্লাশি

কলকাতা, ৪ নভেম্বর, (হি.স.): রেশন 'দুর্নীতি'-র তদন্তে নদিয়ার একাধিক জায়গায় আগেও হানা দিয়েছে ইডি। নদিয়ার শান্তিপুরের বাইপাস সংলগ্ন বাবলা কন্দখোলায় সপ্তাহ দুয়েক আগেই অভিযান চলে। কয়েক দিন আগে কৃষ্ণনগর-১ এবং ২ ব্লকের একাধিক মুদির দোকান এবং খোলা বাজারে রেশন সামগ্রী বিক্রয়কারী একাধিক ব্যবসায়ীর বাড়িতে তল্লাশি হয়েছে। ফের শনিবার ওই জেলায় অভিযান চালাল ইডি।

এদিন সকালে ইডির চার সদস্যের একটি দল পৌঁছে যান রানাঘাটে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে রানাঘাটের এক রেশন ডিলারের বাড়িতে যান তদন্তকারীরা। বাইরে থেকে বাড়ি ঘিরে রাখেন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর জওয়ানেরা। রানাঘাট স্ট্যান্ড রোডের পাশে রেশন ডিলারের প্রাসাদোপম বাড়িতে তল্লাশি শুরু হয়। কিছু ক্ষণ বাদে রানাঘাট পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের সড়ক পাড়ায় এক রেশন ডিলারের বাড়িতেও ইডি হানার খবর মিলেছে।

তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে খবর, রানাঘাট স্ট্যান্ড রোডে খাদ্য দফতর অনুমোদিত ন্যায্য মূল্যে রেশন দোকান চালান নিতাই ঘোষ নামে এক ব্যক্তি। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে দীর্ঘ দিন ধরেই অভিযোগ আসছিল যে তিনি রেশনে বরাদ্দ চাল এবং আটা খোলা বাজারে বিক্রি করে দেন। অভিযুক্ত নিতাইয়ের সঙ্গে রেশনের খাদ্যদ্রব্য সরবরাহের বরাত পাওয়া বাকিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠতা ছিল বলে দাবি করেছেন স্থানীয়দের একাংশ।

এমনকি, নদিয়ায় বাকিবুরের চাল এবং আটাকলে যাতায়াতও ছিল নিতাইয়ের। এমনটা ইডি সূত্রে খবর। জানা যাচ্ছে, বাকিবুরকে জিজ্ঞাসাবাদ করে যে একাধিক ব্যক্তির নাম উঠে এসেছে, তাঁদের অন্যতম নিতাই। তদন্তকারী সূত্রে দাবি, ভুয়ো রেশন কার্ড ব্যবহার করে কয়েকশো চালকল এবং আটাকলের মাধ্যমে বছরের পর বছর কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ন্যায্য মূল্যের রেশন সামগ্রী খোলা বাজারে বিক্রি করেছেন নিতাই। রানাঘাট পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের সড়ক পাড়ায় আর এক রেশন ডিলার সিদ্ধেশ্বর বিশ্বাসের বাড়িতেও গিয়েছে ইডি। রেশন দুর্নীতিতে ধৃত বাকিবুর রহমানের সঙ্গে নিতাই বা সিদ্ধেশ্বরের কী যোগ রয়েছে, তা জানার চেষ্টা করা হচ্ছে।

যাদবপুরে ইসির বৈঠক নিয়ে কর্তৃপক্ষকে কড়া চিঠি শিক্ষা দফতরের

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : শনিবার শেষ বিকেলে কার্যকরী সমিতি (ইসি)-র বৈঠক ডেকেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বুদ্ধদেব সাউ!

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় আইন ভেঙে এই বৈঠক ডাকা হয়েছে বলে অভিযোগ করে বিশ্ববিদ্যালয়কে শুক্রবার চিঠি দিল রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতর।

তাতে জানানো হয়েছে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থায়ী উপাচার্য নেই। অস্থায়ী উপাচার্য ইসির বৈঠক ডাকতে পারেন না। এ বিষয়ে রাজ্যের 'সম্মতি'-ও নেওয়া হয়নি। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু জানিয়েছেন, এর পরেও বৈঠক হলে বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টিগোচরে আনা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উপাচার্য জানিয়েছেন ইসির বৈঠক হবে।

চিঠিতে আরও জানানো হয়েছে, এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের সম্মতি ছাড়া সেখানে ইসির বৈঠকের আয়োজন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় আইন (২০১৯)-এর ৩(৫) ধারা লঙ্ঘন করছে।

উচ্চ শিক্ষা দফতর এই বিষয়ে কোনও সম্মতি দেয়নি বলেও জানানো হয়েছে। এই বিষয়ে উপযুক্ত পদক্ষেপ করার কথা বলা হয়েছে চিঠিতে।

রেশন বন্টন দুর্নীতির তদন্তে ডোমজুড়েও ইডি-র হানা

হাওড়া, ৪ নভেম্বর, (হি.স.): উত্তর ২৪ পরগনা এবং নদিয়ার পাশাপাশি রেশন বন্টন দুর্নীতির তদন্তে হাওড়াতেও হানা দিল ইডি-র দল। হাওড়ার ডোমজুড়ে জালান কমপ্লেক্সের অঙ্কিত ইন্ডিয়া লিমিটেড নামে একটি আটা তৈরির কারখানা এবং গুদামে ইডি হানার খবর মিলেছে।

শুক্রবার গভীর রাত থেকে এখনও সেখানে তল্লাশি চলছে। শনিবারও ঘটনাস্থলে আছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা। প্রাথমিক ভাবে জানা যাচ্ছে, এখান থেকেই রেশন দোকানে আটা, ময়দা এবং অঙ্গনওয়াড়ি স্কুলের শিশুদের খাবার সরবরাহ করা হত।

শিশির অধিকারীর সম্পত্তির তথ্য তুলে ধরে বিতর্ক উসকে দিলেন কুণাল

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স.): শুক্রবারই তিনি বলেছিলেন, "অধিকারী পরিবারের সমস্ত আর্থিক বেনিয়ম সামনে আসবে।" আর শনিবারই নিজের এক্স হ্যান্ডলে শিশির অধিকারীর সম্পত্তির তথ্য তুলে ধরে বিতর্ক উসকে দিলেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

কুণালের দাবি, ২০০৯ সালে নির্বাচনী হলফনামায় শিশির অধিকারী জানিয়েছিলেন তাঁর মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১০ লক্ষ টাকা। এর পরই তিনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হন। ২০১২ সালে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের ঘোষণা অনুযায়ী সেই সম্পদের পরিমাণই দাঁড়ায় ১০ কোটিরও বেশি। আবার ২০১৯ সালে শিশিরবাবু জানিয়েছেন, সম্পদের পরিমাণ ৩ কোটি।

এই তথ্য তুলে ধরে তৃণমূল মুখপাত্রের প্রশ্ন, 'তথ্য ঠিক না ভুল? ১০ লাখ তিন বছরে ১০ কোটি হল কী করে? ১০ কোটি কী করে কমে ৩ কোটি হল?' বর্ষীয়ান রাজনীতিকের সম্পদের গরমিলের কথা জানিয়ে প্রশ্ন তুললেন, "কোন জাদুবলে এমনটা সম্ভব হল"?

উল্লেখ্য, বুধবার নাম না করে অধিকারী পরিবারের সম্পত্তির বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন, 'কেঁচো খুড়তে কেউটে বেরিয়ে আসবে।' এর জবাবে শুভেন্দু অধিকারী নিজের আয়কর রিটার্নের নথি সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশ করেছিলেন। তা নিয়ে কটাক্ষ করে কুণাল ঘোষ শুক্রবার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে অধিকারী পরিবারের বেনিয়ম ফাঁস করার হুঁশিয়ারি দেন। অবশেষে শনিবার শিশির অধিকারীর সম্পত্তির গরমিলের অভিযোগ তুলতে দেখা গেল তাঁকে।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

বাঙালির উৎবের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না

সদ্য উৎব শেষ হয়েছে। তাই ভূরিভোজেও খানিক দাঁড়ি পড়েছে। তবে রসনাতৃপ্তি পেতে বাঙালির উৎবের জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। বাঙালির হেঁশেলে বছরভর খাদ্য উৎব চলতে থাকে। শীতের আমেজ পড়তে শুরু করেছে। উৎব না থাকলেও, এই সময় মুখরোচক পদ না রাঁধলে চলে না। বাহারি খাবার যতই থাক, মাছের প্রতি বাঙালির অটুট প্রেম। বর্ষার মতো শীতের ভোজেও থাক ভুনা, তবে খিচুড়ির নয়, পাবদা মাছের। রইল প্রণালী।

উপকরণ:

পাবদা মাছ: ৫০০ গ্রাম
কালো জিরে: ১ চা চামচ
কাঁচালঙ্কা: ৬টি
পেঁয়াজ কুচি: ১ কাপ
রসুন বাটা: ২ চা চামচ
জিরে গুঁড়ো: আধ চা চামচ
হলুদ গুঁড়ো: ১ টেবিল চামচ
লঙ্কার গুঁড়ো: ১ চা চামচ
নুন: স্বাদমতো
ধনেপাতা কুচি: ৩ টেবিল চামচ
তেল: পরিমাণ মতো

প্রণালী:

পাবদা মাছগুলি ভাল করে ধুয়ে নুন, হলুদ মাখিয়ে ভেজে নিন।

এ বার মাছ ভাজার তেলেই কালো জিরে, কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে হালকা নেড়েচেড়ে পেঁয়াজকুচি দিয়ে দিন।

পেঁয়াজের রং বাদামি হয়ে এলে রসুন বাটা দিয়ে নাড়তে থাকুন। এর পর একে একে হলুদ, লঙ্কার গুঁড়ো, জিরের গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো এবং নুন দিয়ে কষাতে থাকুন। কষানোর সময় গ্যাসের আঁচ কমিয়ে রাখতে হবে। কষাতে কষাতে মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে পরিমাণ মতো গরম জল দিয়ে ঢেকে দিন। ঝোল ফুটতে শুরু করলে আগে থেকে ভেজে রাখা মাছগুলি দিয়ে দিন। ঝোল শুকিয়ে এলে উপর থেকে ধনেপাতা এবং সর্ষের তেল ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

মাংস দিয়ে হয় কষা

বাজারে গেলেই মুরগির মাংস আসবেই আসবে। সেই মুরগি দিয়ে হয় কষা না হয় স্টু বানিয়ে ফেলেন কেউ কেউ। তবে রোজ রোজ চিকেনের ঝাল-ঝোল খেয়ে অরুচি এসেছে? তাহলে বানিয়ে ফেলতে পারেন দক্ষিণী কায়দার চিকেন। রইল মালাবার চিকেন কারির রেসিপি।

উপকরণ:

মুরগির মাংস: ১ কেজি
আদা বাটা: ১ চা চামচ
রসুন বাটা: ১ চা চামচ
কাঁচা লঙ্কা: ৪টি
কারি পাতা: ১০-১২টি
পেঁয়াজ: ৪টি
গোটা ধনে: ২ টেবিল চামচ
শুকনো লঙ্কা: ৫টি
গোটা গোলমরিচ: ১ টেবিল চামচ
গোটা জিরে: ১ চা চামচ
সর্ষে: ১ চা চামচ
মেথি: ১ চা চামচ
দারুচিনি: ২ ইঞ্চি মাপের ১ টি
নারকেল কোরা: ১ কাপ
হলুদ গুঁড়ো: ১চা চামচ
ধনে পাতা কুচি: আধ কাপ
লঙ্কা গুঁড়ো: ১ চা চামচ
পাতিলেবু: ১টি
সাদা তেল: পরিমাণ মতো
নুন ও চিনি: স্বাদ মতো

প্রণালী:

কড়াইয়ে অল্প তেল গরম করে একে একে গোটা ধনে, গোটা জিরে, শুকনো লঙ্কা, সর্ষে, মেথি, গোটা গোলমরিচ, দারুচিনি হাল্কা করে ভেজে নিন। শেষে নারকেল কোরা দিয়ে লালচে করে ভেজে নিন। মশলাটি ঠান্ডা করে মিক্সিতে অল্প জল দিয়ে ঘুরিয়ে নিন। কড়াইয়ে আবার তেল দিয়ে পেঁয়াজ কুচি, আদা-রসুন বাটা দিয়ে ভাল করে কষিয়ে নিন। তার পর চেরা কাঁচা লঙ্কা, কারি পাতা আর মাংসের টুকরো দিয়ে ভাল করে নাড়াচাড়া করুন। একে একে হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো, নুন, চিনি আর পাতিলেবুর রস দিয়ে আরও বেশ কিছু ক্ষণ কষিয়ে নিন। মশলা থেকে তেল ছেড়ে এলে বেটে রাখা মশলা মিশিয়ে দিয়ে কড়াই ঢেকে দিন। এই মশলায় খুব বেশি জল ব্যবহার করা হয় না। সামান্য জল দিয়ে মাংস সেদ্ধ করে নিন। গ্রেভি শুকিয়ে এলে ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে গ্যাসের আঁচ বন্ধ করে কড়াইটি মিনিট পাঁচেক আরও ঢেকে রাখুন। গরম ভাত কিংবা পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন মালাবার চিকেন কারি।

পাঁচ ভঙ্গি: ঘাড়, কোমরের ব্যথা সারাতে অভ্যাস করে ফেলতে পারেন

একটা বয়সের পর ঘাড়, কোমরের ব্যথায় ভোগেন বেশির ভাগ মানুষ। কম বয়সে দেহের পেশির উপর অত্যধিক চাপ, হাড় ক্ষয়ে যাওয়ার কারণে এই ধরনের সমস্যা বেড়ে যায়। তবে ঘাড়, কোমরের ব্যথার জন্য এই প্রজন্মের কর্মসংস্কৃতিও অনেকাংশে দায়ী। দিনের বেশির ভাগ সময়েই কাটে ঘাড় গুঁজে। ল্যাপটপ, মুঠোফোনে চোখ রেখে। আর তা থেকেই যত সমস্যার সৃষ্টি। এই ধরনের ব্যথা বশে রাখতে নিয়মিত কিছু ভঙ্গি অভ্যাস করার পরামর্শ দেন প্রশিক্ষকেরা। কাজে বেরোনোর আগে এই সব ভঙ্গি অভ্যাস করতে খুব বেশি সময়ও লাগে না। তবে তাড়াতাড়ি ফল পেতে চাইলে ধৈর্য নিয়ে, সঠিক ছন্দে অভ্যাস করা জরুরি।

১) স্ট্যান্ডিং ফরওয়ার্ড বেন্ড

সোজা হয়ে দাঁড়ান। তার পর আস্তে আস্তে পা দুটো সামান্য ফাঁক করুন। এবার ভাল করে শ্বাস নিতে নিতে হাত দুটো উপরের দিকে তুলুন। এ বার আস্তে আস্তে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে কোমর থেকে শরীরের উপরের অংশ সামনের দিকে ঝুঁকিয়ে দিন। হাতের সাহায্যে গোড়ালি স্পর্শ করুন। খেয়াল রাখবেন হাঁটু যেন না ভাঙে। ২০-৩০ সেকেন্ড এই অবস্থায় থাকার পর আগের অবস্থায় ফিরে যান।

২) ট্রায়াঙ্গল পোজ

প্রথমে দু'টি পা ফাঁক করে সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে। হাত দু''টি দু'পাশে লম্বা করে দিন। এ বার বাঁ পাশে শরীরকে বেঁকিয়ে বাঁ হাত দিয়ে বাঁ পায়ের আঙুলকে স্পর্শ করুন। ডান হাতটি উপরের দিকে একেবারে সোজা করে রাখতে হবে। হাঁটু দু'টি ভাঙা চলবে না। দশ অবধি গুনুন। এ বার দু'টি হাত না ভেঙে সোজা হয়ে দাঁড়ান। একই ভাবে ডান হাত দিয়ে ডান পায়ের আঙুল স্পর্শ করুন। ৩ বার এই আসনটি করুন।

৩) ডাউনওয়ার্ড-ফেসিং ডগ

প্রথমে মাটির দিকে মুখ করে শুয়ে পড়ুন। তার পর মাটি থেকে কোমর উঁচু করে তুলে ধরুন। পা এবং হাতের উপর ভর দিয়ে রাখুন। মাটির সঙ্গে দেহের অবস্থান এমন ভাবে থাকবে, যেন দেখতে ত্রিভুজের মতো লাগে।

৪) লেগ আপ দ্য ওয়াল

প্রথমে চিতহয়ে শুয়ে পড়ুন। এ বার দু'পা একত্রে সোজা করে মাটি থেকে উপরে তুলতে চেষ্টা করুন। হাতে ভর দিয়ে কোমর ধীরে ধীরে উপর দিকে তুলতে চেষ্টা করুন। শরীরের অবস্থান অনেকটা সর্বাঙ্গাসনের মতো দেখতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে এই আসন অভ্যাস করার সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাস যেন স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে।

৫) বো পোজ পেট উপুড় করে শুয়ে পড়ুন। তার পর হাঁটু ভাঁজ করে পায়ের পাতা যতটা সম্ভব পিঠের উপর নিয়ে আসুন। এ বার দু'হাত পিছনে নিয়ে গিয়ে গোড়ালির উপর শক্ত করে চেপে ধরুন। চেষ্টা করুন পা দুটো মাথার কাছাকাছি নিয়ে আসতে। এই ভঙ্গিতে মেঝে থেকে বুক হাঁটু এবং উরু উঠে আসবে। তলপেট এবং পেট মেঝেতে রেখে উপরের দিকে তাকান। এই ভঙ্গিতে স্বাভাবিক শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ে ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড থাকুন। তার পর পূর্বের ভঙ্গিতে ফিরে যান। এই আসন বার তিনেক করতে পারেন।

অতি ব্যবহার ডেকে আনে জোড়ের ব্যথা

"এ ব্যথা কী যে ব্যথা"... সত্যি তাই! সদ্য পেরোনো পুজোয় অনেক মনের ব্যথায় মলম লেগেছে, অনেকে ব্যথা পেয়েছে নতুন করে। কিন্তু দেহের ব্যথা যাঁদের নিত্যসঙ্গী, তাঁদের মনের ব্যথার খবর রাখার সময় কোথায়! রোজ হাঁটু মুড়ে ঘর মোছা, ঘাড়ে-কনুইয়ের জোড়ের নির্দিষ্ট জায়গায় রোজ একই ভাবে চাপ লাগা ডেকে আনে বিপদ।

ব্যথার রকমফেরের মধ্যে বার্সাইটিস এর অন্যতম কারণ। চিকিতকদের মতে, আমাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক নড়াচড়ার জন্য হাড় ও পেশির জোড়ের (জয়েন্ট) মাঝে এক ধরনের তরল (ফ্লুইড) ভরা থলি থাকে, যাকে বলা হয় "বার্সা"। এই থলি আসলে জোড়গুলোকে আগলে রাখে। কিন্তু ক্রমাগত চাপ পড়লে সেখানে প্রদাহ হয়। শুরুতে সতর্ক না হলে বার্সা নষ্টও হতে পারে। সে ক্ষেত্রে ব্যথা আরও চেপে বসবে শরীরে। চিকিৎসক অনিন্দ্য বসুর কথায়, "নিয়মিত ওজন বওয়া, জিম করা, বিশেষ করে অ্যাথলিটদের ক্ষেত্রে বার্সাইটিস দেখা যায়। হাঁটু মুড়ে বসে ঘর মোছেন যাঁরা, তাঁদেরও হতে পারে এ রোগ। এ ছাড়াও প্রার্থনার জন্য হাঁটু মুড়ে বসার থেকেও বার্সাইটিস হতে পারে। আবার কোনও ট্রমা, জোরে আঘাত লাগলে বা আর্থাইটিস থাকলে, তাঁদেরও আঁকড়ে ধরতে পারে এই সমস্যা। বলা যায়, আঘাত বা শরীরের কোনও জোড়ের অতিরিক্ত ব্যবহার বার্সাইটিসের কারণ হতে পারে।" তবে শুরুতেই চিকিৎসকের পরামর্শ নিলে দু'-তিন সপ্তাহেই ব্যথা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যে কারণে সমস্যা হচ্ছে, সেই কাজটা বন্ধ রাখা জরুরি। তার পরে বিশ্রাম, ঠান্ডা সেঁক, ক্রেপ ব্যান্ডেজ বেঁধে রাখার মতো পরামর্শ দেওয়া হয়। হাঁটুতে সমস্যা হলে হাঁটু মুড়ে কাজ করায় নিষেধ করা হয়। পরিস্থিতি আরও একটু গুরুতর হলে ওই থলি থেকে ফ্লুইডটা বার করে বা থলিটাই বার করার মতো পদক্ষেপ নেন চিকিতকেরা।

আমাদের হাঁটু, কনুই, ঘাড়, নিতম্ব সব জায়গাতেই বার্সা থাকে। হঠাতকরে কয়েক দিন ধরে প্রচণ্ড ব্যথা, ফুলে যাওয়া বার্সাইটিসের অন্যতম লক্ষণ। ঘাড়ে সব সময়ে ফোলাটা বোঝা যায় না। তবে চিকিতকের কাছে গেলে সাধারণ আর বার্সাইটিসের মধ্যে ফারাক তিনি বুঝতে পারেন সহজেই। চিকিতকদের মতে, বাতের ব্যথা যেমন অনেক দিন ধরে আস্তে আস্তে হয়। বার্সাইটিসের ফোলা ভাবটা চোখে পড়ার মতো হয়।

তার সঙ্গে শরীরের সেই অংশ লাল হয়ে যাওয়া, কোনও নির্দিষ্ট ভঙ্গিতে দীর্ঘক্ষণ বসে বা দাঁড়িয়ে থাকলে ব্যথা বাড়তেও দেখা যায়। এক্স-রে নয়, বার্সাইটিস বোঝা যায় ইউএসজি করলে। প্রয়োজনে এমআরআই করাতে হয়। অর্থোপেডিক সার্জন রঞ্জন কামিল্যার কথায়, "রোগী ডায়াবেটিক কি না, কিডনিতে কোনও সংক্রমণ রয়েছে কি না, এ সব দেখে নেওয়া জরুরি। এই দুই রোগে বার্সাইটিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। চিকিৎসায় কাজ না হলে পুরো থলিটাই বার করে দিতে হয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বার্সাইটিস সারিয়ে তোলা যায়। স্বাভাবিক ভাবে কাজকর্ম করাও যায়। শুধু যে অঙ্গের সুরক্ষা-কবচ (বার্সা) ক্ষতিগ্রস্ত, তা আগলে রাখতে হয় একটু বেশি।" মন খারাপ হলে, মন ভাঙলে যেমন মনের যত্ন নিতে হয়। তেমনই "শরীরের নাম মহাশয়" বলে "যা সহাবে, তাই সয়" ভেবে না নেওয়াটাই বাঞ্চনীয়। শরীরে কষ্ট হলে সে বিষয়ে সাবধান হতে হবে বইকি!

কলমি চিংড়ির বড়া

ভাতের সঙ্গে প্রথম পাতে বড়া না থাকলে অনেকেরই খাওয়া হয় না। ডালের সঙ্গে ভাজাভুজি খেতেও অনেকে ভালবাসেন। আর সেই বড়ায় যদি চিংড়ি পড়ে, তা হলে তো কোনও কথাই নেই। কলমি শাক আর চিংড়ির মেলবন্ধনে বানিয়ে ফেলতে পারেন কলমি চিংড়ির বড়া। রইল প্রণালী।

উপকরণ:

কলমি শাক: ১ আঁটি (কুচি করে কাটা)
কুচো চিংড়ি: ২৫০ গ্রাম
রসুন কুচি: ২ টেবিল চামচ
কাঁচালঙ্কা কুচি: ৪-৫ টেবিল চামচ
ধনেপাতা কুচি: আধ কাপ
জোয়ান: ১ চা চামচ
পাতিলেবুর রস: ২ টেবিল চামচ
কর্নফ্লাওয়ার: ৩ টেবিল চামচ
চালের গুঁড়ো: ৩ টেবিল চামচ
পেঁয়াজ কুচি: ৩ টেবিল চামচ
নুন ও গোলমরিচ: স্বাদমতো
তেল: পরিমাণ মতো

প্রণালী: কুচো চিংড়ি পরিষ্কার করে নিয়ে নুন, হলুদ, গোলমরিচ দিয়ে মাখিয়ে রাখুন। একটি পাত্রে কলমি শাক কুচি, চিংড়ি কুচি ও বাকি সব উপকরণ মিশিয়ে নিন। এ বার অল্প মাত্রায় জল মিশিয়ে ছোট ছোট পকোড়ার আকারে গড়ে ডুবো তেলে ভেজে নিন। ভাতের সঙ্গেই হোক কিংবা স্টার্টার হিসাবে পরিবেশন করুন কাসুন্দির সঙ্গে।

শীতের শুরুতেই বাড়ছে চোখের সমস্যা

শহরে শীতের পরশ ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করেছে। যদিও ভিড় বাস বা মেট্রোয় এখনও ঘামছেন মানুষ, তবে বিকেল গড়ালে আবার খানিক ঠান্ডার আমেজ। শীতের এই খেয়ালিপনায় জাঁকিয়ে বসেছে অসুখ-বিসুখ। হাঁচি-কাশি, জ্বর-জ্বর ভাব, গা-হাত-পা ম্যাজম্যাজ এমন উপসর্গ এখন ঘরে ঘরে। চিকিতক এবং পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর নেপথ্যে রয়েছে দূষণ।

শীতের শুষ্কতা আর দূষণ এই দুইয়ের ফলায় ভুগছেন কলকাতাবাসী। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগরায়ন, গাড়ির ধোঁয়া নানাবিধ কারণে বায়ুদূষণ ক্রমশ বেড়ে চলেছে। কয়েক দিন পরেই দীপাবলি। বাজির ধোঁয়ায় বায়ুদূষণের তীব্রতা আরও কয়েক গুণ বেড়ে যাবে। বায়ুদূষণের কারণে শ্বাসকষ্ট, হাঁপানি ছাড়াও চোখের অসুখের প্রকোপও বাড়ছে। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, দূষণের কারণে চোখে অস্বস্তি, চোখ থেকে জল পড়া, চোখে চুলকানির মতো নানা রকম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন মানুষ। বায়ুদূষণের কারণে বিশেষ করে ধোঁয়াশার কারণে ড্রাই আইজ, কনজাঙ্কটিভাইটিস, চোখের পাতা ফুলে যাওয়া, দৃষ্টিশক্তি ঝাপসা হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যার শিকার হচ্ছেন মানুষ। বাতাসে কার্বন-ডাই অক্সাইড, নাইট্রোজেনের মতো গ্যাসের প্রকোপ বাড়লে চোখের প্রদাহ বাড়ে। দূষণের হাত থেকে চোখকে বাঁচাতে কী ভাবে সতর্ক হবেন? ১) রাস্তায় বেরোলে সানগ্লাস ব্যবহার করুন, চোখ সুরক্ষিত থাকবে।

২) দূষণের জেরে চোখ শুষ্ক হয়ে যায়, তাতে আরও সমস্যা বাড়ে। তাই চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে আই ড্রপ ব্যবহার করুন। ঘন ঘন চোখে আঙুল দিয়ে ঘষাঘষি করবেন না। এতে চোখ আরও শুষ্ক হয়ে যায়। ৩) শরীরে জলের ঘাটতি হলেও চোখের সমস্যা বেড়ে যায়, তাই শরীরে জলের পর্যাপ্ত জোগান দিতে হবে। শীতকালেও দিনে আড়াই থেকে তিন লিটার জল খাওয়া জরুরি। ৪) কালীপুজোর আগে এবং পরে বাতাসে দূষণের পরিমাণ আরও বেড়ে যাবে। ওই সময় যতটা সম্ভব বাড়ির ভিতরে থাকার চেষ্টা করুন। বাইরে বেরোলেও সানগ্লাস পরে তবেই বেরোন। ৫) চোখে কোনও রকম সংক্রমণ হলে ফেলে রাখবেন না। চিকিতকের পরামর্শ ছাড়া কোনও রকম আইড্রপ ব্যবহার করবেন না। চোখ লাল হলে, ফুলে গেলে, চুলকানি হলে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

কেঁকড়া চুলের যত্ন

চুল সোজা হলে যত্ন নেওয়া যতটা সহজ হয়, কেঁকড়া চুলের ক্ষেত্রে সেটা বেশ কঠিন হয়ে যায়। বটের ঝুরির মতো একমাথা কেঁকড়া চুল দেখতে মন্দ লাগে না। তবে সমস্যা হল কেঁকড়া চুল সহজেই উসকোখুসকো হয়ে যায়। কেঁকড়া চুলে জট পড়ার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি। সোজা চুলে যে ভয়টা একেবারেই নেই। প্রকৃত যত্নের অভাবে কেঁকড়া চুল আরও নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আসলে অনেকেই সারা দিনে বিভিন্ন কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে, বাড়তি নজর দিয়ে কেঁকড়া চুলের যত্ন নেওয়া হয়ে ওঠে না। তবে সহজ কয়েকটি প্যাকের খোঁজ পেলে কেঁকড়া চুলের যত্ন নিতে পারেন সহজেই।

ডিম এবং অলিভ অয়েল

শরীরের যত্ন নিতে এই দু''টি উপকরণের জুড়ি মেলা ভার। তবে কেঁকড়া চুলের যত্নেও ডিম এবং অলিভ অয়েল ব্যবহার করতে পারতে পারেন। অলিভ অয়েল, সামান্য অ্যাভোকাডো অয়েল, নারকেল তেল এবং ডিমের সাদা অংশ একসঙ্গে ফেটিয়ে প্যাক বানিয়ে নিন। কেঁকড়া চুল মসৃণ রাখতে এই প্যাকের উপর ভরসা রাখতে পারেন।

দই এবং ভিনিগার

টক দই আর আপেল সিডার ভিনিগার কেঁকড়া চুলের খেয়াল রাখতে পারে। এই দু''টি উপকরণ একসঙ্গে মিশিয়ে বাড়িতেই প্যাক বানিয়ে নিন। চুলে লাগিয়ে ঘণ্টাখানেক রেখে ধুয়ে ফেলুন। চুল কোমল এবং মসৃণ হবে।

বেকিং সোডা

হেঁশেলের নানা টুকিটাকি কাজে বেকিং সোডার ব্যবহার হয়েই থাকে। তবে কেঁকড়া চুলের দেখাশোনাতেও বেকিং সোডা কম উপকারী নয়। শ্যাম্পুর মধ্যে খানিক বেকিং সোডা মিশিয়ে মাখলে সত্যিই উপকার পাওয়া যাবে। চুলের গোড়াও শক্ত হবে।

বিস্কুটের গুঁড়ো ছাড়াও পকোড়া মুচমুচে হয়

শীত না পড়লেও দিন ছোট হয়ে এসেছে। তাড়াতাড়ি ঝুপ করে সন্ধ্যা নামছে। দুপুরে ভরপেট খেলেও সন্ধে হতেই খিদে পেয়ে যাচ্ছে। শীত শীত আমেজে তখন মুখরোচক খাবার খেতে ইচ্ছা করে। দোকান থেকে কিনে আনার চেয়ে বাড়িতে তৈরি করে নিতেই পছন্দ করেন অনেকে। কিন্তু অন্য সমস্ত উপকরণ থাকলেও, হেঁশেলে যদি বিস্কুটের গুঁড়ো না থাকে, তাহলে মুশকিলে পড়তে হয়। পকোড়া হোক কিংবা ফিশ ফ্রাই, মুচমুচে না হলে খেতে ভাল লাগে না। তবে মুখরোচক খাবার মুচমুচে বানাতে বিস্কুটের গুঁড়ো ছাড়া চলে না। তবে বিস্কুটের গুঁড়ো যদি একান্তই না থাকে, তাহলে কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়ার কিছু নেই। বিস্কুটের গুঁড়োর বদলে আর কী ব্যবহার করতে পারেন?

কর্নফ্লেক্স

ওজন ঝরাতে জলখাবারে দুধ কর্নফ্লেক্স খান অনেকেই। কর্নফ্লেক্স হালকা গুঁড়ো করে নিয়ে বিস্কুটের গুঁড়োর পরিবর্তে ব্যবহার করতেই পারেন। মাছের কোনও ফ্রাই হোক কিংবা মাংসের পকোড়া কর্নফ্লেক্স দিয়ে ভাজলে দারুণ মুচমুচে হয়।

ওট

বাড়িতে বিস্কুটের গুঁড়ো বাড়ন্ত হলে, আপনি ওটও ব্যবহার করতে পারেন। স্বাদের খুব একটা ফারাক হবে না। কড়াইয়ে হালকা গরম করে নিয়ে শুকনো ওট ভেজে নিন। ভাজা ওটের উপর স্বাদ মতো নুন, পেপরিকা ছড়িয়েই বানিয়ে ফেলুন চপ কিংবা কাটলেট। স্বাদেও ভাল হয় আর মুচমুচেও হয়।

সুজি বাড়িতে সুজি থাকলেও আপনি মুচমুচে পকোড়া বানাতে পাারেন। বিস্কুটের গুঁড়োর বদলে সুজি ব্যবহার করে দেখতেই পারেন। মাছের ফ্রাই, ভেজিটেবিল চপ কিংবা চিকেন পকোড়া সুজি দিয়েই বানালে খেতে সত্যিই ভাল লাগবে।

ছৌ নাচ

আসাদ আলী

একটি একটি করে
নিকষ আঁধারের পাপড়ি খুলে যায়
রাত্রির গভীর থেকে উঠে আসে
আলোর প্রজাপতি
রোদের ডানায় ঢাকা পড়ে
তীব্র দুখের অশ্রু নিয়ে ঘুমায়
রাতের পাপড়ি
আলোর গভীরে ঘুমায় রাতের নক্ষত্ররা
নীল আকাশে
সাদা বলাকার ডানা আলপনা আঁকে
গাছেরা ছবি আঁকে পুকুরের জলে
ঘুঘু চুপচাপ দেখে যায়
চড়াইয়ের নাচ শুরু হয় উঠানে
অযোধ্যা পাহাড় জেগে ওঠে
জেগে ওঠে কাঁসাই
তার কাঁচ জলে মাছেদের ছৌ নাচ

পাচারের আগে দত্তপুকুরে ধৃত মহিলা অস্ত্র কারবারি

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : মালদা থেকে ১২টি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কলকাতা আসছিলেন এক মহিলা। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে উত্তর ২৪ থানার দত্তপুকুর থানার আলগরিয়া এলাকা থেকে শনিবার তাঁকে গ্রেফতার করল পুলিশ। অভিযোগ, অস্ত্র পাচারের কাজ করতেন ওই মহিলা। এদিন তাঁকে বারাসত আদালতে তোলা হলে ১০ দিন পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুল্ক দফতরের আধিকারিকেরা শনিবার সকাল থেকে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে দত্তপুকুর থানার আলগরিয়া এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালান। ওই সময় এক মহিলাকে তাঁদের সন্দেহ হয়। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশ কিছু প্রশ্নের সদুত্তর পাননি শুল্ক আধিকারিকেরা। তাঁরা খবর দেন দত্তপুকুর থানায়।

এর পর পুলিশ এসে ওই মহিলাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। তাঁর কাছে তল্লাশি চালিয়ে একটি ব্যাগ থেকে মেলে ১২টি স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র। পুলিশ জানতে পারে, মালদা থেকে অস্ত্রগুলি আসে মহিলার কাছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা যায় কলকাতায় পাচারের পরিকল্পনা ছিল তাঁর। জানা গিয়েছে, ধৃত মহিলার নাম পূজা বিশ্বাস। বছর ৪৫-এর ওই মহিলা উত্তর ২৪ পরগনার হাবড়ার বাসিন্দা। তিনি মূলত অস্ত্র পাচারের কাজ করতেন। এমনকি, ভিন্‌রাজ্যেও আগ্নেয়াস্ত্র পাচারে হাত পাকিয়েছিলেন অভিযুক্তা। তাঁকে বারাসাত আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন করা হয়। কিন্তু বিচারপতি ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। ওই মহিলার সঙ্গে বড় কোনও অস্ত্র পাচারচক্র জড়িত থাকতে পারে সন্দেহ করছে পুলিশ।

যদিও কার কাছ থেকে ওই আগ্নেয়াস্ত্রগুলি পেয়েছেন, কাকে বিক্রি করতে চেয়েছিলেন, এই সব প্রশ্নের কোনও সদুত্তর এখনও পর্যন্ত পায়নি পুলিশ।

মমতার বিজয়া সম্মিলনীতে আমন্ত্রিত সুকান্ত-দিলীপ, বাদ শুভেন্দু

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী বা রাজ্যের শাসক দলের চোখের বালি কে? প্রধান বিরোধী দল, না বিরোধী দলনেতা? শনিবার নতুন করে প্রশ্নটা উঠেছে কারণ মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে আয়োজিত বিজয় সম্মেলনীতে সুকান্ত মজুমদার ও দিলীপ ঘোষ-সহ বিরোধী শিবিরের কয়েকজন নেতাকে আমন্ত্রণ জানানোর সিদ্ধান্ত হলেও এখন পর্যন্ত আমন্ত্রিতের তালিকায় নেই বিরোধী দলনেতার নাম।

আগামী ৯ নভেম্বর, বৃহস্পতিবার আলিপুর জেল মিউজিয়ামে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে হবে ওই বিজয়া সম্মেলনী। রাজ্য সরকার সূত্রের খবর, প্রতিবারেই প্রধান বিরোধীদলের প্রধানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। মুখ্যমন্ত্রী সৌজন্য দেখিয়ে বরাবরই সেটা করেন। কিন্তু কোনও বছরই পাল্টা সৌজন্য দেখিয়ে তাঁরা আসেন না।

নবান্ন সূত্রের খবর, রাজ্য সরকারের তালিকায় এ বারের বিজয়া সম্মিলনীতে আমন্ত্রণ যাচ্ছে রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার এবং বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা মেদিনীপুরের সাংসদ দিলীপ ঘোষ, বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান হিসেবে বিমান বসুর কাছে। তবে শনিবার পর্যন্ত ওই তালিকায় নেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নাম। কংগ্রেসের কোনও নেতাকে আমন্ত্রণ জানানো হবে কি না, তা এখনও পর্যন্ত স্পষ্ট নয়।

বিরোধী দলনেতাকে কেন আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে না, তার জবাবে এক সরকারি আধিকারিক জানিয়েছেন, এটি কোনও ‘পরিষদীয় কর্মসূচি’ নয়। তা-ই বিরোধী দলনেতাকে আমন্ত্রণ জানানোর অবকাশ নেই। যদিও এই অজুহাত নিছকই ঠুনকো বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একটা বড় অংশ।

ধৃত মন্ত্রীকে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসাকে তোপ দাগলেন শুভেন্দু

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সমর্থনে তাঁর গুন গেয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে দাবি করেছেন, তা খণ্ডন করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শনিবার শুভেন্দুবাবু এ ব্যাপারে তাঁর এক্স হ্যাণ্ডেলে তোপ দেগেছেন।

শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের প্রাক্তন মন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের প্রচেষ্টায় রেশন কার্ডগুলি ডিজিটালাইজ করা হয়েছিল এবং ১ কোটিরও বেশি রেশন কার্ড নিষ্ক্রিয় করা হয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এটি একটি বানানো গল্প তৈরি করার চেষ্টা করেছিলেন। আসল বিষয়টি হল যে আধার এবং বায়োমেট্রিক প্রমাণ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের জোরের কারণে পশ্চিমবঙ্গে এক কোটিরও বেশি রেশন কার্ড বাতিল হয়েছিল। কারণ এই বাতিলকৃত কার্ডগুলি জাল ছিল। পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটিরও বেশি রেশন কার্ডের বাতিল/নিষ্ক্রিয়করণ শুধুমাত্র তাদের রেশন কার্ডের সাথে সুবিধাভোগীদের আধার কার্ড বাধ্যতামূলক লিঙ্ক করার পরেই ঘটেছে। এইভাবে এক নামে একাধিক রেশন কার্ড বা সম্পূর্ণ জাল রেশন কার্ড থাকা অসম্ভব হয়ে পড়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বদা রেশন কার্ডের ডিজিটাইজেশনের বিরুদ্ধে ছিল, যা জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন পাস হওয়ার পরে বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠে। এমনকি রাজ্য সরকার ‘এক জাতি এক রেশন কার্ড’ প্রকল্পের বিরোধিতা করেছিল। মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রধান উদ্যোগটি বাস্তবায়ন করতে রাজ্য বাধ্য হয়েছিল। তাই, ম্যাডাম সিএম, আপনি সব সময় জনগণকে বোকা বানাতে পারবেন না। এই হল আপনার মন্ত্রীর ”সবুজ বিপ্লবের” সত্য ঘটনা।”

বিজেপি বিধায়ক গোবর্ধন শর্মার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার মহারাষ্ট্রের আকোলা পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক গোবর্ধন শর্মার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন। বিধায়ক শর্মা, যিনি ক্যান্সারের সাথে লড়াই করছিলেন, শুক্রবার ৭৪বছর বয়সে আকোলায় মারা যান।

প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এক্স মাধ্যমে এক পোস্টে লিখেছে, “মহারাষ্ট্র বিধানসভার বিধায়ক গোবর্ধন শর্মাজির মৃত্যুতে শোকাহত। সমাজ সেবায় তাঁর অসামান্য প্রচেষ্টার জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি একজন প্রভাবী বিধায়ক হিসেবে নিজের পরিচয় তৈরি করেছেন যিনি সর্বদা জনকল্যাণমূলক বিষয় তুলে ধরেন। তার পরিবার ও সমর্থকদের প্রতি সমবেদনা। ওম শান্তি।’

টালা পার্কে বাজি পরীক্ষা পুলিশ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদের

কলকাতা, ৪ নভেম্বর, (হি.স.): ‘সবুজ শব্দবাজি’, যার শব্দের মাপ ১২৫ ডেসিবেল পর্যন্ত, এমন বাজি ফাটানো যাবে। ওই ধরনের বাজি সম্পর্কে পুলিশেরও স্পষ্ট ধারণা নেই। লালবাজারের এক পুলিশকর্তা জানান, তাঁরা অপেক্ষা করে রয়েছেন শনিবার টালা পার্কে বাজি পরীক্ষার জন্য, এটি করবে পুলিশ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্যদ। তাতে ‘সবুজ শব্দবাজি’র বিষয়টি অনেকটাই স্পষ্ট হবে পুলিশের কাছে।

কালীপুজো ও দীপাবলিতে শব্দে পুলিশেরও হতে পারে বিভ্রান্তি। সবুজ বোমার আড়ালে ফাটতে পারে চকোলেট বোমা, শেল বা দোদোমা। তাই বেআইনি শব্দবাজি রুখতে মধ্য কলকাতার বড়বাজার অঞ্চলের একের পর এক গুদামে শুরু হল পুলিশের তল্লাশি।

পুলিশ জানিয়েছে, এবার দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ১২৫ ডেসিবেল পর্যন্ত শব্দবাজি ফাটানোর অনুমতি দিলেও তা ‘সবুজ বোমা’ হতেই হবে, এমনই নির্দেশ। আর তাতেই ধন্দ শুরু হয়েছে পুলিশের মধ্যে।

প্রায় ২৫ বছর ধরে কলকাতা-সহ রাজ্যে শব্দবাজি নিষিদ্ধ। তাই কালীপুজো, দীপাবলি বা ছটপুজোর সময় পুলিশের নজর থাকে শব্দবাজির দিকে। যারা শব্দবাজি ফাটিয়েছে, তাদের কারও কারও বিরুদ্ধে নেওয়া হয়েছে আইনি ব্যবস্থা। শব্দবাজি নিয়ে রকমফেরের কথা কখনও পুলিশকে ভাবতে হয়নি। অনেকে চোরাপথে শব্দবাজি কিনলেও পুলিশের ভয়ে তাদের পিছিয়ে আসতে হয়েছে। এই বছরও নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটানো যাবে না।

যদিও পুলিশকর্তাদের মতে, ‘সবুজ শব্দবাজি’ হয়তো পরিবেশ বান্ধব। কিন্তু শব্দদূষণে তা হয়তো অন্যান্য নিষিদ্ধ শব্দবাজির থেকে কম না-ও হতে পারে। ফলে বাজি ফাটানোর শব্দ শুনতে পাওয়া গেলেও তা আসলে নিষিদ্ধ শব্দবাজি না কি বৈধ ‘সবুজ শব্দবাজি’, তা বোঝা খুব সহজ না-ও হতে পারে।

তাই এখন থেকেই নিষিদ্ধ শব্দবাজি রুখতে স্ট্র্যাটেজি তৈরি করছে লালবাজার। কলকাতা পুলিশের হাতে রয়েছে লাইসেন্স রয়েছে, এমন বাজি ব্যবসায়ীদের তালিকা। তাঁরাই শুধু গুদামে বাজি মজুত করতে পারেন। তাঁদের গুদাম ছাড়া অন্য কোনও গুদামে বাজি মজুত করা আছে কি না, এখন থেকেই তার খোঁজ চালাতে শুরু করেছে পুলিশ।

বড়বাজার, পোস্তা, জোড়াবাগান, জোড়াসাঁকো-সহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় গুদামে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে পুলিশের তল্লাশি। সংশ্লিষ্ট থানা ছাড়াও রিজার্ভ ফোর্স, গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিকরা চালাচ্ছেন এই তল্লাশি। কারণ লাইসেন্সবিহীন কোনও গুদামই কোনও ধরনের বাজিই মজুত করতে পারেন না। যদিও এক পুলিশকর্তা জানান, এখনও কোনও গুদাম থেকে বেআইনি বাজি ধরা পড়েনি।

আইআইটি-র সমাবর্তনের পোষাকবিধি নিয়ে বিতর্ক

কলকাতা, ৪ নভেম্বর, (হি.স.): খড়্গপুর আইআইটি-র আগামী সমাবর্তনের পোষাকবিধি নিয়ে বিতর্ক দেখা দিয়েছে। প্রতিষ্ঠানের পড়ুয়া, প্রাক্তনী এবং শিক্ষাবিদদের একাংশ কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে।

প্রতিবাদীদের মতে, এই পোষাকবিধি ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও পছন্দের অধিকার খর্ব করছে।

সূত্রের খবর, এলজিবিটিকিউ অর্থাৎ, নারী ও পুরুষ সমকামী, উভকামী ও রূপান্তরকামী-সহ পড়ুয়াদের একাংশ প্রতিবাদ হিসাবে সমাবর্তন বয়কট করবে। শনিবার ওই প্রতিষ্ঠানের এক পড়ুয়া জানান, কর্তৃপক্ষ গত কয়েক বছরে সমাবর্তনে একাধিকবার পোষাক বিধির বদল করেছেন।

কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন, পুরুষদের পরতে হবে ফুলহাতা পুরো সাদা, সুতির হাঁটু পর্যন্ত ঝুলের ও মান্দারিন কলারের কুর্তা। সঙ্গে সাদা ভেস্ট। নিচে সুতির সাদা চুরিদার অথবা পায়জামা। মহিলাদের পুরো সাদা, সুতির শাড়ি, তাতে সরু সোনালি জরির পার। সঙ্গে সাধারণ পাল্লু। শাড়ি পরতে হবে ভাঁজ করা পাল্লুর সঙ্গে পার্শি ধরণে। ব্লাউজ হবে পুরো সাদা, ফুলহাতা। পুরুষ-মহিলা দুজনের জন্যই বাদামি রঙের, পায়ের পাতা আচ্ছাদিত ভারতীয় ঘরানার অথবা কোলাপুর চপ্পল। প্রতিক্রিয়ায় প্রেসিডেন্সির এমিরিটাস অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞানের বিশেষজ্ঞ প্রশান্ত রায় জানিয়েছেন, সমাবর্তনে যাঁর অংশ নেবেন, তাঁরা সবাই একই রকম আর্থিক এবং সামাজিক স্তরের নয়। কর্তৃপক্ষের এরকম নির্দিষ্টি বিধি অনেকের কাছেই চাপের কারণ হয়ে উঠবে।

ইডেনে টিকিটের বিপুল চাহিদা সত্বেও খালি থাকবে ৯৪ টি আসন

কলকাতা, ৪ নভেম্বর, (হি.স.): ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচের টিকিটের জন্য কোলাহল প্রতিদিন বেড়েছে। এর সাথে সাথে রবিবার ইডেন গার্ডেন্সে আনুষ্ঠানিকভাবে কমপক্ষে ৯৪ টি আসন খালি থাকবে। কলকাতা পুলিশ গত তিন দিনে কালোবাজারিদের কাছ থেকে মুদ্রিত মূল্যের চেয়ে কয়েকগুণ বেশি দামে টিকিট বিক্রি করার চেষ্টা করার কারণে আটক করা হয়েছে।এই কারণেই খালি থাকবে আসনগুলি।

যুগ্ম কমিশনার (অপরাধ) শঙ্খ শুভ্র চক্রবর্তী বলেছেন, বাজেয়াপ্ত করা টিকিট বিসিসিআইকে ফেরত দেওয়া হবে না এবং সেই আসনগুলি খালি থাকবে। এগুলি আদালতে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণের টুকরো। টিকিটগুলি অনলাইনে কেনা, সেগুলির হস্তান্তর এবং অবশেষে, টিকিট কালোবাজারীদের কাছে পৌঁছানোর জন্য যে পথটি নেওয়া হয়েছিল, আমাদের সেই সংযোগপথটি বার করতে হবে।

কীভাবে এই বিশ্বকাপ দেখার অভূতপূর্ব চাহিদা টিকিটের জন্য উন্মত্ত ভিড় সৃষ্টি করেছে, ক’দিন ধরেই তা দেখা যাচ্ছে। কলকাতায় আয়োজিত দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ভারত নাও থাকতে পারে এবং এই রবিবার তাঁর জন্মদিনে বিরাট কোহলিকে অ্যাকশনে দেখার লোভ টিকিটের চাহিদাকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। এই সপ্তাহের শুরু থেকে সামাজিক মাধ্যমে ‘টিকেটস্ক্যাম শিরোনামে নানা পোস্ট দেখা যাচ্ছে। শহরের ক্রিকেট ভক্তরা ওয়েব প্ল্যাটফর্মে ক্ষুব্ধভাবে এগুলো পোস্ট করছেন। বৃহস্পতিবার অনলাইনে কেনা টিকিট বিতরণ শুরু হওয়ার সাথে সাথে প্রতিবাদ আরও জোর হয়ে ওঠে। কলেজ ছাত্র ঋষভ মন্ডল বলেন, ’কয়েক সপ্তাহ ধরে একাধিক লগইনে চেষ্টা সত্ত্বেও আমি অনলাইনে একটি টিকিট কিনতে পারিনি। এমনকি আমি ময়দান এবং ইডেন গার্ডেন্সে এসেছিলাম ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য। কিন্তু এবার কোনও টিকিট বিক্রি হচ্ছে না। কেউ কেউ কালোবাজারে বিক্রি করছে প্রায় ১০ গুণ দামে।’

মহুয়ার অপমান উপেক্ষা করে ‘বিরোধীদের চেহারা উন্মোচিত’ করার অঙ্গীকার দুবের

কলকাতা, ৪ নভেম্বর, (হি.স.): মহুয়া মৈত্র তাঁকে যতই অপমান করুক, ‘বিরোধীদের চেহারা উন্মোচিত করতে’ সব রকম চেষ্টা করবেন বলে মন্তব্য করলেন গোড্ডার বিজেপি সাংসদ ডঃ নিশিকান্ত দুবে।

শুক্রবার বেশি রাতে নিশিকান্ত দুবে এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, “এই দেশে কি হিন্দু হওয়া, পুরুষ হওয়া অপরাধ? নারী এবং মুসলিমদের জন্য কি আলাদা আলাদা বিধি-বিধান আছে? সাংসদ রমেশ বিদুরিরজিকে দানিশ আলী গালিগালাজ করলেন (যেটা যে কোনও সভ্য সমাজ ভুল মনে করে) এবং সমগ্র বিরোধী দল, যাদের ‘ট্রোল আর্মি’ মনে করেছিল যে বিদুরের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিলে ভারতের গণতন্ত্র শেষ হয়ে যাবে, গত কয়েকদিন ধরে তাদের মহুয়া মৈত্র আমাকে গালি দিচ্ছে। হারামি, বিহারী গুন্ডা এবং ঝাড়খন্ডি কুত্তা, কামিনা বলেছে।

কিন্তু সবাই নীরব। কিন্তু জাতীয় নিরাপত্তা ও দুর্নীতি নারী-পুরুষ হিন্দু-মুসলমানের ভেদাভেদ করে না। তাই সত্যের লড়াইয়ে আমি এসব গালিগালাজ ও হুমকি হেসে হেসে উড়িয়ে দেব। বিরোধীদের চেহারা উন্মোচিত হবে।”

প্রসঙ্গত, রমেশ বিদুরি বিজেপি-র এবং দানিশ আলী বহুজন সমাজ পার্টির সাংসদ।

সিতাইয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু বৃদ্ধার

সিতাই, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : কোচবিহারের দিনহাটা থানার অন্তর্গত গোকুন্ডা গ্রামের কাছে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক বৃদ্ধার। শনিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে।

জানা গেছে, এদিন সকালে এই গ্রামেরই বাসিন্দা ময়না বর্মন(৯৩)রেল লাইন পার হয়ে পাশেই এক আত্মীয়ের বাড়িতে যাচ্ছিলেন। সেই লাইন ধরেই আসছিল বামনহাট থেকে কোচবিহারমুখী প্যাসেঞ্জার ট্রেন। সেটা তিনি খেয়ালই করেনি। বয়সের ভারে ট্রেনের হর্নও কানে আসেনি বৃদ্ধার। ফলে নিমেষেই ট্রেনে কাটা পড়েন বৃদ্ধা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রেল পুলিশ ও মৃতার পরিবারের লোকেরা। রেলে কাটা পড়া বৃদ্ধার দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার মেডিকেল কলেজে পাঠিয়েছে রেলপুলিশ। বৃদ্ধার মৃত্যুতে গ্রামে শোকের ছায়া নেমেছে।

অ্যাসিড বিরোধী অ্যাকটিভিস্ট লক্ষীর সচিত্র জীবনকাহিনী জানালেন তসলিমা

কলকাতা, ৪ নভেম্বর, (হি.স.): অ্যাসিড বিরোধী অ্যাকটিভিস্ট লক্ষীর সচিত্র জীবনকাহিনী জানালেন নির্বাসিত লেখিকা তসলিমা নাসরিন। সামাজিক মাধ্যমে স্বাগত জানিয়ে মন্তব্য করেছেন প্রচুর নেটনাগরিক।

শনিবার তসলিমা লিখেছেন, “আমার সঙ্গের মেয়েটির নাম লক্ষ্মী আগরওয়াল। যখন তাঁর ১৫ বছর বয়স, ৩২ বছর বয়সী প্রতিবেশি নাইম খান তাঁকে বিয়ে করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিল। লক্ষ্মী রাজি হয়নি বলে তাঁর মুখে সে অ্যাসিড ছোঁড়ে। লক্ষ্মী এখন একজন অ্যাসিড বিরোধী অ্যাকটিভিস্ট। তাঁর জীবন কাহিনী নিয়ে বলিউডে সিনেমাও হয়েছে। ওদিকে নাইম খানের কিন্তু যাবজ্জীবন হয়ে গেছে। লক্ষ্মীর সঙ্গে কয়েক বছর আগে আমার দেখা হয়েছিল। তিনি তাঁর জীবনের কষ্টের কাহিনী যেমন বলেছিলেন, দুঃখ কষ্ট ঝেড়ে উঠে দাঁড়াবার কাহিনীও বলেছিলেন।”

এটি পোস্ট করার পর ১২ ঘন্টায়, শমিবার বেলা সওয়া ১২টায় সামাজিক মাধ্যমে লাইক, মন্তব্য ও শেয়ারের সংখ্যা ৬ হাজার ৮০০, ৩৪৪ ও ১৩২। ছন্দা দাস লিখেছেন, “সব প্রতিকূলতা জয় করে এগিয়ে যাওয়ার নাম ”জীবন”। তোমরা দুজনেই আমাদের প্রেরণা।”

মেহবুব রহমান লিখেছেন, “লক্ষীর দুঃখ কষ্ট ঝেড়ে উঠে দাঁড়াবার কাহিনী শোনার ইচ্ছে হয়।“

অদিতি দাস লিখেছেন, “দুঃখ কষ্ট ঝেড়ে উঠে দাঁড়াবার কাহিনীগুলোই তো আমার প্রেরণা, দুজন সাহসী কন্যা।’’ সুরভি জাহাঙ্গীর লিখেছেন, ‘‘দেবতা খুঁজতে দেবালয়ে যেতে হয় না, আমাদের মন, আমাদের চারপাশে তাঁরা আছেন। শুধু দেখার মত চোখ থাকতে হয়, বোঝার মত মন থাকতে হয়।’’ আরিফা রহমান লিখেছেন, “ক’জন পারে এভাবে বাঁচাতে? সেলুট।”

সঙ্গীতা ইয়াসমিন লিখেছেন, “আপনি তো লিখতে পারেন তাঁকে নিয়ে। মানে উপন্যাস।” মহম্মদ ফরিদুল ইসলাম লিখেছেন, “দুঃখ কষ্ট ঝেড়ে উঠে দাঁড়াবার মানসিক ক্ষমতাই প্রমান করে সে আসলেই লক্ষ্মী। শুভকামনা বোন, এগিয়ে যাও। তোমাদের মতো অগ্রগামী নারীরাই পারবে নারীদের পরাধীনতার শিকল ভাঙতে। আপনাদের খুব ভাল হোক।”

বায়ুদূষণে বিপর্যস্ত দিল্লি-এনসিআরে শ্বাসকষ্ট অব্যাহত

নয়াদিল্লি, ৪ নভেম্বর (হি.স.) :বায়ুদূষণে বিপর্যস্ত দেশের রাজধানী দিল্লি গ্যাস চেম্বার হয়েই আছে। দীপাবলির আগে বাতাস ক্রমশ বিষাক্ত হয়ে উঠছে। বাড়ছে শ্বাসকষ্ট ও চোখের বিপদ। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার পর সরকারের প্রচেষ্টায় আগামী দিনে পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু তা হয়নি।

আজ (শনিবার) ভোর ৪টায় এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ। এই তথ্য অনুসারে, দিল্লি-এনসিআর-এ বায়ুর গুণমান সূচক অত্যন্ত খারাপ বিভাগে রয়ে গেছে। একিউআই (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স) ৫০০ ছাড়িয়েছে। এর আগে শুক্রবার, দিল্লিতে গুরুতর বিভাগ সহ একিউআই ৪৫৯ রেকর্ড করা হয়েছিল।

সেন্ট্রাল পলিউশন কন্টোল বোর্ডের মতে, আজ বাতাসের মানের সূচকে সামান্য উন্নতি হবে কিন্তু আগামী তিন দিন বায়ু গুরুতর বিভাগে থাকবে। তাই বর্তমানে দূষণ থেকে খুব একটা রেহাই পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। এ কারণে জিআরপির চতুর্থ দফার নিষেধাজ্ঞাও দু-এক দিনের মধ্যে কার্যকর হতে পারে।

এদিকে পরিস্থিতি পর্যালোচনা করেছে এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট কমিশনের সাব-কমিটি। কমিশন বলেছে, দিল্লির গড় বায়ু সূচক ছিল ৩৬৮। এক সময় দুপুর ১২টায় বাতাসের সূচক ৪৭৫-এ পৌঁছেছিল। এর পর বায়ু সূচকে সামান্য উন্নতি হয়েছে। এ কারণে সন্ধ্যা পাঁচটায় বাতাসের সূচক ছিল ৪৫৬। আপাতত জিআরপির তৃতীয় ধাপের নিষেধাজ্ঞা বলবৎ থাকবে। প্রয়োজনে চতুর্থ ধাপের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করা হবে।

এর আগে গতকাল (শুক্রবার) ভোর ৫টার পরিসংখ্যানও ছিল ভীতিকর। এই তথ্য অনুসারে, দিল্লিতে একিউআই ছিল ৪৫৯ গুরুতর বিভাগে। নয়ডায় এই মাত্রা ছিল ৪১৮। সকালে গাজিয়াবাদের একিউআই রেকর্ড করা হয়েছে ৩৬৩ এ। বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টায় দিল্লির গড় একিউআই ছিল ৪০২। এটি বায়ুর গুণমান সূচকের সবচেয়ে বিপজ্জনক স্তর হিসাবে বিবেচিত হয়।

দেশের রাজধানীতে ক্রমবর্ধমান বিষাক্ত বাতাসের মধ্যে, দিল্লি সরকার বৃহস্পতিবার নার্সারী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত দুই দিনের জন্য (নভেম্বর ৩ এবং ৪) স্কুলগুলি বন্ধ ঘোষণা করেছিল। শুক্রবার দিল্লি হাইকোর্ট ক্রমবর্ধমান বায়ু দূষণ ইস্যুতে সরকারকে তিরস্কার করেছিল।

মুম্বইয়ে ওষুধ কারখানায় ভয়াবহ বিস্ফোরণে মৃত কমপক্ষে ৭, চলছে উদ্ধারকাজ

মুম্বই, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে একটি ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানিতে বিস্ফোরণে মৃত কমপক্ষে ৭। শুক্রবার রাতে বিস্ফোরণ হয়। আহত হয়েছেন আরও বেশ কয়েকজন। নিখোঁজও হয়ে গিয়েছেন কয়েকজন কর্মী। তাদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। শনিবার সকালেও উদ্ধারকাজ জারি ছিল।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার মহারাষ্ট্রের রায়গড়ে ব্লু জেট হেলথকেয়ার নামক একটি সংস্থার কারখানায় হঠাৎ বিস্ফোরণ হয়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ-প্রশাসনে খবর দেওয়া হয়। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে এসে পৌঁছয় দমকলের কয়েকটি ইঞ্জিন। পরে আগুন আরও বাড়তে, এদিন সকালে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকেও খবর দেওয়া হয়।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, কারখানার ভিতরে শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লাগে। কারখানার ভিতরে প্রচুর দাহ পদার্থ ও রাসায়নিক মজুত থাকায়, সেখান থেকে দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ব্যারেলে রাখা রাসায়নিক থেকে একের পর এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। নিমেষেই আগুনের গ্রাসে চলে যায় ওই কারখানা। অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় কমপক্ষে কয়েক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, শুক্রবার রাতে বিস্ফোরণ হয় রায়গড় জেলার মাহাদে একটি ওষুধ প্রস্তুতকারক কারখানায়। দমকল বাহিনী কারখানার ভিতর থেকে ৬টি দেহ উদ্ধার করেছে। এ দিন সকালে এনডিআরএফ এসে আরও একটি দেহ উদ্ধার করে।

পুঞ্চের বিভিন্ন স্থানে এসআইএ অভিযান

পুঞ্চ, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : বিশেষ তদন্ত সংস্থা (এসআইএ) শনিবার সন্ত্রাস-সম্পর্কিত মামলায় জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার বিভিন্ন স্থানে অভিযান শুরু করেছে। দলটি প্রথমে কানুয়ানের বাসিন্দা মোহাম্মদ হাফিজের বাড়িতে অভিযান চালায়। কর্মকর্তাদের মতে, অভিযানের সময় হাফিজ বাড়িতে ছিলেন না।

পুলিশ এবং সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ) এর সাথে এসআইএ দলও পুঞ্চ জেলার কোপরা টপ, বাচিয়ান ওয়ালি, শিনদারা, থান্ডি কসি এবং মোহল্লা সাইদানে একটি যৌথ কর্ডন এবং অনুসন্ধান অভিযান শুরু করেছে। খবর লেখা পর্যন্ত অভিযান চলছিল।

নওয়াদায় নাবালক সাইকেল আরোহী ছাত্রকে পিষে দিল ট্রাক্টর, পথ অবরোধ ক্ষুব্ধ জনতার

নওয়াদা, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : বিহারের নওয়াদা জেলায় নাবালক সাইকেল আরোহী এক ছাত্রকে পিষে দিল ট্রাক্টর। যার কারণে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। শনিবারের এ ঘটনায় ক্ষুব্ধ জনতা সড়ক অবরোধ করে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। ঘটনাটি ঘটেছে মুফাসসিল থানা এলাকার ঝুনাটি গ্রামের কাছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ছাত্রের নাম অঙ্কিত কুমার, সুবেলাল চৌহানের ১০ বছরের ছেলে। বলা হচ্ছে, শনিবার টিউশনি পড়ে সাইকেলে করে নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন অঙ্কিত, এমন সময় ঝুনাটি গ্রামের কাছে দ্রুত গতিতে আসা একটি বালি বোঝাই ট্রাক্টর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাকে পিষে দেয়, এতে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় অঙ্কিতের। গ্রামবাসী রাস্তা অবরোধ করে তোলপাড় সৃষ্টি করে আসছিল।

এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে স্থানীয় লোকজন ও পরিবারের সদস্যরা নাবালকের দেহ নিয়ে সড়ক অবরোধ করে হট্টগোল শুরু করে। হট্টগোলের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে বিক্ষুব্ধ জনতাকে শান্ত করার জন্য প্রশাসনিক কর্মকর্তাকে বোঝানোর চেষ্টা করলেও লোকজন তাদের কথা শুনতে প্রস্তুত ছিল না। অবৈধভাবে বালি চুরিকারী ট্রাক্টর মালিকদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছেন সড়ক অবরোধকারী গ্রামবাসীরা।

অসুস্থ দীপঙ্কর দে হাসপাতালে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে

কলকাতা, ৪ নভেম্বর, (হি.স.): অসুস্থ অভিনেতা দীপঙ্কর দে। শুক্রবার রাতেই অসুস্থ স্বামীকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটেছিলেন টলিপাড়ার অভিনেত্রী দোলন রায়। বাইপাস সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় সিনিয়ার স্টারকে। আইসিইউ-তে ভর্তি করা হয় তাঁকে। তবে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলে জানা গিয়েছে।

বাড়িতেই অসুস্থ হয়ে পড়েন দীপঙ্ক দে। কোনও রকম ঝুঁকি না নিয়ে অসুস্থ স্বামীকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন দোলন। জানা যাচ্ছে, সুগার ফল করেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন দীপঙ্কর দে। প্রচণ্ড ঘামতে শুরু করেন। গোটা শরীর গামে ভিজে যাচ্ছিল। এই রকম পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই ভয় পেয়ে যান দোলন।

একটুও সময় নষ্ট না করে বর্ষীয়ান অভিনেতাকে হাসপাতালে নিয়ে আসেন দোলন। আইসিইউ-তে ভর্তি করা হলে ধীরে ধীরে সুস্থ হন। হাসপাতালে তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করা হয়। সেখানে রিপোর্টই ঠিক এসেছে বলে জানা গিয়েছে। অপাতত চিকিৎসকদের উপর ভরসা রাখছেন দোলন।

‘বাংলাপক্ষ’-র প্রাদেশিকতাকে একহাত তথাগত রায়ের

কলকাতা, ৪ নভেম্বর, (হি.স.): প্রাদেশিকতায় সুড়সুড়ি দেওয়ার দায়ে ‘বাংলাপক্ষ’-কে একহাত নিলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

শনিবার তিনি এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, “এই গর্গ কিছুদিন আগেই এক বাংলাদেশী কাঠমোল্লার সঙ্গে নির্লজ্জ আদিখ্যেতা করে ছবি তুলেছিল। এই গুষ্টিটা প্রাণপণ চেষ্টা করে পূর্ববাংলায় বাঙালি মুসলমানেরা যে বীভৎস অত্যাচার বাঙালি হিন্দুদের উপর করেছে সেটাকে লুকিয়ে ফেলতে, কারণ তা না হলে তৃণমূলী প্রাদেশিকতায় সুড়সুড়ি দেওয়া যাবে না।” গর্গ অর্থাৎ গর্গ চট্টোপাধ্যায় ‘বাংলাপক্ষ’-র পুরোধা।

সৌমিক সরকার নামে এক নেটনাগরিক এক্স হ্যাণ্ডেলে লিখেছেন, “বিহারিরা ভারতীয় আর তারা আমাদের কোনও দিন ভিটে মাটি থেকে তাড়ায়নি যেটা বাংলাভাষী মুসলমানরা করেছে। বাংলা পক্ষ সত্যিই যদি বাঙালির পক্ষ নিত তাহলে বাঙালি হিন্দুদের উপর হওয়া অবর্ণনীয় অত্যাচারগুলো তুলে ধরতো সেটা ওরা কখনোই করেনা।” এর প্রতিক্রিয়ায় ওপরের মন্তব্য করেছেন তথাগতবাবু।

কংগ্রেস এবার দখল করবে উকাপা স্বশাসিত পরিষদ দাবি, দলের অসম প্রদেশ নেতা বিধায়ক কমালাক্ষের

হাফলং (অসম), ৪ নভেম্বর (হি.স.) : উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের আসন্ন নির্বাচনে কংগ্রেস পরিষদ দখল করতে সক্ষম হবে, দাবি উত্তর করিমগঞ্জের বিধায়ক তথা অসম প্রদেশ কংগ্রেসের কার্য্যনির্বাহী সভাপতি কমালাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

শনিবার হাফলঙের একটি হোটেলে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, সমগ্র দেশ জুড়ে বিজেপির প্রতি সাধারণ মানুষের মোহভঙ্গ হয়েছে। এবার সাধারণ মানুষের দৃষ্টি ভঙ্গির পরিবর্তন হয়েছে। এখন দেশে যেখানেই নির্বাচন হচ্ছে সেখানেই বিজেপি কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে। কিছু কিছু রাজ্যে বিজেপির পরাজয়ও হয়েছে। তিনি কর্ণাটকের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, আগামী কিছুদিনের মধ্যে পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন। ওই পাঁচ রাজ্যে বিজেপি-র অবস্থা শোচনীয় হবে।

কমলাক্ষ বলেন, ২০২৪ সালে দেশে লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে দেশের সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি সবাই দেখতে পাবে। তিনি এদিন বিজেপিকে একহাত নিয়ে বলেন, প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ভরপুর ডিমা হাসাও জেলায় প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস করা হচ্ছে। এর জন্য তিনি বিজেপি নেতাদের একহাত নিয়ে বলেন, রাজ্যের বিজেপি নেতারা অসমের এই পাহাড়ি জেলাকে এটিএম হিসেবে ব্যবহার করছে। পাহাড়ি জেলায় বিজেপি নেতাদের জন্য সিন্ডিকেটরাজ কায়েম রয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করে কংগ্রেস নেতা বলেন, নন্দিতা গার্লোসা হচ্ছেন রাজ্যের বিদ্যুৎমন্ত্রী কিন্তু। বিদ্যুতের মাশুল কেন বৃদ্ধি হচ্ছে মন্ত্রীর উত্তর কী তা আমি জানি না। নন্দিতা গার্লোসাকে একহাত নিয়ে বলেন, তিনি মন্ত্রী হয়েছেন ঠিকই, কিন্তু মন্ত্রী হিসেবে নিজের ভূমিকা ভুলে গেছেন।

তিনি বলেন, বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে কথা বললে ভয় দেখিয়ে দুর্নীতি নিবারণ শাখা, ইডি, সিবিআই লাগিয়ে দেওয়া হয়। আমাকেও ভয় দেখানোর জন্য দুর্নীতি নিবারণ বিভাগকে লেলিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কংগ্রেস নেতারা এতে ভয় করে না। তিনি বলেন, উত্তর কাছাড় পার্বত্য পরিষদের গত নির্বাচনে পরিষদের ২৮টি আসনে একজনের বেশি প্রার্থী ছিল না। তবে এবার পরিষদের ২৮ দুই থেকে তিনজন করে প্রার্থিত্বের দাবিদার রয়েছেন। এই অবস্থায় আসন্ন উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস পরিষদে পুনরায় ক্ষমতায় ফিরবে বলে দাবি করেন কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ।

শনিবার উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রেখে হাফলঙের একটি হোটেলে কংগ্রেসের নির্বাচন কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় দলের প্রদেশ নেতা তথা বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের পৌরোহিত্যে। উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনের প্রতি লক্ষ্য রেখে অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা কমালাক্ষ দে পুরকায়স্থকে অধ্যক্ষ করে একটি নির্বাচন কমিটি গঠন করে দিয়েছেন। এই কমিটিতে অন্যান্যদের মধ্যে রয়েছেন অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অপূর্ব ভট্টাচার্য্য, বিধায়ক শিবামণি বরা, বিধায়ক যাদব স্বর্গিয়ারি, বিধায়ক দিগন্ত বর্মণ, কংগ্রেস নেতা জয়রাম ইংলেং, অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সম্পাদক নির্মল লাংথাসা।আজ নির্বাচন কমিটির প্রথম বৈঠকে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সমরজিৎ হাফলংবার, ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেসের ছয়টি ব্লক কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের আসন্ন নির্বাচনের প্রার্থিত্ব নিয়ে এবং দলীয় বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।বৈঠক শেষে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে অসম প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অপূর্ব ভট্টাচার্য্য বলেন, পার্বত্য পরিষদের নির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে ডিমা হাসাও জেলা কংগ্রেস বুথ কমিটিগুলিকে শক্তিশালী করে গঠন করেছে। তাছাড়া মণ্ডল কমিটিগুলি যথেষ্ঠ উৎসাহ ও উদ্যমের সঙ্গে নির্বাচনের লক্ষ্যে কাজ আরম্ভ করেছে। জেলা কংগ্রেস সভাপতি সমরজিৎ হাফলংবার সঠিক পরিকল্পনা করে সাংগঠনিক কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বলে মন্তব্য করে অপূর্ব ভট্টাচার্য্য বলেন, নির্বাচনের দিন-তারিখ ঘোষণা হলেই কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা পূর্ণোদ্যমে ঝাঁপিয়ে পড়বেন নির্বাচনী ময়দানে।উত্তর কাছাড় পার্বত্য স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচনে সাধারণ মানুষের সমর্থন নিয়ে পূর্ণ শক্তি ও উদ্যমে অবতীর্ণ হবে কংগ্রেস, জানান অপূর্ব ভট্টাচার্য্য। তাঁর অভিযোগ, প্রকৃতির রম্যভূমি ডিমা হাসাও এখন দুর্নীতির ভূঃস্বর্গ হিসেবে পরিণত হয়েছে। পাহাড়ি জেলার মানুষের যতটুকু আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন হওয়ার কথা ছিল তা হয়নি। তাই এবার পার্বত্য পরিষদের নির্বাচনে কংগ্রেস পাহাড়ের মানুষের বিপুল সমর্থন পাবে বলে দাবি করেন অপূর্ব ভট্টাচার্য।

যাদবপুরে ইসি বৈঠক বন্ধ রাখার সরকারি নির্দেশের প্রতিবাদ আবুটা-র

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স.): যাদবপুরে শনিবারের ইসি বৈঠক বন্ধ রাখার সরকারি নির্দেশের প্রতিবাদ জানাল অল বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (আবুটা)।এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে আবুটার (যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থানীয় শাখা) আহ্বায়ক দেবব্রত বেরা জানান, "রাজ্য সরকারের শিক্ষা দফতর একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক বাজেট বিষয়ে আজকের ইসি মিটিং বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এর ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে এক অভূতপূর্ব সংকট তৈরি হল।

বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে ইসি ও কোর্ট-এর বৈঠকে বাজেট পাস করিয়ে রকারের কাছে আর্থিক অনুমোদনের জন্য পাঠাতে হয়। বাজেট পাস না হলে কর্মীদের বেতন-সহ অন্যান্য খাতে আর্থিক অনুদান বন্ধ হয়ে যেতে পারে।আমাদের দাবি সরকার এই অভূতপূর্ব সংকট থেকে বিশ্ববিদ্যালয়কে রক্ষা করার জন্য অবিলম্বে উপযুক্ত পদক্ষেপ নিক।"প্রসঙ্গত, শনিবার বিকেল ৫টায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম কার্য্যকরী সমিতির ৩৬তম বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। অনলাইন মাধ্যমে। এই বিষয়টি উল্লেখ করে রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দফতর চিঠিতে জানিয়েছে, "যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে স্থায়ী উপাচার্য্য নেই। বুদ্ধদেব সাউ উপাচার্য্যের দায়িত্ব পালন করছেন।" তারা আরও জানিয়েছে, এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের সম্মতি ছাড়া সেখানে ইসির বৈঠকের আয়োজন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় আইন (২০১৯)-এর ৩(৫) ধারা লঙ্ঘন করছে। উচ্চ শিক্ষা দফতর এই বিষয়ে কোনও সম্মতি দেয়নি বলেও জানানো হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

প্রধানমন্ত্রীর

● প্রথম পাতার পর

ইশতেহারের কথা উল্লেখ করে মোদী বলেন, ছত্তিশগড় নির্বাচনী ইশতেহারে নারী, যুবক ও কৃষকদের সবচেয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। বিজেপির ট্র্যাক রেকর্ড হল আমরা যা বলি তাই করি। তিনি বলেন, ছত্তিশগড় বিজেপি তৈরি করেছে এবং আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে কেবল বিজেপিই ছত্তিশগড়ের উন্নতি করবে, তবে বিজেপির সংকল্প পত্রের সামনে কংগ্রেসের মিথ্যার পাহাড়ও রয়েছে। কংগ্রেসের অগ্রাধিকার হল তার নেতাদের পছন্দের লোকদের চাকরি বন্টন করা এবং আপনার সন্তানদের চাকরি থেকে বাদ দেওয়া। পিএসসি কেলেঙ্কারিতে কংগ্রেস এটাই করেছিল।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

রয়েছে। তাছাড়াও ২০২৪ সালের মার্চ মাসের মধ্যে এই সড়কে ডিভাইডার বসানো ও জলাই মাসের মধ্যে আরসিসি বিজ নির্মাণের কাজ সম্পর্ণ করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে।

পর্যালোচনা সভায় আগরতলা মার্টসিটি লিমিটেডের সিইও ডা. যাদব আরও জানান, আমতলী বাইপাস সংলগ এলাকায় ৪.১৮ একর জমিতে ইউনিটি মল নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগরতলা মার্টসিটি লিমিটেড এই মলটি নির্মাণের দায়িত্বে থাকবে। ইতিমধ্যেই শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তর থেকে প্রশাসনিক অনুমোদন পাওয়া গেছে। জিত বিশিষ্ট ইউনিটি মল নির্মানের কাজ ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে শুরু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দু'বছরের মধ্যে মলটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

আগরতলার গুর্খাবস্তিস্থিত বহুতল বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন নির্মাণের বর্তমান অবস্থা নিয়ে পূর্ত দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার (আর এণ্ড বি) রাজীব দেববর্মা জানান, গ্রীণ বিল্ডিং নিয়ম মেনে এই বহুতল ভবনটি নির্মাণ করা হবে। পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী পূর্ত দপ্তরের বিভিন্ন কাজের পর্যালোচনা করেন। সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পূর্ত দপ্তরের কাজে ই-টেণ্ডারিং হওয়া সত্বেও অনেক সময় টেণ্ডার রফা নিয়ে বিভিন্ন সমস্যা দেখা যায়। অনাকাঙ্ক্ষিত এসব বিষয় কোনোভাবেই কাম্য নয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার আইন বিরুদ্ধ কার্যকলাপের বিরুদ্ধে আপোসহীন নীতি গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে কোন প্রকার বেআইনি কার্যকলাপ দেখা দিলে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। সভায় মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ড. প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, পূর্ত দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ড. বিশাল কুমার, মুখ্যমন্ত্রীর ওএসডি পরমানন্দ সরকার ব্যানার্জী সহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

হাত ধরে ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এতে করে ছোট্ট ছোট্ট দুইটি শিশু অসহায় হয়েপরে। মাকে কাছে না পেয়ে ছোট্ট শিশু দুইটি কান্নায় ভেঙ্গে পরে। গৃহবধূ নিখোঁজ হবার বিষয়ে থানায় লিখিতভাবে জানানো হয়েছে। অবশেষে ছোট্ট শিশুদের মুখের দিকে তাকিয়ে শিশুদের মাকে ফিরে পেতে পরিবারের লোকজন সংবাদমাধ্যমের দারস্ত হন। প্রসাশন যেন ছোট্ট শিশুদের মাকে ফিরিয়েদিতে সাহায্যের হাত বারিয়েদেয় তারই আবেদন করলো পরিবারের লোকজন।

শোক

● প্রথম পাতার পর

বাজার থানায় খবর আসে ভগৎসিং কর্নার এলাকায় এক যুবকের মৃতদেহ দেখতে পাওয়া গিয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে গিয়েছে দমকল বাহিনীর কর্মী ও শান্তির বাজার থানার পুলিশ। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায় ওই এলাকার বাসিন্দা মানিক দাসের ছেলে অলক দাস (২৬) নিজ বাসভবনে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। দমকলকর্মীরা ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর সঠিক কারন জানতে তদন্তে নেমেছে পুলিশ।

অলক দাসের অস্বাভাবিক মৃত্যুতে সমগ্র এলাকা জুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের লোকজনদের হাতে তুলে দেওয়াহয়। ময়না তদন্তের রিপোর্টে উঠে আসবে মৃত্যুর আসল রহস্য।

বাংলাদেশের সংসদ নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি জানাতে বৃহস্পতিবার বঙ্গভবনে যাচ্ছে ইসি

কিশোর সরকার

ঢাকা ৪ নভেম্বর (হি.স): বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে জানাতে আগামী ৯ নভেম্বর বৃহস্পতিবার রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন আহমেদের সঙ্গে সাক্ষাতে যাচ্ছে কাজী হাবিবুল আউয়াল নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন (ইসি)। সাধারণত ভোটের তফসিল ঘোষণার আগে আগে এই সাক্ষাতের প্রথা রয়েছে। জাতীয় নির্বাচনের আগে আগে এই সাক্ষাৎটি বেশ গুরুত্ব বহন করে।গত সপ্তাহে বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে চলতি সপ্তাহেই বঙ্গভবনে যাওয়ার কথা জানানো হয়েছিল। তবে সুনির্দিষ্ট তারিখ বলা হয়নি।শনিবার ৪ নভেম্বর নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের আলোচনা শুরু হয়। প্রধান নির্বাচন কমিশনার-সিইসির একান্ত সচিব রিয়াজউদ্দীন বলেন, "নির্বাচনকালীন ৯০ দিনের ক্ষণ গণনা শুরুর পর রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সময় চেয়েছিল ইসি। ৯ নভেম্বর দুপুরে সাক্ষাতের সময় দেওয়া হয়েছে।"বাংলাদেশে ২০১৮ সালের ৩০ ডিসেম্বরের জাতীয় নির্বাচনের পর সংসদের প্রথম অধিবেশন বসে ৩০ জানুয়ারি। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর বিধান অনুযায়ী এর আগে ৯০ দিনের মধ্যে ভোট হতে হবে। সেই হিসাবে গত ১ নভেম্বর নির্বাচনের ক্ষণ গণনা শুরু হয়ে গেছে। ২৯ জানুয়ারির মধ্যে নির্বাচন আয়োজনের বাধ্যবাধকতা আছে।

নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে একাধিকবার জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ভোট আয়োজনে আগ্রহের কথা জানানো হয়েছে। পরে জানানো হয়, ভোট হতে পারে ডিসেম্বরের শেষেও। চূড়ান্ত তারিখ জানা যাবে তফসিল ঘোষণার পর।

প্রস্তুতির সার্বিক তুলে ধরার পর সুবিধাজনক দিনে তফসিল নিয়ে কমিশন সভায় বসে ভোটের দিণক্ষণ চূড়ান্ত করে থাকে নির্বাচন কমিশন। চলতি মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তফসিল ঘোষণা হতে পারে বলেও আভাস মিলেছে ইসির পক্ষ থেকে।

পশ্চিম মেদিনীপুরে বালকের বস্তাবন্দি মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

পশ্চিম মেদিনীপুর, ৪ নভেম্বর, (হি.স.): ব্যাগে মোড়ানো অবস্থায় ধান জমি থেকে উদ্ধার হল এক বালকের মৃতদেহ উদ্ধার। শনিবার দুপুরে চাঞ্চল্যকর এই ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড় থানার খুড়শী গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ পলাশী এলাকায়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দশগ্রাম-পোক্তাপোল রাজ্য সড়কের নারায়ণগড় থানার খুড়শি গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ পলাশি এলাকায় ধান জমিতে কাজ করছিলেন কয়েকজন। সেই সময় হঠাৎই ব্যাগে মোড়ানো অবস্থায় কিছু দেখতে পান তাঁরা। ব্যাগটি খুলে তাঁরা দেখতে পান, ১২ বছর বয়সী একটি বালকের মৃতদেহ। ঘটনার খবর এলাকায় চাউর হতে ঘটনাস্থলে ভিড় জমায় স্থানীয় মানুষজন। এলাকা জুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয়দের প্রাথমিক অনুমান, রাতে কেউ খুন করে বালকটির মৃতদেহ ব্যাগে ভরে রাস্তার ধারে জমিতে ফেলে দিয়ে গিয়েছেন। এই ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত হয় নারায়ণগড় থানার ওসি-সহ পুলিশ অধিকারিকরা। ব্যাগে মোড়া অবস্থায় ওই বালকের মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত নাম ও পরিচয় জানা যায়নি। তার বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর থানার লক্ষ্মীবাজার এলাকায় বলে পুলিশ জানতে পেরেছে। তার পরিবারে খবর পাঠানো হয়েছে। শোকে ভেঙে পড়েছেন পরিবারের সদস্যরা। বালককে কি খুন করা হয়েছে নাকি এর পিছনে রয়েছে অন্য কোনও রহস্য, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে নারায়ণগড় থানার পুলিশ। ঘটনার জেরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য।

তাপস বিশ্বাসের বাড়িতে হানা ইডি-র

উত্তর ২৪ পরগনা, ৪ নভেম্বর, (হি.স.): রেশন দুর্নীতি মামলায় আবারও সক্রিয় ইডি। শনিবার নানা জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালালেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকেরা। এ বার উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহের রহড়াতেও হানা দিলেন তাঁরা। ইডি সূত্রে খবর, রহড়ার বাসিন্দা তাপস বিশ্বাসের বাড়িতে অভিযান চালানো হয়েছে।শনিবার সকালে উত্তর ২৪ পরগনার নানা প্রান্তে অভিযান চালিয়েছে ইডি। সকালে কালুপুরের রাধাকৃষ্ণ আটাকল এবং রাধাকৃষ্ণ চালকলে যান তদন্তকারীরা। জানা যাচ্ছে, সংশ্লিষ্ট চালকল এবং আটাকলের মালিক মন্টু সাহা এবং কালীদাস সাহা। তাঁদের বাড়িতেও গিয়েছে ইডি।এই মামলায় ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছেন জ্যোতিপ্রিয় (রাজ্য-রাজনীতিতে যিনি বালু বলেই বেশি পরিচিত)। ইডির একটি সূত্রের দাবি, তাপস বালুর 'ঘনিষ্ঠ' বলেই পরিচিত। শনিবার বিকেলে তাঁর বাড়িতে যান তদন্তকারীরা। পরিবার সূত্রেও খবর, বাড়ির আলমারি নানা ফাইল বার করে দেখছেন ইডি আধিকারিকেরা। খতিয়ে দেখা হচ্ছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের তথ্যও।বনগাঁ ছাড়াও উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত এবং নদিয়ার রানাঘাটেও ইডির পৃথক দল গিয়েছে বলে কেন্দ্রীয় সংস্থা সূত্রে খবর। কী ভাবে রেশনের আটা বিভিন্ন ডিলারের মাধ্যমে খোলা বাজারে চলে যেত, এ নিয়ে তথ্য পেতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

ইডেনের ম্যাচ দেখাতে রাজভবনে বসছে জায়ান্ট স্ক্রিন

কলকাতা, ৪ নভেম্বর, (হি.স.): শহরজুড়ে বিশ্বকাপ 'জ্বর'। রবিবার ইডেনে ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ। টিকিট নিয়ে চরম বিতর্ক দানা বেঁধেছে। টিকিট অমিলে উঠেছে কালোবাজারির অভিযোগ। এরইমধ্যে ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য বড় উদ্যোগ নিল রাজভবন।রাজভবনের লনে স্ক্রিনের মাধ্যমে ৫০০ জনের জন্য ম্যাচ দেখার ব্যবস্থা করছে তারা। খোলা হচ্ছে 'জনতা স্টেডিয়াম'। দুপুর ১২ টা থেকে ২টো পর্যন্ত সাধারণ মানুষের জন্য রাজভবনের গেট খোলা হবে। 'প্রথমে এলে প্রথমে সুযোগ'-এর হিসাবে অর্থাৎ যিনি আগে আসবেন তিনি এই সুযোগ পাবেন। তার জন্য আগে থেকে ক্রিকেটপ্রমীদের অনলাইনে আবেদনও করতে হবে। প্রথমবার রাজভবনের তরফে এরকম উদ্যোগ।কালোবাজারির অভিযোগে ২১ জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। উদ্ধার হয়েছে ১২৭টি টিকিট। এ নিয়ে রাজনীতির আকচাআকচিও তুঙ্গে। তবে রাজভবনের বিশেষ উদ্যোগের প্রশংসা অনেকেরই মুখে। রাজভবনের তরফে ইমেল আইডি দেওয়া হয়েছে। সেখানেই প্রবেশের জন্য আবেদন করতে হবে। সঙ্গে দিতে হবে আধার কার্ডের ছবি।

ছত্তিশগড়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে বিজেপি নেতাকে খুন করল নকশালরা

নারায়নপুর, ৪ নভেম্বর (হি. স.) আগামী মঙ্গলবার ছত্তিশগড়ে প্রথম দফায় বিধানসভা নির্বাচন।তার ঠিক তিন দিন আগে শনিবার খুন হলেন স্থানীয় বিজেপি নেতা রতন দুবে। শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৫টার দিকে নকশালরা নারায়ণপুর জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি ও জেলা পঞ্চায়েত সদস্য রতন দুবেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করে।শনিবার দুপুরে ছত্তিশগড়ের নারায়নপুর জেলার কৌশলনর এলাকায় দলের হয়ে প্রচার করছিলেন স্থানীয় বিজেপি নেতা রতন দুবে। সেই সময় কিছু অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তি তাঁকে খুন করে।রতন দুবে ছিলেন স্থানীয় বিজেপির জেলা সহ-সভাপতি এবং জেলা পঞ্চায়েতের সদস্য।ছত্তিশগড়ের বস্তার রেঞ্জের আইজি সুন্দররাজ পিকে বলেন, ঘটনার খবর পেয়ে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী পাঠানো হয়েছে। মরদেহ জেলা সদর নারায়ণপুরে আনা হয়েছে।এলাকায় টহল দিচ্ছে পুলিশের একটি বড় দল। আশপাশের এলাকায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে। খুনের নেপথ্য কে বা কারা যুক্ত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন বিজেপির রাজ্য ইনচার্জ ওম মাথুর। তিনি বলেছেন, প্রচারের সময় নকশালদের দ্বারা বিজেপির নারায়ণপুর বিধানসভার আহ্বায়ক এবং জেলা সহ-সভাপতি রতন দুবে জিকে নৃশংসভাবে হত্যা করায় আমি গভীরভাবে শোকাহত। গোটা দল এই কাপুরুষোচিত ঘটনার নিন্দা জানায়।

শিক্ষা সম্মেলনে ব্রাত্য আচার্য্য-নিয়োজিত উপাচার্যরা

কলকাতা, ৪ নভেম্বর (হি.স.): আগামী ২১ এবং ২২ নভেম্বর বসছে সপ্তম বিশ্ববঙ্গ বাণিজ্য সম্মেলনের আসর। তার আগে একটি বণিকসভার সহায়তায় একটি শিক্ষা সম্মেলনের আয়োজন করেছিল শিক্ষা দফতর। এই বৈঠকে আচার্য-নিয়োজিত উপাচার্য্যদেরা ডাকা হয়নি। এর কারণ জানতে চাইলে তোপ ডাকেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী।বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল দেশ-বিদেশের একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে। শিক্ষা দফতরের তরফে এই সম্মেলনের নাম দেওয়া হয়েছিল 'এডুকেশন সিম্পোসিয়াম'। সম্মেলনে কৃত্রিম মেধা ছাড়াও উদ্ভাবনী নানা ক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা হয়। পড়ুয়া আদানপ্রদানের বিষয়েও আলোচনা চলে। অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি ছাড়াও একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সমঝোতাপত্র (মউ) স্বাক্ষর করে শিক্ষা দফতর।উপাচার্য্যদের আমন্ত্রণ না-জানানো নিয়ে শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুকে প্রশ্ন করা হয়। তিনি বলেন, "ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট জানিয়ে দিয়েছে, অন্তর্বর্তী উপাচার্য্যদের আচার্য্য তথা রাজ্যপাল যে ভাবে নিয়োগ করেছেন, সেটা বেআইনি।" এই প্রসঙ্গে ব্রাত্যের সংযোজন, "যাঁরা আমাদের বৈধ প্রতিনিধি আছেন, আমরা তো তাঁদেরই ডাকব। আমার মনে হয় না অনুপ্রবেশকারীদের ডাকার কোনও প্রয়োজন রয়েছে বলে।"রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অস্থায়ী উপাচার্য্য নিয়োগ নিয়ে আচার্য্য সিভি আনন্দ বোসের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল রাজ্য। উপাচার্য্য নিয়োগ নিয়ে রাজ্য সরকার এবং বোসের মধ্যে সংঘাতের ফলে রাজ্যের ৩১টি বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনও কোনও স্থায়ী উপাচার্য্য নেই।

গত ২১ অগস্ট সুপ্রিম কোর্ট স্থায়ী উপাচার্য্য নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। এর পর গত ১৫ সেপ্টেম্বরের শুনানিতে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিজেই সার্চ কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল শীর্ষ আদালত।

বক্সিরহাটে স্ত্রীকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগে আটক স্বামী

বক্সিরহাট, ৪ নভেম্বর (হি.স.) : কোচবিহারের তুফানগঞ্জ-২ এর মহিষকুচি-১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পলিকা এলাকায় স্ত্রীকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপানোর অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। শনিবার ঘটনাটি ঘটে। জানা গেছে, জখম ওই মহিলার নাম অঞ্জলি বর্মন (৩৪)। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে ধারাল অস্ত্র সহ অভিযুক্তকে আটক করে বক্সিরহাট থানার পুলিশ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পারিবারিক বিষয় নিয়ে স্বামী অখিল বর্মনের সঙ্গে অশান্তি হত অঞ্জলিদেবীর। জমিতে ধান কাটার উদ্দেশ্যে গতকাল বাজার থেকে নতুন দা কিনে নিয়ে আসেন অখিলবাবু। তবে অন্যদিনের মতো এদিনও দু'জনের মধ্যে তুমুল অশান্তি শুরু হয়। ঘটনার জেরে ঘরে থাকা দা দিয়ে অঞ্জলিদেবীর মাথায় ও হাতে এলোপাথাড়ি কোপ দেওয়ার অভিযোগ ওঠে অখিলবাবুর বিরুদ্ধে। জখম অবস্থায় অঞ্জলিদেবী চিৎকার শুরু করলে সেখানে ছুটে আসেন আশেপাশের লোকজন। পরে স্থানীয়রা রক্তাক্ত অবস্থায় অঞ্জলিদেবীকে উদ্ধার করে বক্সিরহাট ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান। তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় পরবর্তীতে কোচবিহারের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। এদিন খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বক্সিরহাট থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধারাল অস্ত্র উদ্ধারের পাশাপাশি অভিযুক্তকে আটক করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে।

মেসির ব্যালন ডি'অর উদযাপন

ফ্লোরিডা, ৪ নভেম্বর(হি.স.): লিওনেল মেসির অষ্টম ব্যালন ডি'''অর জয় উদযাপন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইন্টার মায়ামি। এ উপলক্ষে ১০ নভেম্বর ডিআরভি পিএনকে স্টেডিয়ামে নিউ ইয়র্ক সিটির বিপক্ষে একটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলবে মেজর সকার লিগের (এমএলএস) দলটি।

ম্যাচের আগে ব্যালন ডি'অর ট্রফি দর্শকদের সামনে প্রদর্শন করবেন মেসি। সেখানে প্রাক্তন বার্সেলোনা ফরোয়ার্ডের পাশাপাশি এমএলএসের কমিশনার ডন গারবার ও ইন্টার মায়ামির সত্বাধিকারীদের একজন হোর্হে মাস বক্তব্যও রাখবেন। এর বাইরেও থাকবে নানা আয়োজন।

কোচিতে নৌসেনার কপ্টার ভেঙে নিহত ১

কোচি, ৪ নভেম্বর (হি. স.) ফের দুর্ঘটনার কবলে চেতক হেলিকপ্টার। শনিবার কোচিতে নৌসেনার কপ্টার ভেঙে মৃত্যু হল একজন গ্রাউন্ড ক্রুর। কেরলের কোচিতে নৌসেনার এয়ার স্টেশনের রানওয়েতেই ভেঙে পড়ে চেতক হেলিকপ্টার। রুটিন ট্রেনিং ড্রিল চলাকালীন এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা গিয়েছে। দুর্ঘটনায় একজন গ্রাউন্ড ক্রুর মৃত্যু হয়েছে। নৌসেনার তরফে জানানো হয়েছে, গ্রাউন্ড মেইন্টেন্যান্সের কাজ চলার সময়ে হেলিকপ্টারটি ভেঙে পড়ে। একজনের মৃতু হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ জানতে গঠন করা হয়েছে তদন্তকারী বোর্ড।

তুফানগঞ্জে বাঁশঝাড় থেকে উদ্ধার তাজা বোমা

বক্সিরহাট, ৪ নভেম্বর (হি. স.) : কোচবিহারের তুফানগঞ্জে বাঁশঝাড় থেকে উদ্ধার দু'টি তাজা বোমা। ঘটনাকে ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে তুফানগঞ্জ-২ নম্বর ব্লকের মহিষকুচি-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের টাকোয়ামারি এলাকায়।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার এলাকার একটি বাঁশঝাড়ে প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ থেকে বোমা দু'টি উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় বক্সিরহাট থানার পুলিশ। আসে দমকলের একটি ইঞ্জিনও। খবর দেওয়া হয় সিআইডি বম্ব স্কোয়াডকে। বোমা দু'টি কোথা থেকে এল, কারাই বা তা রেখে গেল, তা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।এসডিপিও জ্যাম ইয়ং জিম্বা জানান, সিআইডির বম্ব স্কোয়াডকে খবর দেওয়া হয়েছে। তারাই বোমা দু'টি নিষ্ক্রিয় করবে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে।

াঙ্গন

WANTED

A REPUTED RUBBER TRADING COMPANY OF KERALA WANTED A MALE GODOWN MANAGER FOR THEIR NEWLY OPENING AGARTALA (TRIPURA) COLLECTION CENTRE. THE CANDIDATE PREFERABLY AN EX- SERVICE PERSONAL BETWEEN THE AGE OF 40 TO 50 YEARS. TWO WHEELER LICENCE AND MINIMUM KNOWLEDGE IN COMPUTER OPERATION REQUIRED. ELIGIBLE CANDIDATES PLEASE SEND THEIR CV ON THE FOLLOWING EMAIL.

WHATS APP :- 7902915330

EMAIL :- agrodivision1@gmail.com

APPCO

AGRI PRODUCT PROCESSING COMPANY

14/451, THAZHATHEDATHU, PATHANDU, KANGAZHA, KOTTAYAM - 686541

মেট্রিক্সের রেটিং দাবা জমজমাট শীর্ষে ভিনরাজ্যের তিন দাবাড়ু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। জমে উঠলো মেট্রিক্স চেস আকাদেমি আয়োজিত আন্তর্জাতিক রেটিং দাবা প্রতিযোগিতা। তৃতীয় বর্ষ ‘অপর্ণা দত্ত’ স্মৃতি ওই আসরের সপ্তম রাউন্ডের শেষে শীর্ষে রয়েছেন ৩ জন দাবাড়ু। ৬ পয়েন্ট নিয়ে। শনিবার সকালে শীর্ষে থাকা দাবাড়ু অজয় কুমার রাই কে পরাজিত করে আসর জমিয়ে দিয়েছিলেন মনিপুরের ডংমাই বসকো। এন এস আর সি সি-র যোগা হলঘরে অনুষ্ঠিত আসরের ষষ্ঠ এবং সপ্তম রাউন্ডের খেলা শেষ হয় এদিন। ৩ দাবাড়ু শীর্ষে থাকায় শেষ ৩ রাউন্ডে আসরের আকর্ষন আরও বেড়ে গেলো। মনোরঞ্জন ট্রাস্টের সহযোগিতায় এবারের আসরে বাংলাদেশ সহ দেশের ১০ রাজ্যের দাবাড়ু-রা অংশ নিয়েছেন: পশ্চিম বাংলা, অসম, কর্ণাটক, বিহার, মনিপুর, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাড়ু এবং রাজস্থান। যা ত্রিপুরার দাবার ইতিহাসে নজীর বিহীন ঘটনা। আসরে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে রয়েছেন পশ্চিম বাংলার ঐশিক মন্ডল, মনিপুরের ডংমাই বসকো এবং অসমের সোরম রাহুল সিং। সাড়ে ৫ পয়েন্ট পেয়ে ওই তিনজনের ঘাড়ে নিশ্বাস ফেলছেন বিহারের কুমার গৌরব, অসমের ইফতিকার আলম মজুমদার, ডি এ এস সি বি-র প্রদীপ তেওয়ারি, পশ্চিম বাংলার সৌরদীপ দেব, অখিল পাত্র, বিহারের কিষান কুমার এবং ত্রিপুরার দেবাংকুর ব্যানার্জি। ডব্লিও সি এম ত্রিপুরার বিস্ময় বালিকা আর্শিয়া দাস ৫ পয়েন্ট নিয়ে লড়াইয়ে রয়েছে। ত্রিপুরার দাবাড়ুদের মধ্যে অগ্রজিৎ পাল, সোমরাজ সাহা, রমেশ কলই, অনুরাগ ভট্টাচার্য, শাক্য সিনহা মোদক, পৃথ্বিরাজ সাহা, রাহুল রায় এবং সমৃদ্ধি ঘোষ দুরন্ত লড়াই করে চলছে। রবিবার আসরের অষ্টম এবং নবম রাউন্ডের খেলা হবে। আসর পরিচালনা করছেন আন্তর্জাতিক আরবিটর অনুপম ভট্টাচার্য।

NOTICE INVITING TENDER (NIT)

PNIT No. : 27 /EE-V/AGT/PWD(R&B)/23-24 Dated 3rd Nov 2023

The Executive Engineer, Agartala Division No.V, PWD(R&B), Agartala, West Tripura on behalf of the ‘Governor of Tripura’, invites online percentage rate e-tender for the following work:

1. Name of Work : Maintenance of Bypass to Debtilla road, Kanchanpally road, Roy colony road and ONGC (Pranavananda school adjacent) to Railway station Gate entrance road | SH:Patch, WBM,Patch soling, Patch carpeting, Grouting,RCC drain etc. during the year 2023-2024. :

Estimated Cost: Rs. 24,25,839.30 , Bid Fee: Rs. 1,000.00

Last date & time for online Bidding: 234 Nov , 2023 upto 3:00 PM

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in .

Er.M.Kapali
jAgartala Division No. V,
PWD(R&8),
Agartala, West Tripura.

ICA/C-2999/23

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 22/EE-JRN/PWD/2023-24 Dated: 01-11-2023

The Executive Engineer, Jirania Division, PWD(R&B) Jirania invites percentage rate e-tenders online for the works below:-

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	TENDER FEE	LAST DATE AND TIME FOR DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING	TIME AND DATE OF OPENING OF BID	DOCUMENT DOWNLOADING AND BIDDING AT APPLICATION	CLASS OF BIDDER
1	Maintenance of the roads under Mandwi Sub-Division during the year 2023-24/ SH:- Earth cutting, Earth filling, Missing soling, wire crates, construction of surface drain etc. (Group- G) DNIe-T No: 48/R/DNIe/T/EE-JRN/PWD(R&B)/2023-24	Rs.13,56,789.10	Rs. 27,136.00	180(One hundred eighty) Days	Rs. 1000.00	Upto15.00 Hrs on 20-11-2023	At 15.30 Hrs on 20-11-2023	https://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class
2	Maintenancer of road from Farm Chowmuhani to Shantinagar (18 card) under Belbari Block under Khumulwng Sub-Division PWD(R&B) during the year 2023-2024, SH: Patch Grouting, Patch WBM, Patch carpeting recarpeting, seal coat,unlined surface drain and allied works"(Toal Length+ 3.50 km and to be repaired 1.50km). DNIe-T No: 49/R/DNIe/T/EE-JRN/PWD(R&B)/2023-24	Rs.24,23,251.18	Rs.48,465.00	180(One hundred eighty) Days	Rs. 1000.00				

Bid document can be seen in the website https://tripuratenders.gov.in. W.e.f 01-11-2023 to 20-11-2023 and last date of downloading and submission of bid is 20-11-2023 upto 3.00 pm.

Submission of Tenders physically is not permitted.

For and on behalf of the Governor of Tripura
Executive Engineer
Jirania Division, PWD(R&B)
Jirania, West Tripura

ICA/C-3005/23

ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী নামাঙ্কিত দুটি প্রকল্প চালু

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। রাজ্য ক্রীড়ার মান উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে দুটি বিশেষ প্রকল্প চালু করতে যাচ্ছে রাজ্য সরকার। এক, মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া উন্নয়ন প্রকল্প। দুই, মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচি। দুটি প্রকল্পকেই বাস্তব রূপ দেবার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় গঠন মূলক কর্মসূচিও শুরু হয়েছে। গত দুই নভেম্বর, বৃহস্পতিবার, সরকারিভাবে সচিব ড় প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী স্বাক্ষরিত দুটি পৃথক পৃথক নোটিফিকেশন শিক্ষা (যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া) দপ্তর থেকে জারি হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ক্রীড়া উন্নয়ন প্রকল্পে রাজ্য ক্রীড়া জগতে ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে ক্রীড়ার বিশেষ উন্নতি সাধনে প্রয়াস নেওয়া হবে। জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্রীড়ায় রাজ্যের নাম উজ্জ্বল হওয়ার প্রত্যাশা থাকবে। অপর প্রকল্প মুখ্যমন্ত্রী রাজ্য প্রতিভা অন্বেষণ কর্মসূচির লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হলো রাজ্যের প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করে, আরও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করা। দুটি প্রকল্পকে কার্যকরী রূপ দিতে বিশেষ করে পরিচালনা করতে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রীকে চেয়ারপারসন, সচিবকে ভাইস চেয়ারপারসন, যুগ্ম অধিকর্তা, উপ-অধিকর্তা, ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের সচিব, ত্রিপুরা স্কুল স্পোর্টস বোর্ডের সচিব, একজন মহিলা ও একজন পুরুষ বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব কে সদস্য এবং দপ্তরের অধিকর্তাকে মেম্বার সেক্রেটারি করে একটি জেনারেল বডি তৈরি করা হয়েছে। এই জেনারেল বডি প্রতি একমাসের মধ্যে একবার হলেও বৈঠকে বসবেন। পাশাপাশি ক্রীড়া মন্ত্রী ব্যতিরেকে জেনারেল বডির অবশিষ্ট প্রত্যেককে নিয়ে আরও একটি রিকমেন্ডেশন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটিও প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বৈঠকে বসবে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে। আখেরে প্রত্যেকেই চাইবে রাজ্য ক্রীড়ার মানোন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার সদর্থক ভূমিকা নেবে এবং তা বাস্তবায়িত হবে।

অনূর্ধ-১৯ মহিলা টি-২০ : ১ম জয়ের লক্ষ্যে ত্রিপুরা - অরুনাচল মুখোমুখি আজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রতিপক্ষ অরুনাচল প্রদেশের মুখোমুখি হবে ত্রিপুরা আগামীকাল। অনূর্ধ-১৯ বালিকাদের টি-২০ ক্রিকেটে। রাঁচির ঝাড়খন্ড ক্রিকেট আকাদেমি মাঠে হবে ম্যাচটি। দুদলই একই জায়গায় রয়েছে। দুই ম্যাচ খেলে দুটিতেই পরাজিত হয়েছে দুদল। ফলে কোনও দলকেই এগিয়ে রাখা যাচ্ছে না। তারপরও সামান্য কিছুটা হলেও এগিয়ে থেকেই মাঠে নামবে ত্রিপুরা মনে করছেন টিম ম্যানেজমেন্ট। আজ, শনিবার বিশ্রাম দেওয়া হয় ত্রিপুরার ক্রিকেটারদের। একঝাঁক নতুন মুখ নিয়ে এবছর ত্রিপুরার দল গড়া। ফলে ক্রিকেটারদের সময় দিতে হবে সাফল্য পেতে মনে করছেন টিম ম্যানেমেন্ট। এখন শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা অর্জন করা। ত্রিপুরার কোচ শ্রাবণী দেবনাথ মনে করছেন,’খুব ধীর গতিতে হলেও মেয়েরা উন্নতি করে চলছে। যার সুফল আগামীদিনে পাওয়া যাবেই’। অরুনাচল ম্যাচ নিয়ে ত্রিপুরার কোচ মনে করেন, ’দুদলেই নতুন মুখ বেশী। ফলে যে দলের ক্রিকেটাররা ২২ গজে নিজেদের মেলে ধরতে পারবে সেই দলই জয় পাবে। আশাকরি মেয়েরা অরুনাচল প্রদেশের বিরুদ্ধে হতাশ করবে না। সাফল্য পেয়েই মাঠ ছাড়বে’। প্রসঙ্গত: আসরের প্রথম দুটি ম্যাচে শক্তিশালী হায়দরাবাদ এবং তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলো ত্রিপুরা।

PNIT NO: e-PT- XXXIV/EE/RD/ABS/2023-24 DATED-02/11/2023

On behalf of the ‘Governor of Tripura’ the Executive Engineer, R.D Ambassa Division, Ambassa, Dhalai District, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M. on 15/11/2023 for 05(Five) nos. Electrification work at different site under RD Ambassa Division. For details visit website https: //tripuratenders.gov.in and contact at M-08732042622 (during office hours only). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

[Er.B. Sutradhar]
Executive Engineer
R.D. Ambassa Division

ICA/C-2993/23

স্টেট অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রূপকের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। প্রতারণা মামলায় স্বঘোষিত স্পোর্টস অর্গানাইজার রূপক দেবরায়ের আগাম জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে পশ্চিম জেলার অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা আদালত। শনিবার অভিযুক্তের পক্ষে মাননীয় আদালতে আগাম জামিনের উপর শুনানি হয়। সরকার পক্ষে মামলায় প্রতিনিধিত্ব করেন পশ্চিম জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর বিশ্বজিৎ দেব ও এডিশনাল পাবলিক প্রসিকিউটর বিদ্যুৎ সূত্রধর।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা কাবাডি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রুপক দেব রায় সম্প্রতি রাজ্যের একটি কাবাডি টিম নিয়ে তামিলনাড়ুতে যায়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ, রাজ্যের প্রকৃত খেলোয়াড়দের বঞ্চিত করে বহি:রাজ্যের খেলোয়ারদের সে রাজ্য দলে অন্তর্ভুক্ত করতো। এজন্য বহি:রাজ্যের খেলোয়াড়দের কাছ থেকে অর্থ আত্মসাৎ করতো নিয়মিত। তামিলনাড়ুতে টিম নিয়ে গিয়ে রূপক দেবরায় রাজ্যের এক জনজাতি খেলোয়ার সাগর দেববর্মাকে (১৬) চেন্নাই রেল স্টেশনে ফেলে চলে আসে। তখন উক্ত সাগর দেববর্মা মোবাইলে রূপক দেব রায় কে ফোন করলেও সে ফোন ধরেনি। উপায় না পেয়ে সে রাজ্য দলের টিম ম্যানেজার অর্পণ চাকমা কে ফোনে ঘটনা জানায়। টাকা-পয়সা না থাকায় সে রাজ্য ফিরতে পারছিল না। অর্পণ চাকমা তখন এই বিষয়ে রূপক দেবরায়কে ফোন করলে উক্তরূপক দেবরায় জানায় যে ‘সাগরকে মরতে দাও’। তারপর রূপকের বিরুদ্ধে আগরতলা পূর্ব থানায় এফআইআর দায়ের করা হলে পুলিশ জামিন অযোগ্য ধারায় ৪২০/ ৫০৬/ ৪০৯/ ৪৬৮/ ৪৭১ আইপিসি মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করে। এ অবস্থায় আজ, শনিবার রূপক দেবরায়ের পক্ষে মাননীয় আদালতে আগাম জামিনের আবেদনের উপর শুনানি হলে মাননীয় আদালত জামিনের আবেদন খারিজ করে দেয়। পাবলিক প্রসিকিউটর বিশ্বজিৎ দেব এ বিষয়ে লিখিতভাবে বিস্তারিত জানান।

Notice Inviting Quotation

For procurement of the following Musical Instrument for dropping of the tender is given below:

Sl No	Name of the items		Brand	Quantity
1	JBL SRX 725 TOP		JBL	1 No
2	JBL SRX 718 BASS		JBL	1 No
3	5 KVA Stavilizer		V- Guard/ Microtek	1 No
4	Mike Set	DJA5000Amplifare (125wt)	Studio Master	1 No
		LA Monitor	LA	1 No
		Studio Master 16 Ch Mixture	Studio Master	1 No
		Stanger PBT 1000 Amplifare for Monitor	Stanger	1 No

The necessary documents for draping the tender box will be received from w.e.f 31.10.203 to 10.11.2023 (From 11:00 AM to 4:00 PM) in all working days. The same will be opened on 14.11.2023 at about 12:30PM in the **Chamber of BDO Killa RD Block, Gomati District.**

Format for submission of Quotation is given below:

Sl No	Name of items	Brand	unit	MRP (Rs/ per unit)	Offered rate (in Rs.)
1	2	3	4	5	6

Yours faithfully
(Kamal Debbarma, TCS)
Block Development Officer
Killa R.D Block, Gomati

ICA/C-3011/23

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL
OFFICE OF THE PRINCIPAL OFFICER (SW & SE)
KHUMULWNG: WEST TRIPURA.

NO.F.10(3-7)-ADC/PO, SWE/SNP/TENDER/ P.egg & Soyabean/2023/3916-25/ Dated, 4/11/2023

NOTICE INVITING QUOTATION

A sealed quotation in prescribed format is hereby invited from the local registered Co-Operative Societies/LAMPS/PACS/SHGs/Mahila Mandal whose establishment is under Dasda Kanchanpur R.D Block only for supply of 2,17,864 X 3=6,53,592 nos (Six lakhs fifty three thousand five hundred ninety two) Poultry egg and 1,700 X 3-51,00 kgs (Five thousand one hundred) soyabean (good quality) to the office of the Principal Officer, SW&SE, TTAADC Khumulwng under Supplementary Nutrition Programme (SNP) for Kanchanpur ICDS Project, North Tripura for the month of November, December 2023 and January 2024 during the financial year '2023-24. Subject to following terms & conditions. The rate should not be more then Govt ceiling rate as per norms Poultry Egg (big size)/@Rs.6.25 per Egg and Soyabean (good quality) @ Rs, 100.00 per kg.). The sealed quotation may be submitted to the office of the undersigned during working hours (11:00 AM to 4:00 PM). The last date of receiving sealed quotation is 10.11.2023 upto 12:00 Noon and quotation will be opened on 15.11.2023 at 1:00 PM in presence of the quotationers or representatives as that the mentioned date undersigned. The details information of quotation is available in the office of the undersigned.

TTAADC/ICA/57/2023

Principal Officer (SW&SE)
TTAADC, Khumulwng

20TM STATE LEVEL WA FESTIVAL-2023
Twikarmaw HS School Ground
6th & 7th November, 2023

INAUGURATION PROGRAMME

Date : 6th November Time : 06:00 PM

Inaugurator

Smt. Pratima Bhowmik, Hon'ble Union Minister of State for Social Justice and Empowerment of India, Government of India.

Chief Guest :

Sri Bikash Debbarma, Hon'ble Minister Tribal Welfare Dept.

Special Guest :

Sri Sukla Charan Noatia, Hon'ble Minister of Cooperation, Tribal Welfare, (TRP & PTG) & Welfare of Minorities, Govt. Of Tripura.

Sri VenKhemasara Bikkhu, Vice Chairman, Dhamma Dipa Foundation.

Sri Pramod Reang, MLA, 36Santirbazar (ST) AC.

Sri Sankar Roy, Ex MLA, Sabroom.

Mrs. Kakali Das, Sabhadhipati, South Tripura Zilla Parishad.

Sri Sanjib Reang, MDC, 26 Birchandra-Kalashi, TTAADC.

Sri Kanjaong Mog, MDC, Bankul-Silachari, TTAADC.

Guest of Honour :

Sri Bibhishan Chandra Das, Saha Sabhadhipati, South Zilla Parishad.

Sri Saju Vaheed A, IAS, DM & Collector, South Tripura.

Sri Asok Kumar Singha, SP, South Tripura.

Sri Ripon Chakma, Asst. Director, ICA, South Tripura.

Sri Doang Mog, General Secretary, MSCO.

Sri Thainsaang Mog, Secretary, MSCO, Baikhora.

Sri Goutam Mog Chowdhury, President, MSCO,BC Manu RC.

President: Sri Mailafru Mog, MLA, 39 Manu(ST) AC.

Your kind presence is highly solicited.

(A. Baidya, TCS Gr-I)
(Convener)
20th State Level WA Festival
(Sub-Divisional Magistrate)
Santirbazar, South Tripura

20" STATE LEVEL WA FESTIVAL-2023
Twikarmaw HS School Ground
6th & 7th November, 2023

CLOSING PROGRAMME

Date : 7th November Time : 06:00 PM

Chief Guest : Sri Tinku Roy, Hon'ble Minister of Youth Affairs & Sports, Social Welfare & Social Education, Labour Department, Govt. of Tripura.

Special Guest : Sri Sushanta Chowdhury, Hon'ble Minister of Food, Civil Supplies, Tourism &Transporation Department, Govt. Of Tripura.

Smt. Santana Chakma, Hon'ble Minister of Industries & Commerce, Jail (Home), Welfare of OBCs, Govt. Of Tripura.

Sri Purna Chandra Jamatia, Hon'ble CEM, TTAADC.

Guest of Honour :

Sri Mailafru Mog, Hon'ble MLA, TLA.
Sri Pramod Reang, Hon'ble MLA, TLA.
Sri Sanjib Reang, MDC, 26 Birchandra-Kalashi.
Sri Kanjaong Mog, MDC, Bankul-Silachari, TTAADC.
Sri Sridam Das, ChairmanPachayat Samiti.
Smt. Swapna Baidya, Chairman, Santirbazar MC.
Sri Satyabrata Saha, Vice Chairman, Santirbazar MC.
Sri Ashoke Kumar Mog, BAC, Jolaibari RD Block.
Smt. Amrita Majumder, BDO, Bokafa RD Block.
Sri Ajit Debbarma, ZDO South Zonal, TTAADC.
Sri Shyamlal Debnath, Social Worker, Santirbazar.
Sri Suchala Mog, Ex-President & Samajpati.
Sri Raj Kumar Mog, President, MSCO, Baikhora Zone.
The President/ Secretary, RTSA.
The President/ Secretary, MYO.
The President/ Secretary, SWMS.

President: Sri Kanjari Mog Chowdhury, President, MSCO.

Your kind presence is highly solicited.

ICA/D-1209/23

(A. Baidya, TCS Gr-I)
(Convener)
20th State Level WA Festival
CSK 4) (Sub-Divisional Magistrate)
Santirbazar, South Tripura

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

এনআইটি-আগরতলার ১৬তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী

ত্রিপুরাকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের মধ্যে শিক্ষামূলক হাব রূপে গড়ে তোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। শিক্ষা পরিবর্তন, আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্ক'তিক ভেদাভেদ দূর করার সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, 'পৃথিবীতে পরিবর্তন আনার জন্য শিক্ষাই হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী অ''। এনআইটি - আগরতলায় প্রধানমন্ত্রীর কথারই প্রতিফলন দেখা যায়। আজ এনআইটি আগরতলার অটল বিহারী বাজপেয়ী স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ১৬তম সমাবর্তন অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমাদের লক্ষ্য শুধু শিক্ষা প্রদান নয়, দেশের ভাগ্য নির্ধারণে অংশগ্রহণ করা। রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে উত্তর-পূর্বা'লের মধ্যে শিক্ষামূলক হাব রূপে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য সমাজে পিছিয়েপড়াদের জন্য স্কলারশিপ চালু করা থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় আধুনিক পরিকাঠামো তৈরির বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। নতুন শিক্ষানীতি ২০২০-কে এই নীতির মূল বৈশিষ্ট হিসেবে শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের সংস্ক'তিকে না ভুলেও বিশ্ব দরবারে প্রতিযোগিতার উপযোগী হয়ে উঠতে সক্ষম হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য সরকার এনআইটি আগরতলার অভিযানকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অঙ্গীকারবদ্ধ। সেজন্য রাজ্য সরকার পরিকাঠামো তৈরি, সহযোগিতামূলক উদ্যোগ গ্রহণ, রাজ্যের টেকনিক্যাল কলেজগুলির সাথে একসাথে কাজ করা ইত্যাদি উদ্যোগ নিতে উৎসাহী। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর 'স্কিল ইণ্ডিয়া' এবং অটল ইনোভেশন মিশনেও' বর্তমান যুগের উদ্ভাবনীমূলক মেধাতে জোর দেওয়া হয়েছে। জাতীয় স্তরীয় এসব উদ্যোগে উদ্বুদ্ধ হয়ে এনআইটি আগরতলাকেও আমরা রাজ্যের শিক্ষা ক্ষেত্রে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রের যোগানের হাব রূপে দেখতে পারি। তিনি তাই 'স্কিল ইণ্ডিয়া' এবং অটল ইনোভেশন মিশন' এর নীতিগুলিকে এনআইটি আগরতলায় পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করায় উৎসাহ দেন।

এনআইটি আগরতলায় সদ্য উত্তীর্ণ ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তোমাদের সাফল্য হচ্ছে আমাদের সকলের গর্ব এবং তোমাদের সাফল্যের কাহিনী অন্য ছাত্রছাত্রীদেরও অনুপ্রেরণা দেবে। তিনি বলেন, পৃথিবীতে আবহাওয়ার পরিবর্তন, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পরিবর্তন, প্রযুক্তিতে রাজনৈতিক ও নীতিবাদ দ্বিধা ইত্যাদি বিভিন্ন ধরণের সমস্যা রয়েছে। তিনি ছাত্রছাত্রীদের এসব সমস্যা ঐক্যবদ্ধভাবে সাহস, ধৈর্য্য, শিক্ষা ও নীতিবাদ মূল্যবোধের সাথে মোকাবিলা করার পরামর্শ দেন। 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' ভাবনাকে গ্রহণ করে দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে অংশীদার হতে উৎসাহ দেন।

ব্লকের কাজকর্ম দেখলেন জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি বিলোনিয়া, ৪ নভেম্বর।। বিলোনিয়া মহকুমার ভারতচন্দ্র নগর ব্লকের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের পরিদর্শন করলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা শাসক সাজু ওয়াহিদ এ। আজ বিকেল তিনটায় জেলাশাসক ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের পূর্ব পিপাড়িয়া খলার গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কুকিছড়া লাইব্রেরি বিল্ডিং এর নির্মাণের কাজ পরিদর্শন করেন জেলা শাসক, সমগ্র শিক্ষা প্রকল্প থেকে ২৩ লক্ষ টাকা দিয়ে এই লাইব্রেরি বিল্ডিং এর নির্মাণ কাজ চলছে , বিল্ডিং এর কাজের গুণগত মান ঠিক হচ্ছে কিনা, পরিকাঠামো ঠিকভাবে গড়ে উঠছে কিনা তা খতিয়ে দেখেন , পাশাপাশি এদিন পূর্ব পিপারিয়াখলা গ্রাম পঞ্চায়েতের এস এইচ জি কমিউনিটি হলের নির্মাণ কাজ সহ পঞ্চায়েতের ব্রিকসলিং রোডের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করেন জেলাশাসক , সাথে ছিলেন ভারতর চন্দ্র নগর ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক কাবেরী নাথ, বি সি নগর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন পুতুল পাল বিশ্বাস সহ ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের ইঞ্জিনিয়ারগন।

তিরুমালায় ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরা দর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু আজ তিরুমালা মন্দিরে ভগবান ভেঙ্কটেশ্বরা দর্শন করেন। টিটিডি আধিকারিকগণ ত্রিপুরার রাজ্যপালকে তিরুমালা মন্দিরে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান। টিটিডি'র চেয়ারম্যান বি কে রেড্ডি এবং ইও এ ভি ধর্ম রেড্ডি রাজ্যপালকে পুস্পস্তবক দিয়ে স্বাগত জানান। চেয়ারম্যান শ্রীরেড্ডি- রাজ্যপালের সঙ্গে তাঁর অতীতের ম'তিগুলির বিষয়ে আলোচনা করেন। ইও এ ভি ধর্ম রেড্ডি- পুর্ণ্যার্থীদের ভগবান দর্শনের বিষয়ে যে পদক্ষেপগুলি নেওয়া হয়েছে তা রাজ্যপালের কাছে তুলে ধরেন। রাজভবন থেকে আজ এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

নেশা সামগ্রী পাচারকালে পুলিশের জালে আটক তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল রাতে নেশা সামগ্রী পাচারকালে তিন যুবককে আটক করে বিশালগড় থানার পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে তাঁদের কাছ থেকে ৭ গ্রাম হিরোইন, বাইক সহ নগদ অর্থ বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।জনৈক পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিশালগড় থানায় খবর আসে কড়ুইমুড়া এলাকায় চারজন ব্যক্তি বাইক ও গাড়ি করে নেশা সামগ্রী পাচার করবে। সেই খবরের ভিত্তিতে গতকাল রাতে পুলিশ সাদা পোশাকে কড়ুইমুড়া এলাকায় উত পেতে বসে থাকেন। সেই সময় চারজন ব্যক্তি নেশা সামগ্রী পাচার করতে আসলেই তাঁদেরকে আটক করে পুলিশ। কিন্তু একজন ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে বলে জানান তিনি। তিনি আরও জানিয়েছেন, তাঁদের কাছ থেকে ৭ গ্রাম হিরোইন, একটি বাইক ও নগদ ৮৪৯৫ টাকা বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ। ধৃতরা হলেন, নতুননগরের বাসিন্দা মুসেদ আলম, চড়িলামের বাসিন্দা আক্তার হোসেন, কড়ুইমুড়ার বাসিন্দা রতন সূত্রধর। তাঁদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় রাজ্যে ২১টি বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণ করার অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। শবদেহের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া মসৃণ ও পরিবেশবান্ধব করে তোলার লক্ষ্যে নগর উন্নয়ন দপ্তর রাজ্যে ২১টি বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণ করার অনুমোদন দিয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন নগর এলাকায় এই বৈদ্যুতিক চুল্লিগুলি নির্মাণ করা হবে। প্রতিটি চুল্লি নির্মাণে ব্যয় হবে ১.১ কোটি টাকা। আজ নগর উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে।

নগর উন্নয়ন দপ্তরের যুগ্ম সচিব রজত পন্থ আজ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, প্রথাগত অন্ত্যেষ্টি পর্বের চেয়ে বৈদ্যুতিক চুল্লি অনেক বেশী পরিবেশবান্ধব হিসেবে পরিচিত। এতে পরিবেশ দূষণ অনেক কম হয়। পাশাপাশি বৈদ্যুতিক চুল্লিতে অন্ত্যেষ্টি পর্ব অনেক দ্রুত সম্পন্ন হওয়ায় শবদেহের সঙ্গে আসা লোকজনকে অনেক কম সময় শ্মশানে কাটাতে হয়। অন্ত্যেষ্টি পর্বকে অধিকতর স্বাস্থ্যকর করে তোলার লক্ষ্যে বৈদ্যুতিক চুল্লিতে অনেক আধুনিক সুবিধা রয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্স ফর ক্যাপিটেল ইনভেস্টমেন্ট ফর অল আর্বাণ লোকাল বডিস প্রকল্পে এই চুল্লিগুলি নির্মাণে ব্যয় হবে ২৩.৩৬ কোটি টাকা। প্রতিটি চুল্লি নির্মাণে ব্যয় হবে ১.১ কোটি টাকা। অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহার নেতৃত্বাধীন সরকার রাজ্যবাসীর কাছে আধুনিক ও উন্নত পরিষেবা পৌঁছে দিতে বদ্ধপরিকর। এই লক্ষ্যেই বৈদ্যুতিক চুল্লি স্থাপনের এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কয়েকটি নগর এলাকায় এই বৈদ্যুতিক চুল্লি নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।

কল্যাণপুরে রেশনে সরিষা তেল প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শনিবার কল্যাণপুর দক্ষিণ দুর্গাপুর রতিয়ার সরকারি ন্যায্য মূল্যের দোকানে ভর্তুকি মূল্যে সরিষার তেল বন্টনের সূচনা করেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। এদিন ছিলেন ফুড কন্টোলার শুভঙ্কর চৌধুরী সহ অন্যান্যরা। এদিন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন, ১১৩ টাকা ভর্তুকি মূল্যে ভোক্তারা তিন মাস অন্তর অন্তর এই তেল পাবেন। কল্যাণপুরে মোট ন্যায্য মূল্যের দোকান আছে ২৭ টি। ভর্তুকি মূল্যে সরিষার তেলতে বেজায় খুশি ভোক্তারা। এদিন আনন্দগন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এলাকার বিধায়ক পিকনি দাস চৌধুরী সূচনা করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানকে ঘিরে বেশ সারা পরিলক্ষিত হয়েছে কল্যাণপুরে। এদিকে কল্যাণপুর ১, ২,৩,৪ নং রেশন দোকানে ভর্তুকি মূল্যে সরিষার তেল গ্রাহকদের হাতে তুলে দিয়েছেন কল্যাণপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারস সোমেন গোপ। এদিন ছিলেন খোয়াই জেলা পরিষদের সহ সভাধিপতি হরি শংকর পাল এবং পূর্ণেন্দ ভট্টাচার্য।

পিতাকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি বিলোনিয়া, ৪ নভেম্বর।। পিতাকে আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাতে গিয়ে আক্রান্ত ছেলে পাপ্পু বিশ্বাস বাড়ি পূর্ব পিপড়িয়াখলা এলাকার, অভিযোগ বিচিত্র মল্লিক নাকি লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে বাকবিতণ্ডা কে কেন্দ্র করে এই আক্রমনের ঘটনা ঘটে ,দোষী বিচিত্র মল্লিকের শাস্তি চেয়ে বিলোনিয়া থানাতে মামলা হয় আজ দুপুর দেড়টা নাগাদ আক্রান্ত পাপ্পুর পক্ষ থেকে, আক্রমনের ঘটনাটি ঘটে ভারত চন্দ্র নগর ব্লকের পূর্ব পিপড়িয়াখলা এলাকার বাজার সংলগ্ন এলাকায়, বিলোনিয়া থানাতে মামলা দায়ের করার পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি আক্রান্ত পাপ্পু বিশ্বাস বলেন, পূর্ব পিপরিয়াখলা বাজার থেকে বাড়িতে ফেরার পথে পাপ্পু বিশ্বাসের পিতার সাথে বাকবিতণ্ডা জড়িয়ে পরে বিচিত্র মল্লিক, এরপর বাকবিতণ্ডা থেকে পাপ্পু বিশ্বাস নাকি তার পিতাকে সেখান থেকে নিয়ে আসার সময় পাপ্পুর মাথার উপর লাঠি দিয়ে হঠাৎ আঘাত করে বিচিত্র মল্লিক , এই আঘাতে মাথা ফেটে যায় সাথে সাথে নিয়ে আসা হয় বিলোনিয়া হাসপাতালে, হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বিচিত্র মল্লিকের বিরুদ্ধে থানায় মামলা দায়ের করে পাপ্পু বিশ্বাস।

সিএবি-র পাঠানো টিকিট ফেরত পাঠালেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ৪ নভেম্বর, (হি.স.): সিএবি-র পাঠানো টিকিট ফেরত পাঠালেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।রাজভবন সূত্রে খবর, রাজ্যপাল বোসকে খেলা দেখার জন্য চারটি টিকিট পাঠিয়েছিল সিএবি। তবে কালোবাজারির কথা জানার পর বোস নিজেই সেই টিকিটগুলি ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। রবিবার ম্যচ রয়েছে ইডেনে। খেলা দেখার জন্য রীতিমতো টিকিটের হাহাকার পড়ে গিয়েছে। অভিযোগ উঠছে সামাজিক মাধ্যমেও চলছে কালোবাজারির। এখনও পর্যন্ত গ্রেফতার হয়েছেন ২১ জন। বাজেয়াপ্ত হয়েছে ১২৭টি টিকিট। এই পরিস্থিতিতে রাজ্যপালের এই সিদ্ধান্তে জল্পনা তুঙ্গে।

পারিবারিক কলহের জেরে বাঁধাকপির ক্ষেত তছনছ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। পারিবারিক কলহের জেরে পিতার বাঁধাকফির ক্ষেত তছনছ করেছে পুত্র। এমনটাই অভিযোগ তুলে পুত্রের বিরুদ্ধে তেলিয়ামুড়া থানায় অভিযোগ করলেন পিতা।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন ইচারবিল যোল ঘরিয়ার বাসিন্দা কৃষক কার্তিক দাস গত কয়েক দিন ধরে তার ছোট ছেলে কিশোর দাসের মধ্যে পারিবারিক কোন এক বিষয় নিয়ে বিবাদ চলছিলো। শুক্রবার এই পারিবারিক বিবাদ তুমুল কলহের রূপ নেয়। গতকাল সন্ধ্যায় কিশোর দাস তার পিতা উপর হামলার জন্য চড়াও হয় বলে পিতা কার্তিক দাসের অভিযোগ। পিতার উপর আক্রমণ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর আক্রোশ মিটাতে গিয়ে কিশোর দাস তার পিতার ছয় গন্ডা বাঁধাকপি ক্ষেতের তছনছ করেছ বলেও অভিযোগ করেন ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক কার্তিক দাস। এই ঘটনায় তিন থেকে সাড়ে তিনশো বাঁধাকপি চারা নষ্ট হয়েছে বলে জানান ক্ষতিগ্রস্থ প্রান্তিক কৃষক কার্তিক দাস। আজ সকালে তেলিয়ামুড়া থানায় এ বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক পক্ষ থেকে অভিযোগ জানানো হলেও সংবাদ সংগ্রহ করা পর্যন্ত পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়নি বলে খবর।

সাংবাদিকদের চিকিৎসার জন্য আগরতলা প্রেসক্লাব ও পিয়ারলেস হাসপাতালের মধ্যে মৌ স্বাক্ষর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৪ নভেম্বর।। আজ সাংবাদিক ও সাংবাদিক পরিবারের চিকিৎসার জন্য আগরতলা প্রেসক্লাব এবং পিয়ারলেস হাসপাতালের মধ্যে মৌ স্বাক্ষর হয়েছে। সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের জন্য পিয়ারলেস হাসপাতালে বহির্বিভাগ ও ভর্তি থেকে চিকিৎসা করার ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। পরীক্ষা নিরিক্ষার ক্ষেত্রে ছাড় পাওয়া যাবে ১৫ শতাংশ।

পিয়ারলেস হাসপাতালের কাউন্টার থেকে ঔষধ কিনলেও ১০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে পিয়ারলেস হাসপাতাল পর্যন্ত সর্ব সুবিধা যুক্ত এম্বুলেন্সে রোগীকে বিনা খরচে নিয়ে যাওয়া হবে। চিকিৎসার প্যাকেজএর ক্ষেত্রেও ১০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হবে। আগে জানিয়ে গেলে হোটেল রেস্টহাউজে থাকার ক্ষেত্রেও ছাড়ের ব্যবস্থা করবে পিয়ারলেস হাসপাতাল কতৃপক্ষ। শনিবার আগরতলা প্রেস ক্লাব ও পিয়ারলেস হাসপাতাল এবং বি কে রায় রিসার্চ সেন্টারের যৌথ উদ্যোগে আগরতলা প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত হলো ক্যান্সার সচেতনতা শিবির।সাংবাদিক ও তাদের পরিবারের চিকিৎসার জন্য মৌ স্বাক্ষর করা হয়েছে।

এদিন বেলা ১২ টা নাগাদ আগরতলা প্রেস ক্লাবের ত্রিতল হলে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন পিয়ারলেস হাসপাতালের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর রবীন্দ্র পাই। তাছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য ও পিয়ারলেস হাসপাতালের মার্কেটিং বিভাগের এসিট্যান্ট জেনেরাল ম্যানেজার অনুপ ভক্ত।

এদিনের অনুষ্ঠানে ক্যান্সার সচেতনতা বিষায়ক আলোচনা করেন কলকাতার পিয়ারলেস হাসপাতালের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাঃ শৌভনিক শতপতি, ডাঃ অভিষেক দত্ত ও ডাঃ প্রগতি সিংহল। আলোচনা শেষে এই ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা প্রয়োজনে বিনামূল্যে রোগীদের পরামর্শও দিয়েছেন।আগরতলা প্রেসক্লাবে হওয়া এদিনের ক্যান্সার সচেতনতা শিবিরে ৬৭ জন সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিক অংশ নিয়েছেন।

আর.বি.এস.কে-এর উপর দিবসীয় সচেতনতা মূলক কর্মশালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ নভেম্বর।। পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ৪ নভেম্বর তেলিয়ামুড়ার অশ্বিনীকুমার ঘোষ স্মৃতি কমিউনিটি হলে আর.বি.এস.কে-এর উপর এক দিবসীয় সচেতনতা মূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিশেষ করে এই সময়ের মধ্যে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সচেতনতা বৃদ্ধি সহ শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার উপরে গুরুত্ব আরোপ দিয়ে এবং আগামী দিনে যারা বিশেষভাবে কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যাধীন শিশু যারা রয়েছে তাদের'কে কিভাবে সুস্থ করে স্বাভাবিক জীবনে চলার উপযোগী করে গড়ে তোলা যায় সেই লক্ষ্য নিয়েই আজকের এই কর্মশালা।

এদিনের এই কর্মশালায় উদ্বোধক এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়িকা তথা রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী সাহা রায়।

আলোচনায় অংশগ্রহণ করে শ্রীমতি সাহা রায় এই সময়ের মধ্যে আর.বি.এস.কে এর প্রাসঙ্গিকতা এবং তাৎপর্য নিয়ে নাতিদীর্ঘ মতামত তুলে ধরেন। বিধায়িকা সংশ্লিষ্ট সকলের উদ্দেশ্যে সরকারের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে প্রশাসনিক সাহায্য সহযোগিতাকে পাথেয় করে আগামী দিনে আর.বি.এস.কে সহ প্রাসঙ্গিক বিভিন্ন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরিকল্পনাগুলোর সঠিক রূপায়ণের জন্য আবেদন রাখেন।

এদিনের এই কর্মশালায় তেলিয়ামুড়ার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আশা কর্মীদের উপস্থিতি যেমন ছিল চোখে পড়ার মতো, ঠিক এর পাশাপাশি বিভিন্ন অংশের স্বাস্থ্যকর্মীদের অংশগ্রহণ এবং স্বতঃস্ফূর্ততা গোটা কার্যক্রমকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলে। তাছাড়া, এদিনের এই কর্মশালায় অন্যান্যদের মাঝে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান রূপক সরকার, তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায় সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ক্লাব প্রোগ্রেসিভ ইউথ ক্লাবের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৪ নভেম্বর।। সামাজিক কর্মসূচির পাশাপাশি সংস্কৃতি জগৎকে উৎসাহিত করতে প্রতিবছরের মত এবছরও বিশাল আয়োজন করছে তেলিয়ামুড়ার বনেদি ক্লাব প্রোগ্রেসিভ ইউথ ক্লাব।রাজ্যের সংগীত প্রেমী ও শিল্পীদের আনন্দ দেওয়া এবং উৎসাহিত করার জন্য তেলিয়ামুড়া প্রোগ্রেসিভ ইউথ ক্লাবের উদ্যোগে মেগা সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। প্রতি বছরই এই ক্লাব দেশের নামকরা ও উদীয়মান শিল্পী দের দ্বারা সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করে থাকে। এবছর দুর্গোৎসব কেন্দ্র করে এক মেগা কনসার্ট এর করা হয়। থাকছে রাজ্যে এই প্রথম বারের মত সংগীত কনসার্ট করতে নন্দী সিস্টার্স এবং তার ব্যান্ড। আর এই কনসার্ট হচ্ছে তেলিয়ামুড়ার প্রোগ্রেসিভ ইউথ ক্লাবের উদ্যোগে।

তেলিয়ামুড়া বনেদি ক্লাব গুলোর মধ্যে অন্যতম প্রোগ্রেসিভ ইউথ ক্লাব প্রতি বছরই দুর্গা পুজাকে কেন্দ্র করে বিজয়া দশমীর পর এবং দ্বিপাবলীর মাঝের সময়ে মেগা সংগীত কনসার্ট বা মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করে থাকে। এবছরও এর ব্যতিক্রম হচ্ছেনা। এবছরও ভারতের নামকারা শিল্পী দ্বারা একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে আগামীকাল তথা ৫ ই নভেম্বর রবিবার সন্ধ্যায় তেলিয়ামুড়া দ্বাদশ শ্রেনী বিদ্যালয়ের মাঠ প্রাঙ্গনে। এই অনুষ্ঠান কে সামনে রেখে রবিবার সন্ধ্যায় প্রোগ্রেসিভ ইউথ ক্লাবের প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। মঞ্চ তৈরী থেকে শুরু করে আলোকসজ্জায় থাকছে ত্রিপুরা রাজ্যের নামকরা ডেকোরেটর গন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরা সরকারের মুখ্য সচেতক কল্যানী সাহা রায়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।